পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণ

M.Phil.

সুগত চাকমা
পরীক্ষা রোল নং ১
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯১-৯২
রেজিঃ নং ৭৮/৯১-৯২

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০১ইং

RB
B
491.44
CHP

..Phil.

GIFT

384634

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণ

সুগত চাকমা

শিক্ষাবর্ষ ১৯৯১-৯২

রেজিঃ নং ৭৮/৯১-৯২

Dhaka University Library
384634

১৯৯১-৯২ সনের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত।

384634

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ২০০০ ইং

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১-৯২ সালের আধুনিক ভাষার এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের শর্ত পূরণের জন্য উপস্থাপিত করা হইল।

তত্ত্বাবধায়ক

আবুল মনসুর মুহাম্মদ আবু মুসা
অধ্যাপক
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুগত চাকমা
এম. ফিল. শিক্ষার্থী
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯১-৯২
রেজিঃ নং ৭৮/৯১-৯২
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

384634

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাষা ও উপভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণের ব্যাপারে এই অভিসন্দর্ভ আমার তৎ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ কর্ম-অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেরই ফল । এই এলাকার একজন চাকমা উপজাতীয় হিসাবে আমি উপজাতীয় সমাজের মধ্যে বড় হয়েছি । তাই এখানকারবিভিন্ন উপজাতীয়দের ভাষা সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-সঞ্চয় করেছি তা এই অভিসন্দর্ভে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি । বস্তুতঃপক্ষে এই অভিসন্দর্ভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আমার ছাত্র হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর ভাষার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কর্মাভিজ্ঞতার সমন্বয়েরই ফলস্বরূপ ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মত দুর্গম, প্রত্যন্ত এবং তিন দশক ব্যাপী অশান্ত একটি এলাকার ভাষার শ্রেণীকরণের মত জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে বহু সহৃদয় ব্যক্তি ও মহতী প্রতিষ্ঠানের কাছে নৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করে ঋণী হতে হয়েছে । ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু সহৃদয় ব্যক্তিই আমাকে এ কাজে নৈতিক, মৌখিক এবং লিখিত ভাবে তথ্য, জ্ঞান, উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে নানা ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন ।

384634

সর্বাগ্রে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক জনাব আবুল মনসুর মুহাম্মদ আবু মুসার প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । বস্তুতঃপক্ষে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আমাকে শিক্ষাদান এবং এই গবেষণার কাজে তাঁর তত্ত্বাবধান ব্যতীত এই গবেষণার কাজ সম্পাদন করা কখনও সম্ভব হতো না । পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে আমার স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যেত, কখনও বাস্তবতার মুখ দেখতো না । তিনি আমাকে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে যে তত্ত্বগত জ্ঞান দান করেছেন এবং তাঁর অপরিসীম ব্যস্ততার মাঝেও নিরলস ভাবে আমার কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে আন্তরিকতার সাথে এই কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন তার মূল্য বাস্তবিকই অপরিসীম । এই গবেষণার কাজে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণের সময় তাঁর পরামর্শ, পথ-নির্দেশনা এবং উপদেশের ফলে আমার পক্ষে এই কাজ সম্পাদন করা আজ সম্ভব হয়েছে ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অধিকন্তু, তিনি এই অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে বহুবার পাঠ করে এর উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে এই অভিসন্দর্ভের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের ব্যাপারে আমার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করেছেন। এই কারণে আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছে ভাষাতত্ত্ব প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রথম উৎসাহ প্রদানের জন্য আমি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সদুপদেশের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। তিনি আমাকে প্রেরিত ২২/০৭/১৯৭৪ইং তারিখে তাঁর স্বাক্ষরিত একটি পত্রে এই যথার্থ উপদেশ দেওয়ার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ভাষাতত্ত্ব শেখার ব্যাপারে আমার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা মাসুদা, এম, রশীদ চৌধুরী আমাকে আনুরিকভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেই কেবল ক্ষান্ত হননি, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসার তত্ত্বাবধানে ভাষাতত্ত্বে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ভর্তির ব্যাপারেও সাহায্য, সহযোগিতা এবং ভূমিকা পালন করেন। এ জন্য আমি তাঁর প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে এম,ফিল, কোর্সে ভাষাতত্ত্বে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দানের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ এর সাবেক পরিচালক ডঃ এইচ, এম, আবদুল হাই, সাবেক ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডঃ মুহম্মদ জাহাঙ্গীর ও ডঃ দিল আফরোজ কাদের, বর্তমান পরিচালক জনাব এ,এম,এম হামিদুর রহমান ও সচিব জনাব হাফেজ আবদুর রহমানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

১৯৯৪ সালে প্রথম পর্ব, এম, ফিল পরীক্ষার সময় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ কালে আমার শ্রদ্ধেয় পরীক্ষকদ্বয়ের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মনিরুজ্জামান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম এদুজন ভাষাবিদ আমার অভিসন্দর্ভের মানোন্নয়নের ব্যাপারে আমাকে যে সৎ উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন তার ফলেও আমার এই অভিসন্দর্ভের সমৃদ্ধি ঘটেছে। তাই তাঁদের প্রতিও আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে এম. ফিল. কোর্সে ভাষাতত্ত্বে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে আমাকে প্রয়োজনীয় ছুটি অনুমোদন, সহযোগিতা ও অর্থ সাহায্য প্রদানের জন্য আমি রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ ভাবে এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব পারিজাত কুসুম চাকমা আমার এই গবেষণা কাজে সর্বানুকরণে আমাকে তাঁর নৈতিক সমর্থন দান পূর্বক সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, মাত্র কিছু কাল পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেছেন। তাই আমাদের এই গবেষণা কাজ তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব হলো না। গভীর ভাবে তাঁর আনুরিকতার কথা স্মরণ করে আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর নাম স্মরণ করছি। আমার সহধর্মিণী শীলা ঋীসাও নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এই গবেষণার কাজে বহু সময় আমার তথ্য-দাতারা রাঙ্গামাটিতে আমার সাথে দেখা করতে এলে তাঁদের আপ্যায়নের বাড়তি দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়েছে। তাই সহযোগিতার জন্য তাঁরও ধন্যবাদ প্রাপ্য।

এই গবেষণার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপজাতীয় শব্দ, রূপকথাগুলো টেপরেকর্ডার দ্বারা রেকর্ড করার কাজে সাহায্য করার জন্য উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের কর্মচারী গীটার প্রশিক্ষক জনাব প্রদীপ বাহাদুর রায়কে ধন্যবাদ। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক জনাব প্রদীপ কুমার দে এই অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপিটি প্রথম টাইপ মেশিনে টাইপ করে দেন। এরপর এটির বিষয়বস্তুর মান উন্নত করা হলে ঢাকাস্থ মিরপুরের বনফুল শিশু সদনের কর্মচারী জনাব নিশি কুমার চাকমা এর দ্বিতীয় পান্ডুলিপিটি টাইপ করে সাহায্য করেন। তৎপর এই অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপির প্রস্তুতির কাজ তৃতীয় বারের মত চূড়ান্ত ভাবে প্রস্তুত করার পর এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর সেকশন অফিসার জনাব মুহম্মদ মহিউদ্দিন এটি টাইপ করে দিয়ে আমাকে অশেষ উপকৃত করেন। আমি তাঁদের সকলকে এবং আর যাঁরা যাঁরা আমাকে এই গবেষণা কাজে কোন না কোন ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের সকলকেই অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

সুগত চাকমা

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণাতীত কাল থেকে যে সব জনগোষ্ঠী বসবাস করছে আমরা তাদের মধ্যে যে সব ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত রয়েছে সেগুলির প্রাথমিক শ্রেণীকরণ করার কাজে মরিস সোয়াদেশ কর্তৃক উইলিয়াম জে সামারিনকে গ্লটোক্রনোলজিতে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ১০০ টি মৌলিক শব্দের একটি তালিকাকে ব্যবহার করেছি। দু'টি সমোদ্ভব ভাষার মধ্যে মৌলিক শব্দের সংরক্ষণের হার তুলনা করে ঐ দু'টি ভাষার উদ্ভব কাল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এই মৌলিক শব্দের তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়। এর সাথে সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কারণে আরও ৮টি শব্দ যুক্ত করে আমরা ১০৮টি মৌলিক শব্দের একটি তালিকা এই গবেষণার কাজে ব্যবহার করেছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত উপজাতি হিসেবে পরিচিত ১১ টি জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের ভাষা ও উপভাষাগুলি থেকে প্রথমে এই ১০৮ টি মৌলিক শব্দের প্রতিশব্দ সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর সংগৃহীত শব্দগুলির মধ্যেকার ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করে এগুলিকে বিভিন্ন পরিবার, শাখা ও দলের অন্তর্ভুক্ত করে প্রাথমিক ভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণ কাজে যে ফল পেয়েছি নিম্নে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:-

১. পার্বত্য চট্টগ্রামে ২ টি বৃহৎ পরিবারের ভাষা রয়েছে। এগুলি হলো ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবার এবং সিনো-টিবেটান বা ভোট-চীন ভাষা পরিবার।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপভাষাটি ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার অনুর্গত। এর একটি উপ-উপভাষা রয়েছে, এটি হলো তঞ্চঙ্গ্যা উপ-উপভাষা।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে সিনো-টিবেটান বা ভোট-চীন পরিবারের ভোট-বর্মী শাখার অনুর্গত দুটি ভাষা আছে। এগুলি হলো যথাক্রমে ত্রিপুরা ভাষা বা ককবরক এবং মো। পার্বত্য চট্টগ্রামে ৭ টি ভোট-বর্মী উপভাষা রয়েছে। এগুলি হলো যথাক্রমে - মারমা, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং এবং যুমি।

বর্ণানুকরণের কাজে এই গবেষণায় ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

Figure 3 The International Phoentic Alphabet (revised to 1989)

CONSONANTS

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k g	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap				ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			
Ejective stop	pʼ			tʼ		ʈʼ	cʼ	kʼ	qʼ		
Implosive	ƥ ɓ			ƭ ɗ			ƈ ʄ	ƙ ɠ	ʠ ʛ		

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a voiced consonant. Shaded areas denote articulations judged impossible.

VOWELS

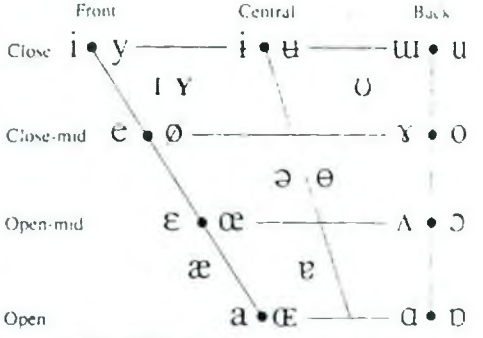

	Front	Central	Back
Close	i • y	ɨ • ʉ	ɯ • u
	ɪ ʏ		ʊ
Close-mid	e • ø		ɤ • o
		ə ɵ	
Open-mid	ɛ • œ		ʌ • ɔ
	æ	ɐ	
Open	a • ɶ		ɑ • ɒ

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a rounded vowel.

OTHER SYMBOLS

- ʍ Voiceless labial-velar fricative
- w Voiced labial-velar approximant
- ɥ Voiced labial-palatal approximant
- ʜ Voiceless epiglottal fricative
- ʢ Voiced epiglottal fricative
- ʡ Epiglottal plosive
- ɕ ʑ Alveolo-palatal fricatives
- ɜ Additional mid central vowel
- ʘ Bilabial click
- ǀ Dental click
- ǃ (Post)alveolar click
- ǂ Palatoalveolar click
- ǁ Alveolar lateral click
- ɺ Alveolar lateral flap
- ɧ Simultaneous ʃ and x

Affricates and double articulations can be represented by two symbols joined by a tie bar if necessary. k͡p t͡s

DIACRITICS

̥ Voiceless	n̥ d̥	̹ More rounded	ɔ̹	ʷ Labialized	tʷ dʷ	̃ Nasalized	ẽ
̬ Voiced	s̬ t̬	̜ Less rounded	ɔ̜	ʲ Palatalized	tʲ dʲ	ⁿ Nasal release	dⁿ
ʰ Aspirated	tʰ dʰ	̟ Advanced	u̟	ˠ Velarized	tˠ dˠ	ˡ Lateral release	dˡ
̤ Breathy voiced	b̤ a̤	̠ Retracted	i̠	ˤ Pharyngealized	tˤ dˤ	̚ No audible release	d̚
̰ Creaky voiced	b̰ a̰	̈ Centralized	ë	̴ Velarized or pharyngealized	ɫ		
̼ Linguolabial	t̼ d̼	̽ Mid-centralized	e̽	̝ Raised	e̝ (ɹ̝ = voiced alveolar fricative)		
̪ Dental	t̪ d̪	̩ Syllabic	ɹ̩	̞ Lowered	e̞ (β̞ = voiced bilabial approximant)		
̺ Apical	t̺ d̺	̯ Non-syllabic	e̯	̘ Advanced Tongue Root	e̘		
̻ Laminal	t̻ d̻	˞ Rhoticity	ə˞	̙ Retracted Tongue Root	e̙		

SUPRASEGMENTALS

- ˈ Primary stress — ˌfoʊnəˈtɪʃən
- ˌ Secondary stress
- ː Long — eː
- ˑ Half-long — eˑ
- ̆ Extra-short — ĕ
- . Syllable break — ɹi.ækt
- | Minor (foot) group
- ‖ Major (intonation) group
- ‿ Linking (absence of a break)
- ↗ Global rise
- ↘ Global fall

TONES & WORD ACCENTS

LEVEL		CONTOUR	
e̋ or ˥	Extra high	ě or ˩˥	Rising
é ˦	High	ê ˥˩	Falling
ē ˧	Mid	e᷄ ˧˥	High rising
è ˨	Low	e᷅ ˩˧	Low rising
ȅ ˩	Extra low	e᷈ ˧˦˧	Rising-falling etc.
↓ Downstep			
↑ Upstep			

Kirsten Malmkjær ed. 1991 : The Linguistic Encyclopedia
London & New York : Routledge Chapman and Hall Inc.

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

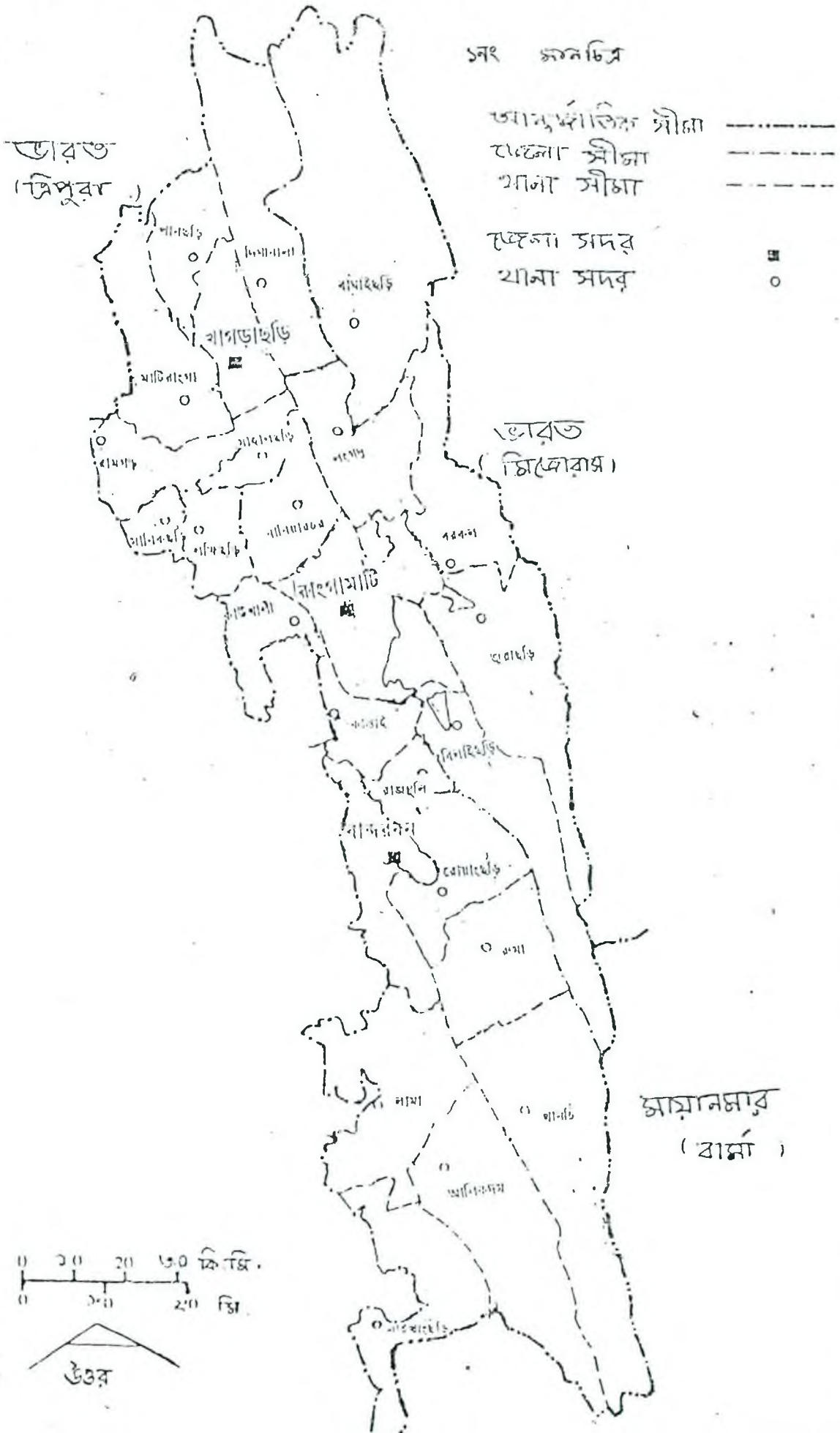

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ক - গ
	সারসংক্ষেপ	ঘ
	আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা	ঙ
	সূচীপত্র	ছ - ঝ
	ভূমিকা	ঞ - ট
প্রথম অধ্যায় :	বিষয় ও গবেষণা পদ্ধতি	১ - ১০
১·১	ভাষা ও উপভাষার সংজ্ঞা, পার্থক্য ও উৎপত্তি	১ - ২
১·২	ভাষার শ্রেণীকরণ	২ - ৪
১·৩	ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব	৪ - ৬
১·৪	গ্লটোক্রনোলজি	৭ - ৮
১·৫	বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ও শ্রেণীকরণ পদ্ধতি	৮ - ১০
দ্বিতীয় অধ্যায় :	পরিচিতি	১১ - ৬৩
২·১ - ২·৪	পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্থানানুর	১২ - ১৫
২·৫	চাকমা	১৮ - ২২
২·৬	তঞ্চঙ্গ্যা	২৫ - ২৭
২·৭	মারমা	৩০ - ৩২
২·৮	ত্রিপুরা	৩৫ - ৩৭
২·৯	ম্রো	৪০ - ৪১
২·১০	চাক	৪৪ - ৪৫
২·১১	লুসেই	৪৮ - ৪৯
২·১২	পাংখুয়া	৫২
২·১৩	বম	৫৫ - ৫৬
২·১৪	খ্যাং	৫৯ - ৬০
২·১৫	খুমি	৬৩
তৃতীয় অধ্যায় :	পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা পরিচিতি	৬৪ - ১২২
৩·১	চাকমা উপভাষা	৬৫ - ৭১
৩·২	তঞ্চঙ্গ্যা উপ-উপভাষা	৭২ - ৭৬
৩·৩	মারমা উপভাষা	৭৭ - ৮১
৩·৪	ত্রিপুরা ভাষা বা ককবরক	৮২ - ৮৬
৩·৫	ম্রো ভাষা	৮৭ - ৯০
৩·৬	চাক উপভাষা	৯১ - ৯৬
৩·৭	পাংখুয়া উপভাষা	৯৭ - ১০২
৩·৮	লুসেই উপভাষা	১০৩ - ১০৮
৩·৯	বম উপভাষা	১০৯ - ১১৩
৩·১০	খ্যাং উপভাষা	১১৪ - ১১৭
৩·১১	খুমি উপভাষা	১১৮ - ১২১
৩·১২	পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষার এবং উপভাষার মূলধ্বনির তুলনামূলক বিবরণ	১২২

Dhaka University Institutional Repository

		পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায় :	বিশ্লেষণ	১২৩ - ১৩৯
৪·১	ভাষা পরিবারগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ ও শাখা নির্ণয়	১২৩ - ১২৪
৪·২	বাংলা মৌলিক শব্দগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা মৌলিক শব্দগুলোর সাদৃশ্যের বিচার	১২৫ - ১২৭
৪·২·১-৪·২·২	চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যার শ্রেণীকরণ	১২৭
৪·৩	ভোট - বর্মী শব্দগুলোর সাদৃশ্যের বিচার	১৩০ - ১৩২
৪·৩·১	ভোট - বর্মী শব্দগুলোকে বিভিন্ন দলে পৃথকীকরণ	১৩২ - ১৩৩
৪·৩·২-৪·৩·৩	ভোট - বর্মী শব্দগুলো থেকে কুকি - চীন দলের শব্দগুলোকে পৃথকীকরণ	১৩৩ - ১৩৫
৪·৩·৪	কুকি - চীন দলের শব্দগুলোকে উপদলে পৃথকীকরণ	১৩৬
৪·৩·৫	বর্মী ও মারমা শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বিচার	
৪·৩·৬	বোড়ো ও ত্রিপুরা শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বিচার	১৩৭
৪·৩·৭	ভোট - বর্মী শব্দগুলো থেকে ম্রো শব্দগুলোকে পৃথকীকরণ	১৩৭ - ১৩৮
৪·৩·৮	ভোট - বর্মী শব্দগুলো থেকে চাক শব্দগুলোকে পৃথকীকরণ	১৩৮ - ১৩৯
পঞ্চম অধ্যায় :	পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণ	১৪০ ১৪৬
	ভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণ	১৪০ - ১৪৩
	উপসংহার	১৪৪ - ১৪৬
	নমুনা	১৪৭ - ১৯৮
তালিকা ১নং:	পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষা সমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ	১৪৮ - ১৫৭
২নং:	বর্মী শব্দের সাথে সংগৃহীত মারমা শব্দের সাদৃশ্যের বিচার	১৫৬ - ১৫৭
৩নং:	বোড়ো শব্দের সাথে সংগৃহীত ত্রিপুরা শব্দের সাদৃশ্যের বিচার	১৫৮
রূপকথা, গল্প ও কাহিনীর তালিকা		১৫৯ - ১৯৮
	চাকমা রূপকথা	১৫৯ - ১৬৫
	তঞ্চঙ্গ্যা রূপকথা	১৬৬ - ১৬৯
	মারমা রূপকথা	১৭০ - ১৭১
	ত্রিপুরা রূপকথা	১৭২ - ১৭৭
	ম্রো গল্প	১৭৮
	চাক রূপকথা	১৭৯ - ১৮৩
	পাংখুয়া রূপকথা	১৮৪ - ১৮৬
	লুসেই রূপকথা	১৮৭ - ১৯১
	বম রূপকথা	১৯২ - ১৯৬
	খ্যাং কাহিনী	১৯৭
	খুমি রূপকথা	১৯৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শব্দগুলোর মধ্যেকার ক্রমিক সংখ্যার সাদৃশ্যের তালিকা		১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

মানচিত্রের তালিকা

১নং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র চ
২নং চাকমা এলাকা ১৬
৩নং তঞ্চঙ্গ্যা এলাকা ২৩
৪নং মারমা এলাকা ২৮
৫নং ত্রিপুরা এলাকা ৩৩
৬নং ম্রো এলাকা ৩৮
৭নং চাক এলাকা ৪২
৮নং লুসেই এলাকা ৪৬
৯নং পাংখুয়া এলাকা ৫০
১০নং বম এলাকা ৫৩
১১নং খ্যাং এলাকা ৫৭
১২নং খুমি এলাকা ৬৩

ছবির তালিকা

১নং একজন চাকমা যুবতী ১৭
২নং একজন তঞ্চঙ্গ্যা যুবতী ২৪
৩নং একটি মারমা দম্পতি ২৯
৪নং একজন ত্রিপুরা রমণী ৩৪
৫নং দুজন ম্রো কিশোরী ৩৯
৬নং একজন চাক মহিলা ৪৩
৭নং একজন লুসেই কিশোরী ৪৭
৮নং দুজন পাংখুয়া মহিলা ৫১
৯নং একজন বম যুবতী ৫৪
১০নং তিন জন খ্যাং কিশোরী ৫৮
১১নং দুজন খুমি যুবক-যুবতী ৬২

গ্রন্থপঞ্জী ও প্রবন্ধ ২০০ - ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশ জুড়ে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে বসবাস করছে যে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী তাদের ভাষিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এ যাবত কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা না হওয়ায় সে ব্যাপারে আমাদের জানার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও জানার কোন উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতি হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ রয়েছে যা সহজেই যে কাউকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ না করে পারে না। অধিকন্তু, এখানকার জনগোষ্ঠীর আকর্ষণীয় সংস্কৃতির মত ভাষার ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য কম নয়। ভাষার ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে যে কোন ভাষা-গবেষকের কাছে আগ্রহ ও কৌতূহলের বিষয়।

পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাইরের লোকদের কাছে নানাবিধ কারণে অজ্ঞাত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ভেদ্য অরণ্য এবং দুর্গম পাহাড়পর্বতগুলি তাকে এবং তার অধিবাসীদের অন্যান্য লোকদের কাছ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আড়াল করে রেখেছিল। এর ফলে অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বাইরের লোকদের জানার কোন উপায় ছিল না। ইংরেজরা প্রথম ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করে। ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তৃতীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং প্রথম ডেপুটি কমিশনার। তিনি ১৮৬৬ খ্রীঃ থেকে ১৮৭৪ খ্রীঃ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। লুইন পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে তিনটি বই লিখেন। তৎপরবর্তী কালের ইংরেজ ডেপুটি কমিশনারদের মধ্যে আর.এইচ.এস. হাচিনসন ১৯০১ খ্রীঃ থেকে ১৯০৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনিও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে দুইটি বই লিখেন। এরপর আর কোন ইংরেজ কর্মকর্তা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আর কোন বই লিখেন নি। এই দুজন ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ সংগ্রহ করে তাদের বইগুলিতে প্রকাশ করেন। তাঁদের কেউই নৃতত্ত্ববিদ অথবা ভাষাবিদ ছিলেন না। তাই এ দুজন লেখক বর্মী ও আরাকানীদের সাথে চাকমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের এবং বর্ণমালার সাদৃশ্য দেখে চাকমাদের উৎপত্তি ও চাকমা বর্ণমালা সম্পর্কে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেন। হাচিনসন (১৯০৯) চাকমাদের 'আরাকানী বংশোদ্ভূত' এবং লুইন (১৮৬৯) চাকমা বর্ণগুলিকে 'আরাকানী বর্ণগুলির রূপভেদ মাত্র'

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি নানা রকম মন্তব্য করেন। লুইনের ধারণা ছিল 'চাকমাদের ভাষা বাংলার একটি বিকৃত রূপ মাত্র'।

এ সময় যাঁর লেখা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় তিনি হলেন স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন। তাঁর সম্পাদিত Linguistic Survey of India (1903-27) গ্রন্থে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, ত্রিপুরা, ম্রো, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম ও খ্যাং উপজাতীয়দের ভাষা সম্পর্কে কিছু কিছু লিখেছেন। তবে তাঁর উক্ত গ্রন্থে মারমা এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। আমাদের জানা মতে তৎপরবর্তীকালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আর কোন গবেষক বা লেখক এ বিষয়ে আর কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করেন নি। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান জন্ম লাভ করে। এ সময় সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান আমলে উপজাতীয় এলাকা হিসেবে গণ্য হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আসার ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করতে হতো। তাই পাকিস্তান আমলে এতদঞ্চলে বিদেশীরা তেমন আসতে পারে নি। হাতে গোণা যে কয়েক জন নৃতত্ত্ববিদ পাঁচের দশকে এতদঞ্চলে গবেষণার জন্য আসেন, তাঁরা হলেন Lucien Bernot, Lerenz G. Loffler এবং Pierre Bessaignet. সঙ্গত কারণে তাঁদের গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক বিষয় স্থান লাভ করলেও ভাষা-সংক্রান্ত বিষয় তেমন কোন স্থান পায় নি। তাই পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষাগুলি এক প্রকার অবহেলিত অবস্থায় এক কোনে পড়ে থাকে। ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশটি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে বিশ্বে আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পরে কয়েক বছর যেতে না যেতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং তা এক সময় ব্যাপক আকার ধারণ করে ও শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালের শেষ দিকে এসে ঐ বছর ২রা ডিসেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির পর শান্ত হয়। বলা বাহুল্য, বিগত তিন দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিস্থিতির কারণে এখানকার ভাষা নিয়ে গবেষণা করার এক প্রকার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। তা সত্ত্বেও আটের দশকে ভেরেনা রিচলী (১৯৮১) বমদের ভাষা নিয়ে এবং মনিরুজ্জামান (১৯৮০) চাকমা ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন। অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক দল ছাত্র ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকায় গিয়ে ভাষার উপাদান সংগ্রহ করে "ভাষাতাত্ত্বিক ফিল্ড-ওয়ার্ক '৮৩" নামক একটি সংকলনে প্রকাশ করেন, এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

মারমাদের ভাষা সম্পর্কে 'মগ ভাষা' শিরোনামে কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়। এতদসত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ ভাষাগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার শ্রেণীকরণের বিষয়টি পড়ে থাকে। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে আমাদের গভীর আগ্রহ ও এ সব ভাষার অপরিসীম গুরুত্বের কারণে ভাষাতত্ত্বের মত একটি জটিল বিষয়ে এদের প্রাথমিক শ্রেণীকরণের কাজে আমাদেরকে বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও অগ্রসর হতে হয়েছে।

আমাদের এই দুরূহ কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল -

(১) প্রথম বারের মত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলির শ্রেণীকরণ।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি ভাষা ও উপভাষা আছে এগুলির সংখ্যা নির্ণয়পূর্বক এগুলিকে বিভিন্ন পরিবার, শাখা ও দলের অন্তর্ভুক্তকরণ।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলির প্রাথমিক শ্রেণীকরণের কাজে মরিস স্বায়াদেশ কর্তৃক গ্লটোক্রনোলজির জন্য ব্যবহৃত ১০০ টি মৌলিক শব্দের একটি তালিকাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে শব্দ সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যবহার করেছি, উল্লেখ্য যে, তিনি উইলিয়াম জে. সামারিনকে Field Linguistics (1966) নামক একটি বইয়ে উক্ত মৌলিক শব্দের তালিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিলেন। আমাদের এই গবেষণায় উক্ত তালিকাভুক্ত ১০০ টি মৌলিক শব্দের সাথে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য গুরুত্বের কারণে আরও ৮ টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যুক্ত করে মোট ১০৮ টি মৌলিক শব্দের প্রতিশব্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষাগুলি থেকে সংগ্রহ করে এগুলির মধ্যেকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার পূর্বক এগুলি শ্রেণীকরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই কাজে প্রথমে ১০৮ টি মৌলিক শব্দের বাংলা সমার্থক শব্দগুলি নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং এগুলির প্রতিশব্দ সংগ্রহের সময় যেগুলি তথ্যদাতাদের প্রদান পূর্বক ব্যবহার করা হয়। কয়েকজন তথ্য-দাতা বাংলা বর্ণে তাদের প্রতিশব্দগুলি পূরণ করে এগুলি আমাকে দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করে তথ্য-দাতাদের কাছ থেকে তাদের শব্দ ও গল্পগুলি রেকর্ড করা হয়েছে, এগুলি রেকর্ডিং-এর গুণগত মান উন্নত করার জন্য কয়েকজন তথ্যদাতা রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে এসে তাদের সুকণ্ঠে তাদের ভাষা ও উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, রূপকথা ও গল্প বলে রেকর্ডকরণের কাজে সাহায্য করেছেন। নিম্নে তথ্যদাতাদের নাম, বাসস্থান, লিঙ্গ পরিচয়, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রদান করা হলো -

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	বিষয় (ভাষা/উপভাষা)	তথ্য-দাতার নাম	বাসস্থান	লিঙ্গ	বয়স (আনুমানিক)	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১।	চাকমা	ধনঞ্জয় চাকমা	রাজবাড়ী রাঙ্গামাটি	পুরুষ	আনুমানিক ৬৮ বছর	প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ
২।	চাকমা	মৃত্তিকা চাকমা	মোনঘর রাঙ্গামাটি	পুরুষ	৪০ "	এম.এ. পাশ
৩।	তনচঙ্গ্যা	বীরকুমার তনচঙ্গ্যা	কালিন্দীপুর রাঙ্গামাটি	পুরুষ	৬০ "	এইচ.এস.সি পাশ
৪।	মারমা	থোয়াইপা মং	বান্দরবান	পুরুষ	৫০ "	এইচ.এস.সি পাশ
৫।	ত্রিপুরা	মহেন্দ্রলাল ত্রিপুরা	গর্জনতলী রাঙ্গামাটি	পুরুষ	৫৪ "	এস.এস.সি পাশ
৬।	চাক	মং এ নু	নাইক্যাংছড়ি বান্দরবান	পুরুষ	১৮ "	এইচ.এস.সি পাশ
৭।	পাংখুয়া	লালদৌয়া	বাঘাইছড়ি থানা রাঙ্গামাটি	পুরুষ	৫৩ "	এস.এস.সি পাশ ইংরেজী, বাংলা, চাকমা ও মিজো ভাষা জানেন।
৮।	পাংখুয়া	কিপলালা পাংখুয়া	বিলাইছড়ি থানা রাঙ্গামাটি	পুরুষ	৫২ "	বাংলা বুঝতে ও বলতে পারেন। চাকমাদের ভাষাও একটু আধটু বুঝতে ও বলতে পারেন।
৯।	লুসেই	জনি লুসাই	লুসাই পাহাড় রাঙ্গামাটি	পুরুষ	৩৫ "	এস.এস.সি পাশ
১০।	লুসেই	ব্যাথী লুসাই	"	মহিলা	৫০ "	ইংরেজী, বাংলা ও মিজো ভাষা বুঝতে ও বলতে পারেন।
১১।	খ্যাং	বাবলা খিয়াং	চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান হসপিটালপাড়া, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	পুরুষ	৩০ "	এইচ.এস.সি পাশ
১২।	বম	লাল পেনকিং	রুমা বান্দরবান	মহিলা	২১ "	এইচ.এস.সি পাশ
১৩।	বম	লালনাগ বোম	রুমা, বান্দরবান	পুরুষ	(মৃত) তথ্য গ্রহণের সময় বয়স আনুমানিক ৫০ বছর	বি.এ. পাশ
১৪।	ম্রো	ইরাচান মুরুং	উজানী পাড়া, বান্দরবান	পুরুষ	(মৃত) তথ্য গ্রহণের সময় বয়স আনুমানিক ৬০ বছর	এস.এস.সি পাশ
১৫।	খুমি	মিকো খুমী	রোয়াংছড়ি বান্দরবান	পুরুষ	৫০ বছর	কোন এক্সে বাংলা বলতে ও লিখতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই অভিসন্দর্ভে আমাদের পর্যবেক্ষণকৃত গবেষণালব্ধ ফলাফল এই উদ্দেশ্যে বিস্তারিত বিবরণসহ পাঁচটি অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার বিষয় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এতে ভাষা ও উপভাষার সংজ্ঞা, বংশগত শ্রেণীকরণ, টাইপগত শ্রেণীকরণ, গ্লটোক্রনোলজি, গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ সহ এখানকার ১১ টি উপজাতি হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি এই গবেষণার সহায়ক অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বাকসংকেতের বিবরণ প্রদান পূর্বক তাদের ভাষা-পরিচিতি একে একে তুলে ধরা হয়েছে। এতে প্রত্যেক ভাষা ও উপভাষা সম্পর্কে বর্ণনার সময় তাদের স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, এদের সংখ্যা ও তালিকা এবং এগুলি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে এই গবেষণায় প্রাপ্ত উপকরণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, উপভাষা ও উপউপভাষা-গুলিকে শ্রেণীকরণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। অতঃপর পঞ্চম অধ্যায়ে এই গবেষণার সারসংক্ষেপ ও উপসংহার প্রদান করা হয়েছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর ভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণসহ এর ভাষিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। এ সব তথ্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এ জাতীয় বিপদাপন্ন ভাষা হিসেবে গণ্য হওয়ার মত ভাষা ও উপভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলি সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যত শীঘ্র সম্ভব গবেষণা পরিচালনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ কথা বলা বাহুল্য হবে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাষা গবেষণার ব্যাপারে এখনও ব্যাপক ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। তাই এ বিষয়ে অধিকতর যোগ্য গবেষকেরা গবেষণার ব্যাপারে এগিয়ে এলে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ এগুলি উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এতকাল যুগ যুগ ধরে মানবীয় সম্পদ হিসেবে এখনও টিকে থাকা এ সব ভাষা ও উপভাষা হয়তো সহসা লুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বিষয় ও গবেষণা পদ্ধতি

১.১ ভাষা ও উপভাষার সংজ্ঞা, পার্থক্য ও উৎপত্তি:

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলির শ্রেণীকরণের কাজে যে বিষয়টি প্রথমেই বিবেচনায় এসে পড়ে তা হলো ভাষা কি এবং উপভাষাই বা কি? একটি মাতৃভাষা থেকে কিভাবে তার উপ-ভাষাগুলি জন্ম লাভ করে এবং কালের বিবর্তনে এ সকল উপভাষা কিভাবে আবার কন্যা-স্থানীয় স্বতন্ত্র ভাষাতে পরিণত হয়? ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা গত দু'শ বছর ধরে এ নিয়ে পদ্ধতিমূলকভাবে কাজ করেছেন। একে ভাষায় বংশগত শ্রেণীকরণ বলে উল্লেখ করা হয়। এ পদ্ধতি লিপিধৃত ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে বেশ ফলপ্রসূ হলেও লিপির দীর্ঘ ঐতিহ্য নেই, কিংবা সুলকালীন ঐতিহ্য আছে এ ধরণের ভাষার ক্ষেত্রে বংশগত শ্রেণীকরণ তেমন ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার সমকালীন রূপের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে বিধায় তারা ভাষার মৌখিক রূপের উপর গুরুত্ব বেশী আরোপ করেন। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে বার্নাড ব্লক ও জি.এল ট্রেগার ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে- "ভাষা হলো মানুষের মৌখিক বাকসংকেতের একটি পদ্ধতি যার দ্বারা একটি সামাজিক দল পরস্পরের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে।"[১]

এবার উপভাষার কথায় আসা যাক। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন,- "কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অনুর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষাছাঁদকে উপভাষা বলে।"[২] একটি ভাষা থেকে কিভাবে তার উপভাষাগুলো জন্ম লাভ করে সময়ের আবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক ও অন্যান্য পরিবেশে এগুলি স্বতন্ত্র ভাষাতে পরিণত হয় সে বিষয়ে ভিক্টোরিয়া ফুমকিন এবং রবার্ট রডম্যান বিস্তৃতভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছেন,- "মনে করা যাক, কোন একটি ভাষা সম্প্রদায়ের একদল লোক সিদ্ধান্ত নিল যে পর্বতগুলোর ওপারে শিকার এবং চাষ অধিকতর ভাল এবং তারা সেদিকে বহুদূরে গিয়ে এমন স্থানে বসতি করল যে তাদের আর পূর্ববর্তী বসতিকারীদের সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায় রইল না। তদবস্থায় পূর্ববর্তী বাসিন্দা 'ক' দল এবং স্থানান্তরকারী 'খ' দলের লোকেরা একই ভাষা 'ভ'-তে কথা বলবে। এখন একবার তারা পৃথক হয়ে গেলে তখন 'ক' দলের মধ্যে প্রচলিত 'ভ' ভাষায় কিছু পরিবর্তন ঘটবে এবং 'খ' দলের মধ্যে প্রচলিত 'ভ' ভাষায়ও

১। Bernard Bloch & G.L. Trager 1942 : Outline of Linguistic Analysis. P.S. Baltimore, Md.: Linguistic Society of America. At the Waverly Press, Inc.

২। সুকুমার সেন ১৯৭৫ : ভাষার ইতিবৃত্ত (১২শ সংস্করণ) পৃ: ৫। কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু পরিবর্তন ঘটবে। কিছু কাল পরে, ধরা যাক একশত বছর পরে, 'ক' দল 'ভ'$_১$ উপভাষায় কথা বলবে এবং 'খ' দল 'ভ'$_২$ উপভাষায় কথা বলবে। এই অবস্থায়ও সম্ভবতঃ তারা একে অপরের কথা বুঝতে পারবে। কিন্তু পাঁচশত বছরের মধ্যে দু'টি উপভাষার মধ্যে পরিবর্তন এত বেশী হবে যে তখন এক উপভাষার লোকেরা অন্য উপভাষার লোকদের কথা আর বুঝতে পারবে না। এই অবস্থায় একটি মাতৃস্থানীয় ভাষা থেকে দু'টি ভাষার উদ্ভব ঘটবে।"[৩]

১.২ ভাষার শ্রেণীকরণ:

পৃথিবীতে ৩০০০-এর মত ভাষা আছে।[৪] তবে মতান্তরে ৪০০০ ভাষার কথাও বলা হয়।[৫] এই সমস্যা মূলতঃ ভাষা ও উপভাষার মর্যাদার শ্রেণীকরণের সংগে। এই ভাষাগুলোকে সাধারণতঃ ২টি পদ্ধতিতে শ্রেণীকরণ করা হয়ে থাকে- (১) বংশগত শ্রেণীকরণ বা বংশগত শ্রেণী বিন্যাস (Genetic Classification) এবং (২) টাইপগত শ্রেণীকরণ বা টাইপগত শ্রেণী বিন্যাস (Typological Classification).

ভাষার বংশগত শ্রেণীকরণকে গাছের সাথে তুলনা করা হয়। একটি গাছের যেমন বহু শাখা-প্রশাখা থাকে তদ্রূপ অতীতের এক একটি প্রাচীন ভাষা থেকে পরবর্তীকালে তার বহু কন্যাস্থানীয়, দৌহিত্রী স্থানীয় এবং তৎঅধস্তন ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে অনেকগুলি ভাষা সুদূর অতীতে লুপ্ত হয় কিন্তু এদের কোন কোনটির বংশধর আজও টিকে আছে। এ যাবত পৃথিবীর ভাষা-গুলিকে মোট ২৬টি পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে।[৬] এদের মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পরিবারের একটি হলো ইন্দো-ইউরোপীয়ান এবং অন্যটি সিনোটিবেটান বা তিব্বতী-চীনীয় বা ভোট-চীন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলি এই ২টি পরিবারের অন্তর্গত বলে সচরাচর উল্লেখ করা হয়। নিম্নে এই ২টি ভাষার বংশলতিকা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' (৮ম সংস্করণ) অনুসরণে নিম্নে প্রদান করা হলো। প্রথমে ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারের বংশলতিকা দেওয়া হলো:

৩। Victoria Fromkin & Robert Rodman 1973 : An Introduction to Language. Pp. 230-232. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

৪। Victoria Fromkin & Robert Rodman 1973 : Ibid.

৫। Harry Hoijer 1969 : The Origin of Languages. P.58. In Archibald A. Hill (ed.), Washington, D.C.: Voice of America Forum Lectures.

৬। Victoria Fromkin & Robert Rodman 1973 : An Introduction to Language, New York : Holt, Rinehart & Winston, Inc.

Dhaka University Institutional Repository

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৪ : বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা । ৮ম সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞাতিস্থানীয় ভাষা

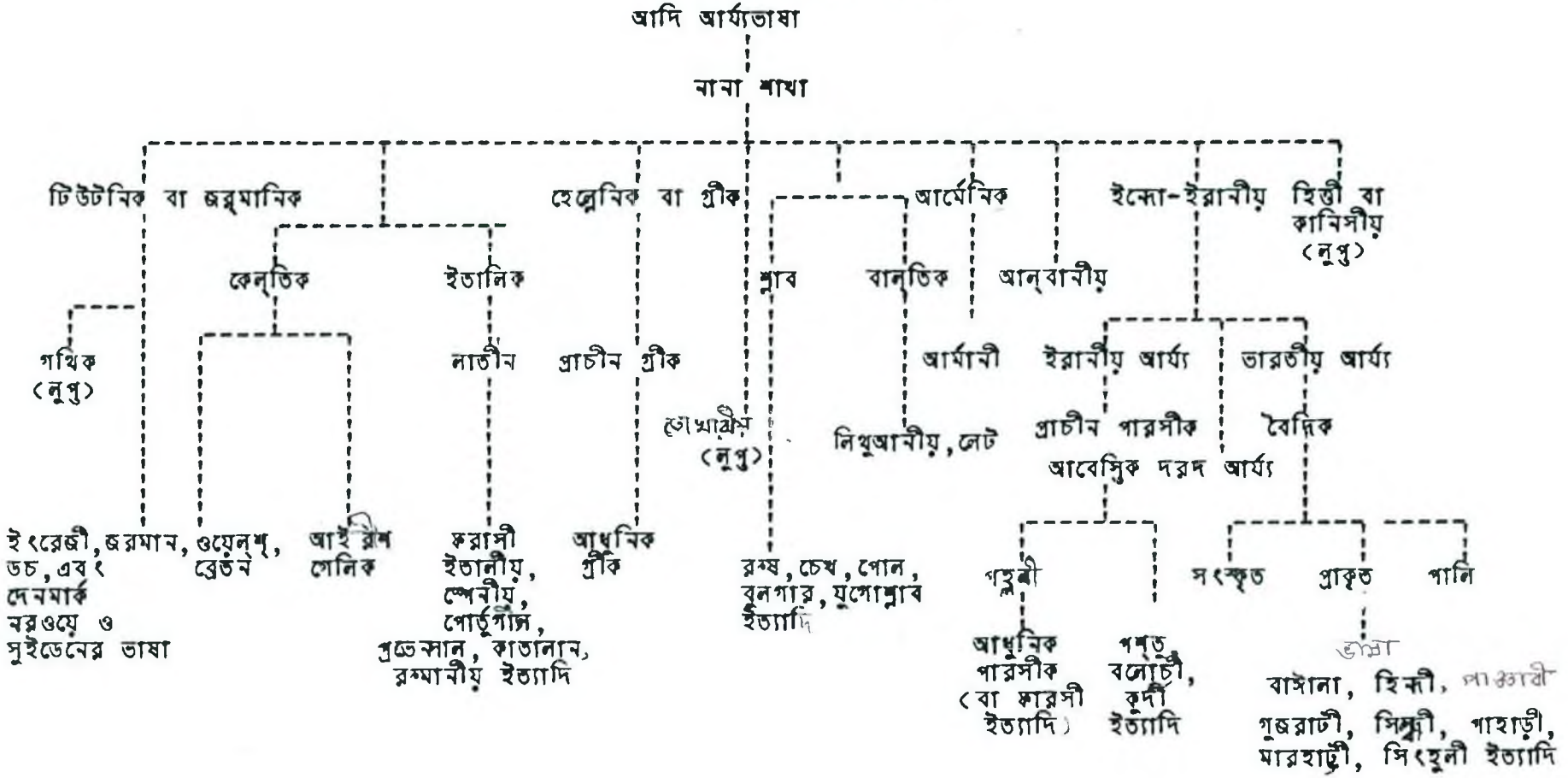

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর নিম্নে ভোট-চীন ভাষা পরিবারের বংশলতিকা প্রদান করা হলো :

সিনো-টিবেটান বা ভোট-চীন পরিবারের ভাষা

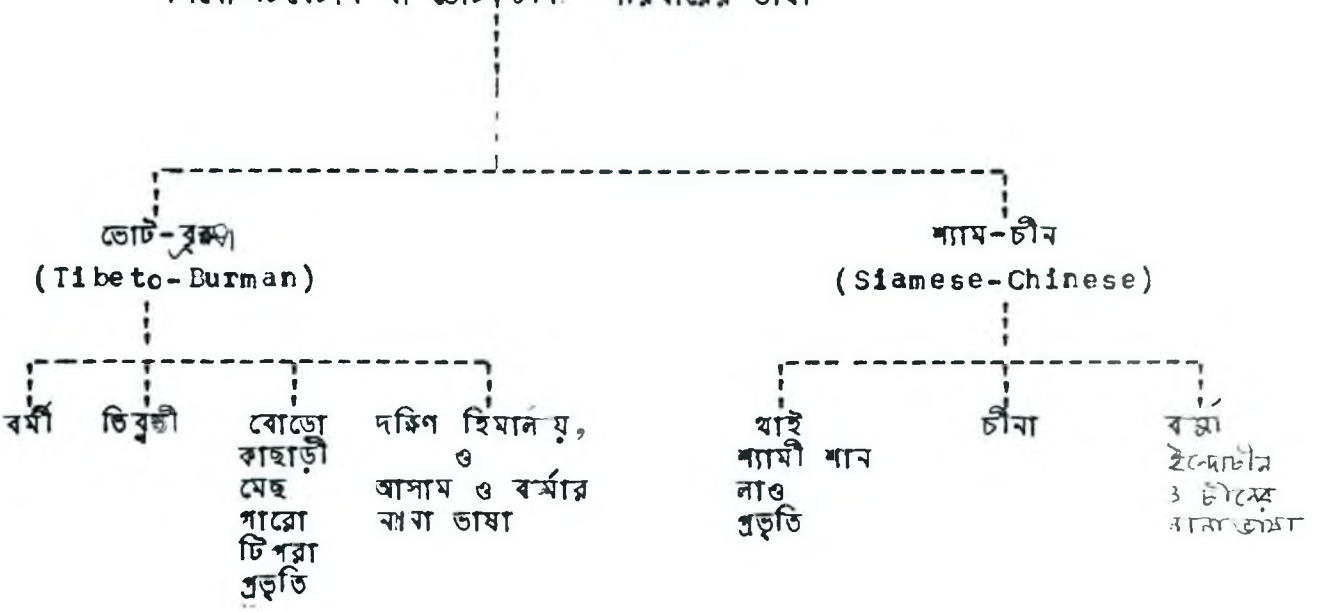

১.৩ ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব (Historical linguistics) এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative philology)-এর সাহায্যে ভাষার বংশগত শ্রেণীকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বা রূপমূলের মধ্যেকার সাদৃশ্যের তুলনা করা হয় এবং পুনর্গঠন পদ্ধতি (Reconstruction method)-এর সাহায্যে এগুলির প্রাচীন রূপ বা উৎস বের করা হয়। অতঃপর কালের বিচারে কোন্ ভাষাটি কোন্ ভাষার সমপর্যায়ের তা নির্ণয় করা হয়। এভাবে ভাষাবিদেরা ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে সাফল্যের সাথে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের বংশলতিকা নির্ণয় করতে সমর্থ হন। তৎপূর্বে এ বিষয়ে ইউরোপের গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সাথে সুদূর প্রাচ্যের ভারতের সংস্কৃত ভাষার যোগসূত্রের ব্যাপারে স্যার উইলিয়াম জোনস ১৭৮৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় বলেন,- "সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতা যাই হোক না কেন এটির গঠন অপূর্ব, এটি গ্রীকের চেয়ে অধিকতর সুসংসম্পূর্ণ, ল্যাটিনের চেয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ এবং উভয়ের অপেক্ষা অধিকতর পরিমার্জিত, তথাপি দৈবক্রমে উভয়ের সাথে এর ক্রিয়ামূলের এবং ব্যাকরণগত যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে তা এতই গভীর যে ভাষাতাত্ত্বিকদের পক্ষে এই তিনটি ভাষা পরীক্ষা না করেও অবিশ্বাস করা সম্ভব না যে এই তিনটি ভাষা অতীতে কোন একটি সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যার অস্তিত্ব সম্ভবতঃ এখন আর নেই।"[৭]

৭। রফিকুল ইসলাম ১৯৭০ : ভাষাতত্ত্ব (পরিবর্ধিত সংস্করণ) পৃঃ ২৪৯, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান।

Dhaka University Institutional Repository

স্যার উইলিয়াম জোনসের উপরোক্ত মন্তব্য তাঁর সময়কালের ভাষাবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে গভীর আগ্রহ ও গবেষণার সূত্রপাত করে। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত ভাষাবিদদের মধ্যে গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষত: Jacob Grimm (1785-1863), Rasmus Rask (1787-1832), Franz Bopp (1791-1832) প্রমুখ ভাষাবিদেরা এ বিষয়ে ব্যাপক কাজ করেন। তাঁরা ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষার অতীত সম্পর্কে বহু তথ্য এবং সূত্র আবিষ্কার করে তাঁদের মূল্যবান অবদান রাখেন। ফলে এতে কেবল ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ব্যবহার ও অগ্রগতিই সাধিত হয়নি এগুলির কার্যকারিতাও প্রমাণিত হয়। ভাষার বংশগত শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষত: ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা-পরিবার সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে যে সাফল্য অর্জিত হয় তার মূল্য বাস্তবিকই অপরিসীম।

এ সম্পর্কে উইনফ্রেড পি. লেম্যান লিখেছেন - "ইন্দো-ইউরোপীয়ান পরিবার সম্পর্কে গবেষণা করা কেবল ঐতিহাসিক পদ্ধতির বোধগম্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় বরঞ্চ পৃথিবীতে প্রচলিত অনেকগুলো ভাষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ যে সকল পদ্ধতি ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেগুলো অন্যান্য ভাষার দলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।"[৮] ভাষাকে তার টাইপ অনুযায়ী আরও এক প্রকারে শ্রেণীকরণ করা হয়। এর নাম টাইপগত শ্রেণীকরণ (Typological classification). এ জাতীয় শ্রেণীকরণে বাক্যকে ভাষার মৌল একক ধরা হয় এবং তাতে বাক্য গঠনকারী উপাদান সমূহের অবস্থান এবং তাদের আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে টাইপগত শ্রেণীকরণ করা হয়।

এ বিষয়ে ১৮২১ সালের দিকে আগস্ট শ্লেইচার (August Schleicher) প্রথম ভাষাকে তাদের টাইপ অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করেন। তিনি ভাষাকে টাইপ অনুযায়ী তিন শ্রেণী করেন।[৯] এগুলো যথাক্রমে হলো - ১. বিশ্লিষ্ট ভাষা (Isolating language), ২. যৌগিক ভাষা (Agglutinating language), এবং ৩. সাধিত ভাষা (Inflecting language).

৮। Winfred P. Lehman 1866 ; Historical Linguistic. P.18, New York (Reprint, Calcutta 1968).

৯। Victoria Fromkin & Robert Rodman 1973 ; An Introduction to language. p. 230.

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে সংক্ষেপে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা গেল -

বিশ্লিষ্ট ভাষাঃ যে সকল ভাষায় বচন ভেদে বিশেষ্যের কোন পরিবর্তন হয় না এবং বিভিন্ন কালে ক্রিয়ার সাথে পুরুষ, বচন ও লিঙ্গ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়না, এ সকল ভাষাকে বিশ্লিষ্ট ভাষা বলা হয় । যেমন - চীনা ভাষা। নিম্নে এর একটি উদাহরণ দেওয়া গেল-[১০]

ঙো ত নি । নি ত ঙো

= (আমি মারি তোমাকে) = (তুমি মার আমাকে)

যৌগিক ভাষাঃ যে সকল ভাষায় বিভিন্ন রূপমূল পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একক শব্দ গঠনে ভূমিকা পালন করে বিশেষতঃ রূপমূলের পূর্বে উপসর্গ, পরে অনুসর্গ কিংবা প্রত্যয়াদি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেই সকল ভাষাকে যৌগিক ভাষা বলে। যৌগিক ভাষার উদাহরণ হলো - তুর্কী, সোয়াহিলী ভাষা ইত্যাদি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরা ভাষায়ও যৌগিক ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে ত্রিপুরা ভাষা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল, যেমন - নাক্ষা = তোমার বাবা।

নাঙ = তুমি । নাঙনি = তোমার । ক্ষা = বাবা । এখানে এই নাঙনি শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ 'না' ব্যবহৃত হয়েছে ।

যেমন - নাঙ + নি + ক্ষা = না ঙ নি ক্ষা = 'নাক্ষা' (তোমার বাবা) শব্দটি গঠিত হয়েছে।

সাধিত ভাষাঃ যে সকল ভাষায় শব্দ বা রূপমূলের সাথে বিশেষত বিভিন্ন কালের ক্রিয়ামূলের সাথে কাল, বচন ও পুরুষ ভেদে নানা ধরণের বিভক্তি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করার পর তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে সেই সকল ভাষাকে সাধিত ভাষা বলে ।

সাধিত ভাষার উদাহরণ হলোঃ গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ইত্যাদি । পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপভাষার মধ্যে সাধিত ভাষার বৈশিষ্ট্য দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান দেখা যায়, যেমন -

"গরঙ"	উত্তম পুরুষ	একবচন	বর্তমান কাল	"আমি করি"
"গরচ"	মধ্যম পুরুষ	একবচন	বর্তমান কাল	"তুমি কর"
"গরে"	প্রথম পুরুষ	একবচন	বর্তমান কাল	"সে করে"
"গোরি"	উত্তম পুরুষ	বহুবচন	বর্তমান কাল	"আমরা করি"
"গর"	মধ্যম পুরুষ	বহুবচন	বর্তমান কাল	"তোমরা কর"
"গরন"	প্রথম পুরুষ	বহুবচন	বর্তমান কাল	"তারা করে"

১০। সুকুমার সেন ১৯৭৫ : ভাষার ইতিবৃত্ত (১২শ সংস্করণ) পৃঃ ৭৪, কলিকাতা ইস্টার্ন পাবলিশার্স ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গ্লটোক্রনোলজি (Glottochronology)

মৌলিক শব্দের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে ভাষা সমূহের পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতা অনুধাবন করা যায়। এই ব্যাপারে মরিস সোয়াদেশ ভাষার উদ্ভবকাল নির্ণয়ের জন্য মৌলিক শব্দের স্থিতি অথবা বিলুপ্তি সংক্রমনু শব্দের পরিসংখ্যান নিয়ে একটি তত্ত্বের প্রস্তাব করেন যা 'গ্লটোক্রনোলজি' নামে পরিচিত। গ্রীক ভাষায় 'গ্লটো' শব্দের অর্থ ভাষা। তাই 'গ্লটোক্রনোলজি' হলো ভাষার কালক্রম বিষয়ক তত্ত্ব যার আলোচ্য বিষয় হলো কোন ভাষা তার ইতিহাসের কোন পর্যায়ে উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে তা থেকে কখন বিভিন্ন উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেগুলো পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে নতুন নতুন ভাষায় পরিণত হয়েছে তা বর্ণনা করা। মরিস সোয়াদেশের মতে প্রত্যেক ভাষার একটি মৌলিক শব্দ কোষ আছে যা সর্বজনীন এবং সাধারণ জিনিসপত্র, গুণাগুণ এবং কার্যসংক্রমনু বিষয়ক শব্দাবলী দ্বারা গঠিত। এ সকল মৌলিক শব্দ বিশেষ কোন পরিবেশ অথবা সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর খুবই কম নির্ভরশীল। তিনি এই মৌলিক শব্দকোষ সম্পর্কে বলেন যে,- "এটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, সগোত্রীয় সমোদ্ভব ভাষাগুলোর মধ্যে মৌলিক শব্দের সংরক্ষণের পরিমাণ বিবর্তন কালের সমানুপাতিক। এই বিষয়ে যে সকল ঐতিহাসিক বিষয়াদি নতুনভাবে প্রস্তুতকৃত (মৌলিক শব্দের) তালিকার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে এতে (দেখা যায় যে) প্রতি হাজার বছরে (সগোত্রীয় ভাষাগুলোর মধ্যে) মৌলিক শব্দের সংরক্ষণের হার সর্বোচ্চ ৯০% এবং সর্বনিম্ন ৮১% অর্থাৎ গড়ে ৮৬%। এই শেষোক্ত সংখ্যা গ্লটোক্রনোলজিতে ভাষা উদ্ভবের কাল নির্ণয়ের সূচক হিসাবে কাজ করে।[১১] এ বিষয়ে তাঁর মতে সগোত্রীয় সমদ্ভোব ভাষাগুলো সময়ের বিবর্তনে নিম্ন হারে মৌলিক শব্দের সংরক্ষণ করে থাকে -

মিলযুক্ত মৌলিক শব্দের হার

	৭০%	৬৯%	৬৮%	৬৭%	৬৬%	৬৫%
পৃথকীকরণ বিষয়ে ন্যূনতম শতাব্দী	১১.৮	১২.৩	১২.৮	১৩.৩	১৩.৮	১৪.৩
	৬৪%	৬৩%	৬২%	৬১%	৬০%	
	১৪.৯	১৫.৩	১৫.৮	১৬.৪	১৬.৯	

১১। Morris Swadesh 1972 : What is glottochronology? In Morris Swadesh: The Origin and Diversification of Language. P. 276, London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

মরিস সোয়াদেশ দু'টি ভাষার বিচ্ছিন্ন কাল নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত কর্মূলা দেন

$$10MC = \frac{2 \log r}{\log C}$$

সেখানে

C = সমজাতীয় শব্দের হার (Percentage of cognates).

MC = ন্যূনতম শতাব্দী (Minimum centuries).

r = ০.৮৬ মরিস সোয়াদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত একশত শব্দের সংরক্ষণের সূচক (the index of retention r=0.86, which correspondence to that of the diagnostic list one hundred words proposed by Morris Swadesh.)

১.৫ বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ও শ্রেণীকরণ পদ্ধতি:

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলো সম্পর্কে বর্তমান গবেষণার যে উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এতে যে শ্রেণীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে যথাক্রমে বর্ণনা করা গেল।

উদ্দেশ্য

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জনগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করছে তাদের মধ্যে যে বাক-সংকেত রয়েছে সে বাক-সংকেতের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কি ধরণের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরাজমান সে বিষয়ে সন্ধান করা অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল জনগোষ্ঠীর ভাষা ও উপভাষাগুলোর প্রাথমিকভাবে শ্রেণীকরণ বা শ্রেণীবিন্যাস করা।

শ্রেণীকরণ পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলিকে তাদের ঐতিহাসিক যোগসূত্র ধরে বংশ পরিচয় অনুযায়ী তাদের শ্রেণীকরণ করা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে Genetic classification অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষাগুলির প্রথম শ্রেণীকরণ করার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ ব্যক্তি হলেন- G.A. Grierson. তাঁর সম্পাদিত Linguistic Survey of India গ্রন্থে (১৯০৩-২৭ খ্রী:) তিনি এখানকার ভাষা ও উপভাষাগুলির শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে এগুলির পরিবার, শাখা, দল ও উপদল নির্ণয়ে যে সকল নাম ব্যবহার করেছেন আলোচ্য গবেষণায় কৃতজ্ঞতার সাথে সে সকল নামগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সংগে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, মরিস সোয়াদেশ গ্লটোক্রনোলজি পদ্ধতিতে যে কোন ভাষার Basic vocabulary

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে যে মৌলিক শব্দের তালিকা প্রণয়ন করেছেন সেগুলিকে আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ভাষা ও উপভাষায় উক্ত শব্দগুলির প্রতিশব্দ সংগ্রহ করে সেগুলিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় (IPA-তে) লিপিবদ্ধ করার পর তাদের বিশ্লেষণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলির শ্রেণীকরণ করা হয়েছে ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ভাষা জরীপ কাজে যে রকম অর্থ ও লোকবল প্রয়োজন পরিতাপের বিষয় আমাদের সে রকম অর্থ ও লোকবল কোনটাই নেই । অধিকন্তু সময়ের স্বল্পতা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিস্থিতির কারণেও অনেক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে আমাদের পক্ষে সব ক্ষেত্রে যথা সময়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । তা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি । এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

১.৫.১ গবেষণার কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে সেখান থেকে তথ্য দাতাদের সাথে সরাসরি আলোচনা করে এবং তাদের মুখ থেকে শুনে এলাকার ভাষা বা উপভাষার শব্দগুলি সংগ্রহ করা হয় । কখনও কখনও তাঁরা রাঙ্গামাটিতে এসে আমাকে তাঁদের ভাষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করেছেন ।

১.৫.২ বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার শব্দ এবং গল্প বা রূপকথা সংগ্রহের সময় টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা হয় এবং সংগৃহীত বিভিন্ন উপজাতীয় শব্দ ও শব্দগুলি IPA (আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা) দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় ।

১.৫.৩ বিভিন্ন পান্ডুলিপি ও পত্রাদি থেকেও কিছু কিছু শব্দ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। লুসেইরা যেহেতু খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে সেহেতু বই এবং বিভিন্ন ধরনের পত্রাদি লেখার কাজে তাদের ভাষায় রোমান বর্ণের ব্যবহার হয় । বমেরাও খ্রীষ্টান, তাই তারাও লেখার কাজে রোমান বর্ণের ব্যবহার করেন । রোমান বর্ণে লিখিত লুসেইদের বই থেকেও বহু শব্দ ও তথ্য পাওয়া যায় যা গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে ।

১.৫.৪ গবেষণার প্রয়োজনে প্রশ্নপত্র তৈরী করে সেগুলি দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর তথ্যদাতাদের কাছে পাঠিয়ে তাদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের মাধ্যমেও তাদের ভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫.৫ উল্লেখ্য যে, আলোচ্য গবেষণায় কেবল এখানকার বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষায় শব্দ ও গল্পই সংগ্রহ করা হয়নি, কোন কোন সময় কোন কোন ভাষা ও উপভাষার পদ ও বাক্যের গঠন সম্পর্কে জানার জন্য সে বিষয়েও নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ।

১.৫.৬ আলোচ্য অভিসন্দর্ভটির প্রথমাংশে সঙ্গতকারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'উপজাতি' হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর জাতিতাত্ত্বিক পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে যা এই গবেষণা কার্যের সমৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ ও জনগোষ্ঠীর পরিচিতি

২.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি তুলে ধরতে স্বাভাবিকভাবে প্রথমে অবস্থান, ভৌগোলিক বিবরণ, প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নাম এ সব কথা এসে পড়ে। প্রথমে এ সব বিষয়ে বর্ণনা করার পরে একে একে এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচিতি তুলে ধরা হবে। শুরুতেই উল্লেখ করতে হচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সকল জনগোষ্ঠীরই লিখিত কোন ইতিহাস নেই। এখানকার প্রধান প্রধান জনগোষ্ঠী চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের অতীত সম্পর্কে যা কিছু তথ্য জানা যায় তাও প্রায় সাম্প্রতিক কালেরই বলা যায়। যে কয়টি জনগোষ্ঠীর অতীত সম্পর্কে কিছু না কিছু জানা গেছে সেগুলো যথাসম্ভব বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। লুসেই পাংখুয়া, বম, খ্যাং, খুমি এ সকল জনগোষ্ঠীর অতীত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি বলে সে সম্পর্কে আমাদের পক্ষে অধিক তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়নি। আরাকানী ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক বা ম্রো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কোন কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অবস্থান, আয়তন ও সীমা

২.২ বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে যে অঞ্চল রয়েছে তার নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Chittagong Hill Tracts. এর নাম থেকে সহজেই বোধগম্য হয় যে এটি চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী এবং এলাকাটি পাহাড় ও পর্বতময়। প্রকৃত পক্ষে ১৮৬০ সালের আগে বর্তমান চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অবিভাজ্য অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা অঞ্চলটিকে দুটি প্রশাসনিক এলাকায় ভাগ করে। বিশ্বের ভৌগোলিক মানচিত্রে এই অঞ্চলের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২১° ২৫´ থেকে ২৩° ৪৫´ পর্যন্ত এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯০° ৪৫´ থেকে ৯৩° ৫৫´ পর্যন্ত। এর উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে যথাক্রমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিজোরাম, এর দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার (বার্মা) এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত। এর আয়তন ৫০৯৩ বর্গ মাইল।

ভৌগোলিক বিবরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত অঞ্চলটিই ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়-পর্বত নিয়ে গঠিত। এখানে নিম্ন ও সমতল ভূমির পরিমাণ খুব কম। এক তৃতীয়াংশের চেয়ে অধিক পর্বতশ্রেণী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। যেমন- ফুরামোন পর্বতশ্রেণী, খলাগিরি

Dhaka University Institutional Repository

পর্বতশ্রেণী, ভোয়াছড়ি পর্বতশ্রেণী, বরকল পর্বতশ্রেণী, মুরানজা পর্বতশ্রেণী, পলিতাই পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি। আর নদীগুলি প্রায়ই পূর্বদিকের পাহাড়গুলি থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। যেমন কর্ণফুলী, শঙ্খ এবং মাতামুহুরী নদী। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক জায়গায় রয়েছে বিভিন্ন আকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এছাড়াও এতে উল্লেখ করার মত আছে ভগা হ্রদের মত প্রাকৃতিক হ্রদ। পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ কাপ্তাই হ্রদ। এটি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় আড়াই শত বর্গ-মাইল। পার্বত্য চট্টগ্রামে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ২১৬ থেকে ৩০৫ সেঃমিঃ। এসব পাহাড়ে হরিণ, শুকর, বানর, সম্বর, বনবিড়াল ও হাতী আছে। পূর্বে অনেক বাঘ ও গয়াল ছিল। বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে গেছে।

সাম্প্রতিক কালে সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে বিভক্ত করে তিনটি নতুন পার্বত্য জেলা গঠন করা হয়েছে। এগুলি হলো রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। এদের মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সবার মধ্যে অবস্থিত। এর উত্তরে খাগড়াছড়ি ও দক্ষিণে বান্দরবান পার্বত্য জেলা অবস্থিত।

২.৩ পার্বত্য অঞ্চলের প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা

ইংরেজরা ১৮৬০ সালে সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠনের পরবর্তী কালে এতদঞ্চলে উপজাতীয় রাজাদের প্রভাব অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কয়েকটি সার্কেলে বিভক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মং সার্কেল নামে তিনটি এলাকায় বিভক্ত করা হয়। চাকমা সার্কেলের প্রধান হলেন চাকমা চীফ (চাকমা রাজা)। তিনি রাঙ্গামাটি শহরে বাস করেন। মং সার্কেলের প্রধান হলেন মং চীফ (মং রাজা)। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়িতে তাঁর রাজবাড়ী রয়েছে। বোমাং সার্কেলের প্রধান হলেন বোমাং চীফ (বোমাং রাজা)। তিনি বান্দরবানে অবস্থান করেন। এই এক একটি সার্কেল আবার কতগুলি মৌজায় বিভক্ত। মৌজার প্রধানকে 'হেডম্যান' বলা হয়। এক একটি মৌজায় আবার কতগুলি গ্রাম থাকে। চাকমারা গ্রামের প্রধানকে 'কার্বারী' ও মারমারা 'রোয়াজা' বলে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রিপুরারাও 'রোয়াজা' বলে। আবার লুসেই, বম ও পাংখুয়ারা 'লাল' বলে। উল্লেখ্য যে, তাঁরা রাজাকেও 'লাল' বলে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের স্থানান্তর

প্রাচীন কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করছে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এখানকার লোকজন মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত। এই জনগোষ্ঠীগুলি হলো - (১) চাকমা, (২) মারমা, (৩) ত্রিপুরা, (৪) তনচঙ্গ্যা, (৫) ম্রো (তাদেরকে মুরং নামেও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে), (৬) বম (বোম), (৭) পাংখুয়া, (৮) চাক, (৯) খ্যাং, (১০) খুমি এবং (১১) লুসেই (লুসাই)। এছাড়াও এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, মিজোরাম ও আরাকান এবং চিনহিল্‌স থেকে আরও কয়েকটি জনগোষ্ঠীর লোক অতীতে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। তবে তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি। যেমন- অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্শ্ববর্তী ভারতের মিজোরাম থেকে লাখের বা সেন্দু জনগোষ্ঠীর লোকেরা মাঝে মাঝে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকদের গ্রামে হামলা চালিয়েছিল। তাই এখানকার রেকর্ড পত্রে লাখের বা সেন্দু এবং পয়দের নাম পাওয়া গেলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের কোন গ্রাম নেই। উল্লেখ্য যে, অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে কম বেশী স্থানান্তর বা বসতি বদলের প্রবণতা ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, পূর্বে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকদের অনেকেই প্রায়ই পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বসতি বদল করে বসবাস করতো। একইভাবে লুসেই, বম এবং পাংখুয়া জনগোষ্ঠীর লোকদের অনেকেও ভারতের মিজোরাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বসতি বদল করে বসবাস করেছিল। আবার ম্রো, খ্যাং, চাক এবং খুমি জনগোষ্ঠীর লোকদের অনেকে পূর্বে মায়ানমারের আরাকান রাজ্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে স্থান বদল করে বসবাস করেছে। এই শতাব্দীতে বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন কারণে চাকমাদের অনেকে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল্‌স ও অরুনাচলে এবং মারমাদের অনেকে মায়ানমারের আরাকান রাজ্যে দেশান্তরী হয়ে সেখানে বসবাস করছে। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সকল জনগোষ্ঠীই বিভিন্ন সময়ে কম বেশী বসতি বদল করে স্মরণাতীত কাল থেকে এতদঞ্চলে বসবাস করছে।

এই বসতি বদলের একটি কারণ ছিল জুম চাষ। কোন স্থানে একবার জুম চাষ করলে তৎপরবর্তীকালে কয়েক বছর পর্যন্ত ঐ স্থানে আর কোন ফসল উৎপন্ন হতো না। তাই ঐ জুম চাষের স্থানটিতে কয়েক বছর আর কোন ফসল লাগানো হতো না। এই অবস্থায় লোকেরা ঐ স্থান ত্যাগ করে নতুন কোন চাষযোগ্য স্থানের সন্ধানে যেত। এ ভাবে অনেক সময় তাদের বসতিরও স্থানান্তর হতো। অধিকন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে এতদঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে পার্শ্ববর্তী আরাকান ও

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরা এ দু'টি রাজ্যের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সব যুদ্ধের ফলে স্থানীয় লোকেরা বিভিন্ন সময়ে নানা দিকে সরে যেতে বা চলে যেতেও বাধ্য হয়। তার ফলে বিভিন্ন উপজাতীয় লোকদের মধ্যে কেবল বসতিরই স্থানান্তর ঘটেনি, এমনকি দেশান্তরও ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কুকি-চীন ভাষী লুসেই, পয়, লাখের (সেন্দু) এ সব উপজাতীয় লোকেরা মিজোরাম বা লুসেই পাহাড়ের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বিভিন্ন গ্রামগুলিতে হামলা চালাতে থাকে। তারা গ্রামগুলিতে লুটপাতের পাশাপাশি লোকজনও ধরে নিয়ে যেত। ঐ সময় তাদের মধ্যে নরমুন্ড শিকারের প্রথাও ছিল। ফলে এখানকার লোকেরা তাদের ভয়ে খুবই অস্থির ছিল। অনেকে তাদের হামলা থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য পুরাতন বসতি স্থান বদল করে নতুন কোন স্থানে গিয়ে আবার তাদের বাড়ীঘর ও গ্রাম নির্মাণ করে।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্মীরা আরাকান দখল করার পর সেখান থেকে তৎপরবর্তী কালে বহু আরাকানী উপজাতীয় শরনার্থী তাদের ভয়ে এতদ্‌অঞ্চলের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করে এবং অনেকে বসতি স্থাপন করে থেকে যায়। এতে তাদের চাপে পড়ে অন্যান্য উপজাতীয়রা সেখান থেকে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হয়। এ ভাবে অতীতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন উপজাতীয়দের বসতিগুলির স্থানান্তর ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১নং ছবি একজন চাকমা যুবতী

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ চাকমা (Chakma)

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলো চাকমা। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ব্যতীত পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল্‌স ও অরুণাচলে বাস করে। বার্মার আরাকান রাজ্যেও তাদের একটি শাখা রয়েছে। তারা সেখানে দৈংনাক বা দৈংতাক বা দৈংদাক নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের জনসংখ্যা ২,৩৯৪১৭ জন ছিল। উল্লেখ্য যে বর্মীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদেরকে সাক (Sak) বা থাক (Thak) বা থেক (Thek) বলে।[১]

বিভিন্ন আরাকানী, পোর্তুগীজ ও ইংরেজ লেখকেরা চাকমাদের সম্পর্কে একটু আধটু যা লিখেছেন তার ভিত্তিতে তাদের অতীত সম্পর্কে যে সকল তথ্য জানা গেছে সেগুলো তাদের ইতিহাস লেখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে ঐ সূত্রগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যায়। ১৯০৯ সালে প্রথমে সতীশ চন্দ্র ঘোষ 'চাকমা জাতি' নামে চাকমাদের সম্পর্কে একটি ইতিহাস লেখেন। এরপর ১৯১৯ সালে রাজা ভুবন মোহন রায় 'চাকমা রাজবংশের ইতিহাস' লেখেন। তৎপরে ১৯৪০ সালে মাধব চন্দ্র চাকমা 'শ্রীরাজনামা' এবং ১৯৬৯ সালে বিরাজ মোহন দেওয়ান 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' নামক একটি বই প্রকাশ করেন। এই সকল লেখা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস কিছুটা জানা যায়।

চাকমারা কবে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করছে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও তারা যে ষোড়শ শতাব্দীতেও এতদঞ্চলে বসবাস করছিল তা Joao de Barros নামক একজন পোর্তুগীজ ঐতিহাসিকের অঙ্কিত Descripcao do Reino de Bengalla নামক একটি মানচিত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক আবদুল করিম লিখেছেন যে - "প্রায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে Joao de Barros উক্ত মানচিত্রটি এঁকেছিলেন।"[২] উক্ত মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীরে ২৩° থেকে ২৪° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে চাকমাদের নামে একটি স্থানের নাম Chacomas (চাকোমাস/চাকমাস) চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং, ষোড়শ শতাব্দীতে অথবা তৎপূর্ব থেকে যে

১। T.H. Lewin 1869. The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein. Calcutta: Bengal Printing Company.

২। Abdul Karim 1963. Samandar of Arab Geographers, Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. VIII, No. 2, p. 16, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এর পরবর্তী কালে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে চাকমারা আরাকান রাজার অধীন হয়ে পড়ে। আরাকান রাজা মাঙরাজাগ্রি ওরফে সেলিমশাহ (১৫৯৩-১৬১২ খ্রীঃ) চট্টগ্রামস্থ একজন পোর্তুগীজ নাবিককে যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে তিনি নিজেকে চাকোমাসেরও নৃপতি বলে উল্লেখ করেছেন বলে পোর্তুগীজ ঐতিহাসিক J. J. Campos তাঁর বইয়ে লিখেছেন।[৩] এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ ভারত বর্ষের বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে যে বই লিখেন তাতেও 'চাকমা' নামটি পাওয়া যায়।[৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে চাকমাদের একজন রাজার নাম ছিল চন্দন খান। তাঁর সময় থেকে পরবর্তী কয়েকজন চাকমা রাজা যেমন- জালাল খান, সেরমুস্থ খান, শেরদৌলত খান, জানবক্স খান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ সকল তথ্য চট্টগ্রামস্থ মোগল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল। ঐতিহাসিক আলমগীর মুহম্মদ সিরাজউদ্দীন, চন্দন খান সম্পর্কে লিখেছেন যে- "১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক চন্দন খান পাহাড়ী প্রজাদের দ্বারা প্রথম রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। আরাকান রাজা কর্তৃক তাঁকে নিয়োগ দান নিশ্চিত করা হয়েছিল। চন্দন খান ঐ সময় 'তৈন খান' উপাধি গ্রহণ করেন।"[৫] হয়ত চট্টগ্রাম শহরের 'চন্দনপুরা' নামটি তাঁর নামেই চিহ্নিত হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আলীকদম থানার একটি মৌজার নাম তৈন। জুমবংশের পাহাড়গুলোর দক্ষিণ দিকে তাঁর বাসস্থান তৈন অবস্থিত ছিল।

রাজা চন্দন খানের পরবর্তী রাজাদের মধ্যে জালাল খানের নিকট মোগলেরা কর চাইলে তিনি তাদের তা দিতে অস্বীকার করলে মোগল দেওয়ান কিষাণ চাঁদ কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর বাড়ী ধ্বংস করে দেওয়া হলে তিনি আরাকানে পালিয়ে যান ও সেখানে পরলোক গমন করেন।[৬] এর পরবর্তী কালে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চাকমা রাজা সেরমুস্থ খান (১৭৩৭-৫৮ খ্রীঃ) মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু চাকমাদের উপর মোগলদের কর্তৃত্ব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৭৬০ সালে ইংরেজরা বাংলার নবাব মীর কাশিম আলী খানের নিকট থেকে চট্টগ্রামের শাসন ভার লাভ করলে স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজারাও তাদের অধীন হয়ে পড়েন। এ সময় ইংরেজরা চাকমা রাজাদের নিকট থেকে কর হিসেবে কার্পাস বা তুলা নিত। কিন্তু এই কর নিয়ে

৩। J.J. Campos 1919. History of Pourtugese in Bengal, Chapter XXVI, p. 78. Calcutta; Butterworth & Co.

৪। Chimpa Lama & Aloka Chattopaddhyaya (Translated) 1980. Taranath's History of Buddhism in India, Calcutta.

৫। A.M. Serajuddin 1971. The Origin of the Rajas of the Chittagong Hill Tracts and their relations with the Mughals and East India Company in the eighteenth century. Journal of the Pakistan Historical Society, Vol.XIX, Part-I.

৬। A.M. Serajuddin 1971. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

১৭৭৬ সালে ইংরেজদের সাথে চাকমা রাজা শেরদৌলত খানের সেনাপতি ও জামাতা রণুখাঁ দেওয়ানের বিরোধ বাধে এবং পরবর্তীকালে তা সংঘর্ষের রূপ নেয়। এই সময় চাকমা রাজা শেরদৌলত খানও সেনাপতি রণুখাঁ দেওয়ানের পক্ষ নেন। এই সংঘর্ষ শেরদৌলত খানের মৃত্যুর (১৭৮২ খ্রীঃ) পরও চলতে থাকে এবং তা এক সময় তাঁর পুত্র জানবক্স খানের সময় ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ বিষয়ে H.J.S. Cotton লিখেছেন - "জানবক্স খান বহু বৎসর তাঁর স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। ব্রিটিশ অফিসাররা তাঁদের সিপাহীদের দ্বারা তাঁকে ধরতে সক্ষম না হলেও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন।"[৭] এর পরবর্তী কালে ইংরেজদের সাথে চাকমাদের আর কোন বিরোধ হয়নি। ইতিমধ্যে ১৮৬০ সালে ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এখানে তাদের শাসন বলবৎ ছিল। ঐ বছর ভারত-বর্ষে ইংরেজদের শাসনের অবসান ঘটে। ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেলা হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এখানে পাকিস্তানের শাসন ২৪ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর উপর বিরাট একটি বাঁধ দেয়। এর ফলে কর্ণফুলী উপত্যকায় একটি বিরাট কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি যা 'কাপ্তাই হ্রদ' নামে পরিচিত হচ্ছে। এই বাঁধের ফলে এতদঞ্চলে ২৫০ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন চাষযোগ্য জমির শতকরা চল্লিশ ভাগ জমি জলে ডুবে যায়। ফলে বহু উপজাতীয় লোক বিশেষতঃ চাকমাদের একটি বিরাট অংশ এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং তারা দেশান্তরী হয়ে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল্স ও অরুণাচলে (সাবেক নেফায়) চলে যায়। আর এভাবেই চাকমারা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

দল, গোত্র ও পারিবারিক কাঠামো

চাকমা সমাজ কতগুলি দলে বিভক্ত। এই দলগুলিকে চাকমারা 'গঝা' বলে, যেমন - লার্মা গঝা, ধামেই গঝা, কাম্বে গঝা, চেলে গঝা, বগা গঝা, মুলিমা গঝা ইত্যাদি। অতীতে প্রত্যেক 'গঝা' বা দলে এক একজন নেতা থাকতেন। তাঁরা রাজার নির্দেশমত স্ব স্ব দলগুলির নেতৃত্ব দিতেন। আবার কতগুলি গোত্র বা গোষ্ঠী মিলে এক একটি 'গঝা' গঠিত। চাকমারা 'গোষ্ঠীকে' 'গুচ্ছি' বলে। চাকমা সমাজে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ অনুষ্ঠানগুলিতে গোত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে উল্লেখ্য যে, অতীতে প্রত্যেক গঝার মধ্যে কথা বলার ব্যাপারে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল যেগুলি বর্তমানে ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।

৭। H.J.S. Cotton 1880. Memorandam on the Revenue History of Chittagong. Calcutta.

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক কাঠামোর দিক থেকে চাকমারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক । পরিবারে পিতার স্থান হলো সর্বোচ্চ, তার পরে যথাক্রমে মাতা ও জ্যেষ্ঠপুত্রের স্থান । বিয়ের আগে পর্যন্ত কন্যারা পিতার গোত্রের অধিকারী হলেও বিয়ের পর তারা স্বামীর গোত্রের লোক বলে গণ্য হয় । তখন তাদের গোত্র পরিচয় বদলে যায় ।

গ্রাম ও বাসগৃহ

চাকমাদের অধিকাংশ লোক নদীর তীরে বাস করে । তারা গ্রামকে 'আদাম' বলে । আগে চাকমারা মাটিতে ৬ থেকে ৮ ফুট পর্যন্ত উঁচু খুঁটি পুঁতে তার উপর প্লাটফর্ম তৈরী করে তাতে ঘর তৈরী করতো । এ জাতীয় ঘরকে 'মজাঘর' বলে । এখন সমাজ বিবর্তনের ফলে এ জাতীয় মাচাংঘর (মজাঘর) দিন দিন লোপ পাচ্ছে । উল্লেখ্য যে, গ্রামে কার্বারী ছাড়াও বৌদ্ধ ভিক্ষু, ওঝা এবং 'লেংগুলি' নামক চারণ কবিরা সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন ।

ধর্ম

চাকমারা কখন থেকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল তা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও তারা যে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে এসেছিল তা তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ কর্তৃক ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের উপর ১৬০৮ সালে লেখা একটি বই থেকে জানা যায় । পূর্বে চাকমা সমাজে 'লুরি' নামক এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন । তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম 'আঘরতারা' । 'তারা' বা 'ত্রা' শব্দটি একটি বর্মী শব্দ । এর অর্থ ধর্ম । আর 'আঘর' শব্দটি সম্ভবতঃ অক্ষর বা আখর অথবা 'আগের' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে । লুরিরা চাকমা বর্ণে বিকৃত পালি ভাষায় তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'আঘরতারা' লিখতেন । এখন দূর দূরান্তের গ্রামগুলিতে মাত্র দু'একজন লুরি দেখা যায় । চাকমারা বর্তমানে হীনযান পন্থী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চাকমাদের মধ্যে হীনযান মতবাদ প্রচার করেন । ঐ সময় রাজানগরে

প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে রাজানগর নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দির প্রথম বারের মত প্রতিষ্ঠিত হয় । যার প্রভাবে চাকমারা প্রথম বারের মত হীনযান মতবাদের অনুসারী হয় । তবে চাকমাদের গ্রামগুলিতে এখনও ওঝাদের দেখা যায় । তাঁরা চাকমা বর্ণে তাদের চিকিৎসা শাস্ত্র 'তান্ত্রিক শাস্ত্র' নিয়ে থাকেন । এতে নানা রোগের দেশীয় চিকিৎসা ও ঔষধের নাম রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

চাষাবাদ ও অন্যান্য পেশা

চাকমারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। তাদের অধিকাংশ বর্তমানে হাল চাষ করলেও অতীতে জুম চাষ করে জীবন ধারণ করতো। পাহাড়ের ঢালু অংশে বন জঙ্গল কেটে সেগুলো রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে তারপর তাতে চাষ করার নাম 'জুম চাষ'। আর ঐ জুম ক্ষেত্রকে বলা হয় 'জুম'। অতীতে জুমকে ভিত্তি করে চাকমাদের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে অবশ্য কাপ্তাই বাঁধের পর কাপ্তাই হ্রদের চারপাশে বহু সংখ্যক চাকমা আনারস, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের বাগান গড়ে তুলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকমারা অগ্রসর এবং তাঁদের অনেকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলিতে চাকুরী করে থাকেন। একটি তথ্য মতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চাকমাদের মধ্যে ১২৪ জন মাষ্টার ডিগ্রীধারী, ২৩৪ জন গ্র্যাজুয়েট, ২৬ জন বি.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ার, ৫৪ জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং ৪০ জন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার ছিল। কেউ কেউ অবশ্য ঠিকাদারী এবং গাছ, মাছ, ফল, শাকসবজি, কাপড় ইত্যাদির ব্যবসাও করে। তবে তাদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

বিঝু এবং অন্যান্য উৎসব

চাকমাদের প্রধান উৎসবের নাম 'বিঝু'। তারা বাংলা বর্ষের শেষে 'মুলবিঝু' তার আগের দিন 'ফুলবিঝু' এবং নববর্ষের প্রথম দিনে 'গোজ্যাপোজ্যা' উদযাপন করে। মুলবিঝুর দিনে ও নববর্ষের দিনে ঘরে ঘরে খানাপিনা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। শিশুরা নতুন পোষাক পরে আনন্দে মেতে উঠে, আর তরুণ তরুণীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে আনন্দ ফুর্তি করে। বিঝু বাদে চাকমারা 'বৈশাখী পুর্ণিমা', 'আষাঢ়ী পুর্ণিমা', 'কার্তিকী পুর্ণিমা', 'মাঘী পুর্ণিমা' প্রভৃতি পুর্ণিমা দিনে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধ পুজা ও নানা ধরনের ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

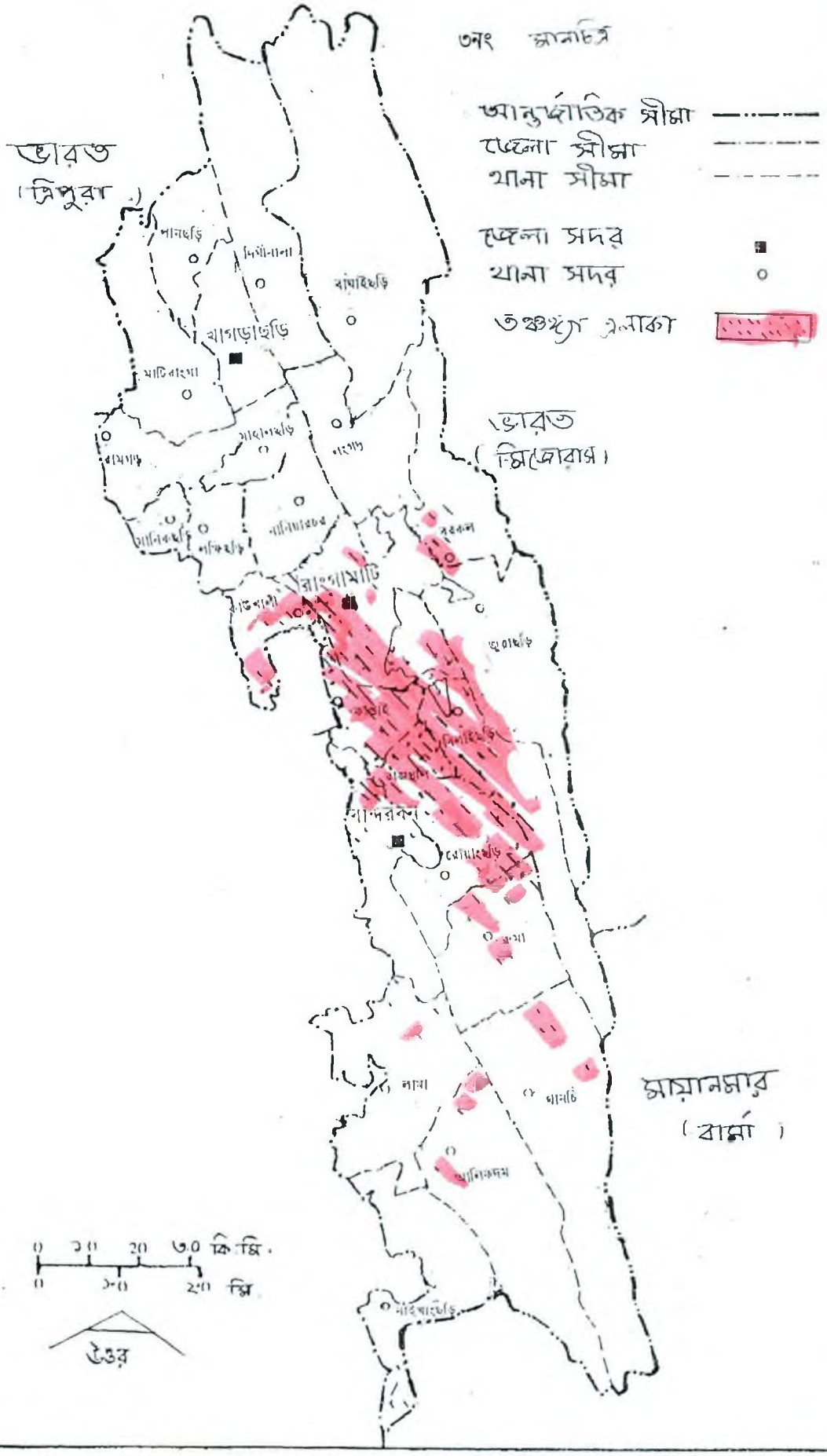

Dhaka University Institutional Repository

২নং ছবি একজন তঞ্চঙ্গ্যা যুবতী

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ তঞ্চঙ্গ্যা (Tangchangya)

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম জনগোষ্ঠী হলো তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্সের হিসেব অনুযায়ী ১৯৯১ সালে এখানে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের জনসংখ্যা ঐ সময় ২২০৪১ জন ছিল। বার্মার আরাকান রাজ্যেও তঞ্চঙ্গ্যাদের অনেক লোকজন রয়েছে। সেখানে তাদেরকে 'দৈংনাক' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, বর্মী ভাষায় 'দৈং' অর্থ ঢাল। সম্ভবতঃ এই 'দৈং' শব্দটি থেকে দৈংনাক শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে।

সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম ডেপুটি কমিশনার Captain T.H. Lewin ১৮৬৯ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর লিখিত The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein নামক গ্রন্থে চাকমাদের নিম্নলিখিত তিনটি উপ-উপজাতিতে (Sub-tribe) বিভক্ত করেন :-

১। চাকমা, ২। তঞ্চঙ্গ্যা এবং ৩। দৈংনাক।[১] তবে বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র উপজাতি হিসেবে তাদের গণনা করা হয়ে থাকে। ভাষাগত দিক থেকে মূলতঃ তারা চাকমাদের সাথে একই ভাষার অংশীদার।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্মী, আরাকানী (রোখাইন) এবং মারমারা মূলতঃ সকল তঞ্চঙ্গ্যাদেরকেই দৈংনাক (দৈংতাক অথবা দৈংদাক) বলে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দৈংনাকদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্ব প্রথম একটি তথ্য চান্দামালা লংকারা কর্তৃক মান্দালয় থেকে ১৯৩১ সালে 'রাখাইন রাজাওয়াং সাইক্যাম' নামক লিখিত একটি ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ১৫৯৯ সালে আরাকান রাজা মাংরাজগ্রির সময় (১৫৯৩-১৬১২ খ্রীঃ) পেগু অভিযানকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাকমাঙ (চাকমা রাজা)-কে যে সকল সৈন্য আরাকানে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় তাতে দৈংনাকরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] এ থেকে ষোড়শ শতকেও দৈংনাকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল বলে অবগত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তারা ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকান উভয় অঞ্চলেই বসবাস করতো। উল্লেখ্য যে, বর্তমানের সীমানা তখন ছিল না।

১। T.H. Lewin 1869: The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, Calcutta, p. 62.

২। চান্দামালা লংকারা ১৯৩১: রাখাইন রাজওয়াং সাইক্যাম (বর্মীতে লিখিত রাখাইন রাজবংশের ইতিহাস) মান্দালয়, মায়ানমার, pp. 65-66.

Dhaka University Institutional Repository

"চাকমারাজা ধরমবক্স খানের সময়ে ১৮১৯ সালে ৪০০০-এর মত তঞ্চঙ্গ্যা (আরাকান থেকে) পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল বলে শোনা যায়। তারা কাল্লু নামক জনৈক ব্যক্তিকে তাদের প্রধান হিসেবে স্বীকার করলেও রাজা ধরমবক্স খান তাঁকে কোন স্বীকৃতি না দেওয়ায় তাদের অধিকাংশ লোক আবার আরাকানে ফিরে যায়"।[৩]

এ সম্পর্কে যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা লিখেন, "একদা ধন্যা গছা ও নাপোস্যা গছা লোকদের মধ্যে উয়াপৈ নামে এক সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যাপার নিয়ে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। ঐ সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহত হন এবং উভয় পক্ষই রাজা ধরম বক্স খাঁর দরবারে বিচারের সম্মুখীন হন। ইতোমধ্যে ধন্যাগছার লোকেরা কৌশলে রাজাকে খুশী করার জন্য চাঁদা উঠিয়ে চট্টগ্রাম শহরে একটা সুরম্য পাকাগৃহ নির্মান করে দেন। যথাকালে বিচার হয় এবং বিচারে নাপোস্যা গছার পরাজয় হয়"।[৪] অতঃপর রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে তারা চট্টগ্রাম অঞ্চল ত্যাগ করে আবার আরাকানে চলে যায়।

দল, গোত্র ও পারিবারিক কাঠামো

তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কয়েকটি গসা (দল) রয়েছে। ঐ গসা বা দলগুলি কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। প্রধান ছয়টি গসার নাম হলোঃ- ১। মো, ২। কার্বোয়া, ৩। ধন্যা, ৪। মংলা, ৫। মেনং ও ৬। লাং।[৫]

তঞ্চঙ্গ্যারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। পরিবারে পিতার পরে মাতা এবং তৎপরে পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্য পুত্রের স্থান হয়ে থাকে।

গ্রাম ও বাসগৃহ

তঞ্চঙ্গ্যারা ছোট নদীর অনতিদূরে পাহাড়ের উপর তাদের গ্রামগুলি নির্মাণ করে। পূর্বে তারা এখানকার অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের মত খুঁটির উপর মাচাংঘর তৈরী করতো। ইদানিং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ওয়াগ্গা মৌজায় তাদের মাটির উপর সরাসরি বাড়ীঘর তৈরী করতে দেখা যাচ্ছে।

৩। T.H. Lewin 1869; The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, Calcutta; Bengal Printing Company, pp. 65-66

৪। যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৯৫ঃ তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি, পৃঃ ৬, চট্টগ্রাম, শান্তি প্রেস।

৫। যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ১৯৮৫ঃ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চাষাবাদ ও অন্যান্য পেশা

তণ্ডঙ্গ্যাদের অনেকে এখানকার অন্যান্য উপজাতীয়দের মত এখনও জুম চাষ করে জীবন ধারণ করে। তবে তাদের কেউ কেউ হালচাষের উপর নির্ভরশীল। তাদের মহিলারা খুবই কর্মঠ। প্রায় প্রতিটি হাটের দিনে তারা ঝুড়িতে করে নানা ধরণের বনজ ও জুমজাত শাকসব্জি এবং ফলমূল বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সমাজে কৃষি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তণ্ডঙ্গ্যা মহিলাদের একটি ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষিত তণ্ডঙ্গ্যারা ইদানিং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলিতে চাকুরী করছে। আর শিক্ষা ক্ষেত্রেও তারা ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করছে। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তণ্ডঙ্গ্যাদের মধ্যে ১ জন মাস্টার ডিগ্রী ও ৪ জন গ্রাজুয়েট ছিল।[৬]

ধর্ম ও উৎসব

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত তণ্ডঙ্গ্যারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তারা বিভিন্ন পূর্ণিমার দিনে নানা ধরনের বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করে এবং বর্ষশেষে ও নববর্ষের প্রথম দিনে চাকমাদের মত বিষু উৎসব পালন করে। তারা এই উৎসবকে 'বিসু' হিসেবে উচ্চারণ করে থাকে।

৬। সুগত চাকমা ১৯৮৬: পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা ক্ষেত্রে উপজাতীয় সমাজ। ধর্মালংকার ভিক্ষু সম্পাদিত 'সৃষ্টিকা' ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১-১১। রাঙ্গামাটি: সেন্টার অফ পাবলিকেশন অফ বুদ্ধিজম।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

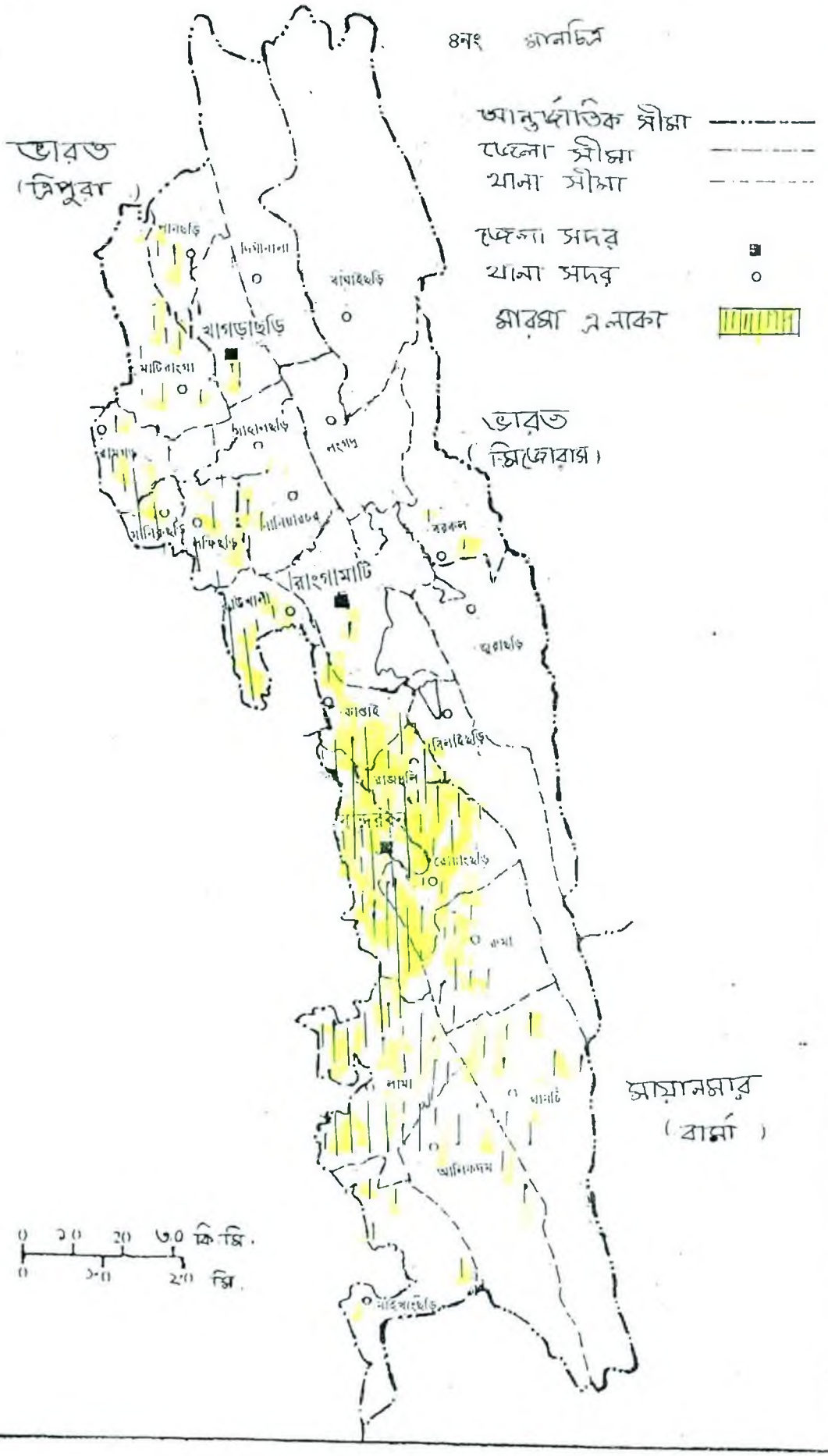

Dhaka University Institutional Repository

৩নং ছবি একটি নারমা দম্পতি

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ মারমা (Marma)

পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলো মারমারা। জনসংখ্যার বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে চাকমাদের পরেই তাদের স্থান। তবে বান্দরবানে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মারমাদের জনসংখ্যা হলো ১,৪২,৩৩৪ জন।

বান্দরবান শহরে তাদের উপজাতীয় প্রধান বোমাং রাজা বাস করেন। নৃতাত্ত্বিক বিচারে মারমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক এবং বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। অতীতে মারমারা এবং আরাকান, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর রাখাইনরা অনেকের কাছে 'মগ' বা 'মঘ' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে তারা এই নাম ত্যাগ করেছে। মারমা শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে ক্যৈপ্রু লিখেছেন, "মারমা শব্দটি ম্রাইমা শব্দ থেকে উদ্ভূত"।[১] শব্দটির অর্থ মায়ানমার বা বার্মার অধিবাসী। বর্মীরা নিজেদের Myamma (ম্যামমা) বলে।[২] মারমারা কবে থেকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করে আসছে তা জানা না গেলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তারা একাদশ শতক থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করে আসছে। বান্দরবানে মারমাদের প্রধান হলেন বোমাং রাজা। অতীতে এই বোমাং রাজপরিবারের পূর্ব পুরুষেরা বার্মার পেগুতে রাজত্ব করতেন। ১৫৯৯ সালে তৌঙু (Toungoo) এবং আরাকানের সেনাবাহিনী পেগু আক্রমণ করে অধিকার করে এবং সেখানকার রাজপরিবারের কয়েকজন সদস্যকে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যায়। আরাকান রাজা পেগুরাজার এক কন্যাকে বিয়ে করেন ও পেগুরাজার এক পুত্রকে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের অধীনস্থ চট্টগ্রামের গভর্ণর পদে নিয়োগ দান করেন।[৩] জনাব আবদুল মাবুদ খান আরাকানী সূত্রের উল্লেখ করে উক্ত রাজপুত্রের নাম লিখেছেন মেঙসপিউ[৪]

উল্লেখ্য যে, বান্দরবানের বোমাং রাজ পরিবারের সদস্যরা নিজেদের উক্ত পেগুর রাজপুত্রেরই বংশধর হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন।[৫] উক্ত গভর্ণরের তৃতীয় পুরুষ পরে তাঁর একজন বংশধরের 'বোমাং' উপাধি প্রাপ্তি সম্পর্কে R.H.S. Hutchinson আরও লিখেছেন, "তিন পুরুষ পরে Aungya-এর পুত্র হারিও চট্টগ্রামের গভর্ণর হন। তিনি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের রাজা উজিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বোমাংগ্রি উপাধি প্রাপ্ত হন।"[৬]

১। ক্য শৈ প্রু ১৯৮১: মারমা উপজাতি পরিচিতি, অঙ্কুর, ১ম সংখ্যা, রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরী।

২। G.A. Grierson 1927. Linguistic Survey of India, Vol.III, Part-III. (Reprint, Delhi: Baransidass, 1973).

৩। R.H.S. Hutchinson 1909. Chittagong Hill Tracts. Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Calcutta: Government Press. (Reprint, New Delhi: Vivek Publishing Company 1978).

৪। আবদুল মাবুদ খান ১৯৮৩। বান্দারবানের রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত। বাংলাদেশ: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, পৃ: ৩৪, ঢাকা।

৫। G.E. Harvey 1961. "Bayinnaung's Living descendants:LThe Magh Bohmong, Burma Research Society Journal, Vol.XLIV, Part-I, pp.35-42, Rangoon.

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হারিওর নাতি কংহ্লাহ্লু ১৭৫৬ সালে মোগলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন। পরে সেখান থেকে তিনি পুনরায় এতদঞ্চলে ফিরে আসেন। এখানে তিনি প্রথমে কক্সবাজার জেলার রামুতে ও পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের শঙ্খ নদীর তীরে এসে বসতি নির্মাণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর লোকেরাও বান্দরবান শহরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ১৭৯৭ সালে ফ্রান্সিস বুকানন যখন অফিসের কাজে এতদঞ্চলে আসেন তখন তাঁর সাথে বান্দরবানের প্রথম বোমাং রাজার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই সময় আরাকানীদের উপর বর্মীদের অত্যাচারের ফলে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার শরণার্থী বাংলাদেশে আসে এবং আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের অনেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে থেকে যায়।[৭]

দল

পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা সমাজ কয়েকটি দলে বিভক্ত। মারমারা সন্তানকে 'সা' বলে। এই 'সা' শব্দটি কখনও কখনও লোক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই কারণে মারমারা প্রত্যেক দলের শেষে 'সা' শব্দটি যুক্ত করে তাদের দলগত পরিচয় দিয়ে থাকে, যেমন - রিগ্রেসা, পলৈংসা, ক্যক্ডাইনসা, মারোসা, লেগ্রোসা, লংকাড়সা ইত্যাদি। এ সকল দলের মধ্যে ভাষা বলার সময় উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মারমাদের সমাজে চাকমা ও ত্রিপুরাদের মত কোন গোত্র বা গোষ্ঠী নেই।

মারমাদের পারিবারিক কাঠামো চাকমাদের পারিবারিক কাঠামোর মত দৃঢ়ভাবে পিতৃ-প্রধান পারিবারিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের পরিবারে মায়ের অবস্থান পিতার অবস্থানের সাথে সমপর্যায়ে বলা যায়। এমনকি চাষাবাদ, ব্যবসা ইত্যাদি কোন কোন ক্ষেত্রেও কোন কোন পরিবারে কখনও কখনও মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে পর্যন্ত দেখা যায়।

গ্রাম ও বাসগৃহ

মারমারা নদীর তীরে বাস করে। তারা পাহাড়ের পাদদেশে ও সমতল ভূমিতে গ্রাম তৈরী করে। মারমারা তাদের ভাষায় গ্রামকে 'রোয়া' (Roa) এবং গ্রামের প্রধানকে 'রোয়াসা (Roasa) বা রোয়াজা (Roajha) বলে। তারা অন্যান্য উপজাতিদের মত মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার উপর প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে, তারই উপর বাড়ী তৈরী করে। মারমারা তাদের গ্রামগুলিতে উপাসনার জন্য বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে। তারা এগুলিকে 'ক্যাং' বলে। মারমাদের সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা খুবই সম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়ে থাকেন। তাদের প্রায়ই বর্মী ভাষায় ধর্মচর্চা করতে দেখা যায়। মারমা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের বিভিন্ন কাজে বর্মী বর্ণগুলির ব্যবহার করে থাকেন।

৭। S.N.H. Rizvi (ed.) 1970. <u>Chittagong Districts Gazetteer</u>, p. 90. Dacca: Government Press.

Dhaka University Institutional Repository

চাষাবাদ ও অন্যান্য পেশা

মারমারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। তাদের অধিকাংশ হালচাষ করে জীবন ধারণ করে। তবে তাদের কেউ কেউ এখনও জুমচাষ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুলনামুলকভাবে অন্যান্য উপজাতিদের চেয়ে মারমারা কিছুটা অগ্রসর। তাদের কেউ কেউ ছোট খাটো ব্যবসা দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে মারমারা অগ্রসর হতে শুরু করেছে। এখন তাদের শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলিতে চাকুরী করছেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত একটি তথ্য মতে তাদের মধ্যে ১২ জন মাস্টার ডিগ্রীধারী, ২৬ জন গ্র্যাজুয়েট, ১২ জন বি.এস.সি. ইঞ্জিনীয়ার ও ১৩ জন এম.বি.বি.এস ডাক্তার ছিল।[৮]

সাংগ্রাই ও অন্যান্য উৎসব

মারমাদের প্রধান উৎসবের নাম সাংগ্রাই। তারা বর্ষের শেষে ও নববর্ষের শুরুতে সাংগ্রাই উৎসব শুরু করে। এই উৎসবের সময় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পানি খেলা উৎসব সংঘটিত হয়। এই পানি খেলার সময় তরুণেরা তরুণীদের প্রতি এবং তরুণীরা তরুণদের প্রতি পানি ছিটিয়ে দেয়। তখন হাসি, গানে ও খেলায় মারমা জনপদ মুখরিত হয়ে ওঠে।

৮। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ১৯৯০। "পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত। গিরিনির্ঝর। ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৮। রাঙামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

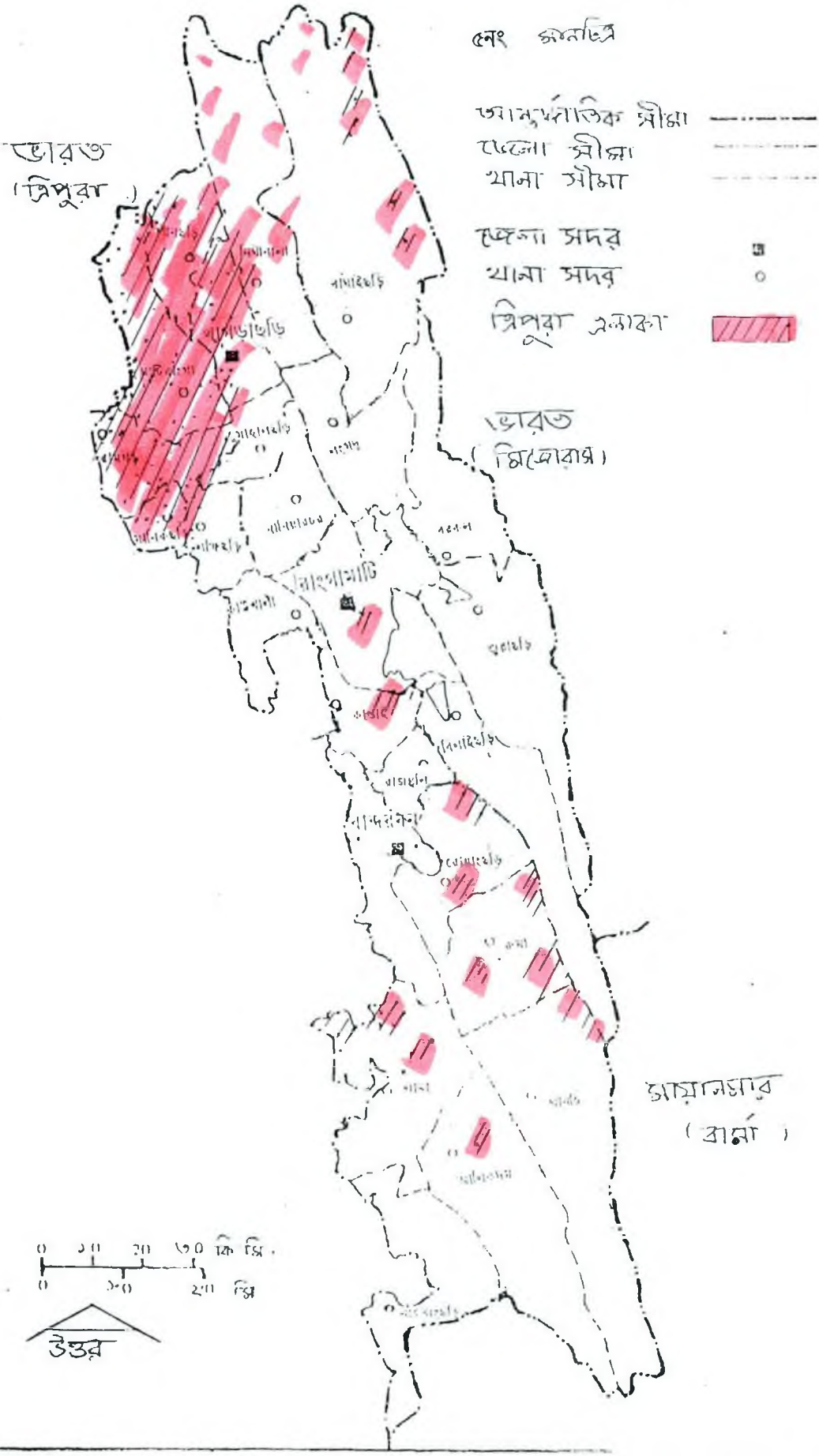

Dhaka University Institutional Repository

৪নং ছা. একদল ত্রিপুরা রমণী

Dhaka University Institutional Repository

২.৮ ত্রিপুরা (Tripura)

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ত্রিপুরারা। তারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এখানে এসেছিল। এখানে তাদের অধিকাংশ লোকজন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস করে। অল্প সংখ্যক ত্রিপুরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় এবং উসুই নামে আরও একদল ত্রিপুরা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস করে। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এখানে তাদের সংখ্যা হলো ৬১,১২৯ জন।

ত্রিপুরারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক এবং হিন্দু। তারা কবে থেকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে তা জানা যায়নি। তবে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫১৪ খ্রীঃ)-এর সময়ও তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল বলে জানা যায়।

ত্রিপুরারা পার্বত্য চট্টগ্রামে কবে থেকে বসবাস করতে শুরু করেছে সে বিষয়ে লিখিত কোন তথ্য নেই। তবে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সিংহাসনের আরোহনের পরবর্তী কালে থানাংচি জয় করে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়।[১] থানচি নামে এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় একটি থানার নাম রয়েছে। ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের থানাংচি জয় থেকে জানা যাচ্ছে যে ত্রিপুরারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বাংশ জয় করেছিল এবং সম্ভবতঃ তখন থেকে তারা ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় রামগড়, মাটিরাঙ্গা, দীঘিনালা, পানছড়ি ইত্যাদি থানাতে ত্রিপুরারা বহু পূর্ব থেকেই বসবাস করতো বলে মনে হয়। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্য (১৬৫৯-৬৬ খ্রীঃ)-এর সাথে নক্ষত্র রায় ওরফে ছত্র মাণিক্যের বিরোধ দেখা দিলে ঐ সময় রাজা গোবিন্দ মাণিক্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মাইনুনী নদীর উপত্যকায় দীঘিনালা অঞ্চলে এসে বাস করেন। দীঘিনালায় তাঁর অবস্থানের সময় দীঘিনালার বড় দীঘিটি সহ আরও অনেক দীঘি খনন করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ দীঘিগুলো থেকেই ঐ স্থানের নাম দীঘিনালা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে ত্রিপুরারা কক্সবাজার জেলার হারবাং অঞ্চলেও এক সময় ছড়িয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ সালে যখন হারবাং যান তখন তিনি সেখানে ত্রিপুরাদের

১। Ramani Mohan Sharma 1980. Coinage of Tripura. Numismatic notes and monographs. No.17, Part-I, P.3, edited by Lallanji Gopal and Jaiprakash Singh).

Dhaka University Institutional Repository

দীঘি দেখতে পেয়েছিলেন।[২] এ সকল তথ্যাদি থেকে জানা যাচ্ছে যে পঞ্চদশ শতাব্দী অথবা তৎপূর্বের কোন এক সময় থেকে ত্রিপুরারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে আসছিল। এর ফলে তাদের মধ্যে বহু দল ও গোত্রের উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়।

উল্লেখ্য যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় মাতামহুরী নদীর অনতিদূরে 'ক্বাতং' নামে একটি মৌজা ও তার পাশে কক্সবাজার জেলায় 'হারভাং' নামে একটি স্থান রয়েছে। আর ঐ দু'টি স্থানের নামে এখনও ত্রিপুরাদের মধ্যে দুইটি দফা 'ক্বাতং' ও 'হারভাং' রয়েছে। ত্রিপুরাদের উল্লেখিত দুইটি দফার নাম থেকে জানা যাচ্ছে যে, মাতামহুরী উপত্যকায় ত্রিপুরাদের বসতি ছিল। মূলতঃ ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫১৪ খ্রীঃ) কর্তৃক চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার রামু এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি ইত্যাদি স্থানগুলি বিজয়ের পর থেকে ত্রিপুরারা পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

দল, গোত্র ও পারিবারিক কাঠামো

ত্রিপুরা সমাজে অনেকগুলি দল আছে। এ দলগুলিকে 'দফা' বলে। এতদঞ্চলে ত্রিপুরাদের ১৭টি দফা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইতং, ক্বাতং, দেবদাক, গাবিং, খালি, রিয়াং, উসুই ইত্যাদি। এ সকল দফাগুলি আবার কতগুলি গোত্রে বিভক্ত। এটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ত্রিপুরারা দ্বিধারায় (Bilineal) বংশ বা গোত্র চিহ্নিত করে থাকে।

ত্রিপুরাদের নাইতংসহ বেশ কয়েকটি গোত্রে পুত্র সন্তানেরা পিতার গোত্র পরিচয় লাভ করে থাকে কিন্তু একই পিতার ঔরসজাত কন্যা সন্তানেরা মায়ের গোত্র পরিচয় লাভ করে থাকে। পারিবারিক কাঠামোর দিক থেকে ত্রিপুরারা পিতৃ-প্রধান পরিবারের লোক। তাদের পরিবারে পিতার স্থান হলো সর্বোচ্চ, তারপর মাতা ও জ্যেষ্ঠ্য পুত্রের স্থান।

গ্রাম ও বাসগৃহ

ত্রিপুরারা নদী থেকে দূরে পাহাড়ের উপর তাদের গ্রামগুলি নির্মাণ করে। তারা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত মাটিতে গাছের খুঁটি পুঁতে প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে তার উপর বাড়ী তৈরী করে। অতীতে এখানকার ত্রিপুরাদের রিয়াং দলের মধ্যে একটি নিজস্ব সামাজিক কাঠামো ছিল। তখন

২। Willem Van Schendel (ed) 1992; Francis Buchanon in Southest Bengal (1798). Dhaka: Dhaka University Press Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

তারা তাদের সমাজের প্রধানকে 'রায়' এবং তার প্রধানমন্ত্রীকে 'কাচাক' বলতো। এখন আর তাদের মধ্যে সে জাতীয় কোন সামাজিক কাঠামো নেই। এখন ত্রিপুরারা তাদের গ্রামের প্রধানকে মারমাদের মত 'রোয়াজা' বলে। গ্রামের লোকেরাই যোগ্যতা দেখে কোন ব্যক্তিকে গ্রামে রোয়াজা হিসেবে মনোনীত করে থাকে।

চাষাবাদ ও অন্যান্য পেশা

ত্রিপুরারা কৃষিজীবী। পূর্বে প্রায় সকল ত্রিপুরারাই জুম চাষ করে জীবন ধারণ করতো। এখনও তাদের একটি বৃহৎ অংশ জুম চাষ করে। তবে পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-৭১ খ্রীঃ) থেকে ধীরে ধীরে তাদের অনেকে হালচাষ করতে শুরু করেছে। সেই সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা ধীরে ধীরে উন্নতি করতে শুরু করেছে। এখন শিক্ষিত ত্রিপুরাদের কেউ কেউ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলিতে চাকুরী করছেন। একটি তথ্য মতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরাদের মধ্যে ১২ জন মাস্টার ডিগ্রীধারী, ৫৪ জন গ্রাজুয়েট, ৩ জন বি.এস.সি ইঞ্জিনীয়ার ও ৯ জন এম.বি.বি.এস ডাক্তার ছিল।[৩]

বৈসুক উৎসব

ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসবের নাম বৈসুক উৎসব। এটি বাংলা বর্ষের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিনটিকে নিয়ে মোট তিন দিন ধরে উদযাপিত হয়ে থাকে। এই উৎসবের সময় ত্রিপুরা শিল্পীদেরকে কখনও কখনও গীত ও নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা যায়। ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য 'গরাইয়া' এই সময় পরিবেশিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে মূলতঃ জুম জীবনকে ভিত্তি করে তাদের এই লোক নৃত্য গরাইয়া নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৩। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ১৯৯০। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত, গিরিনির্ঝর, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৮। রাঙামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

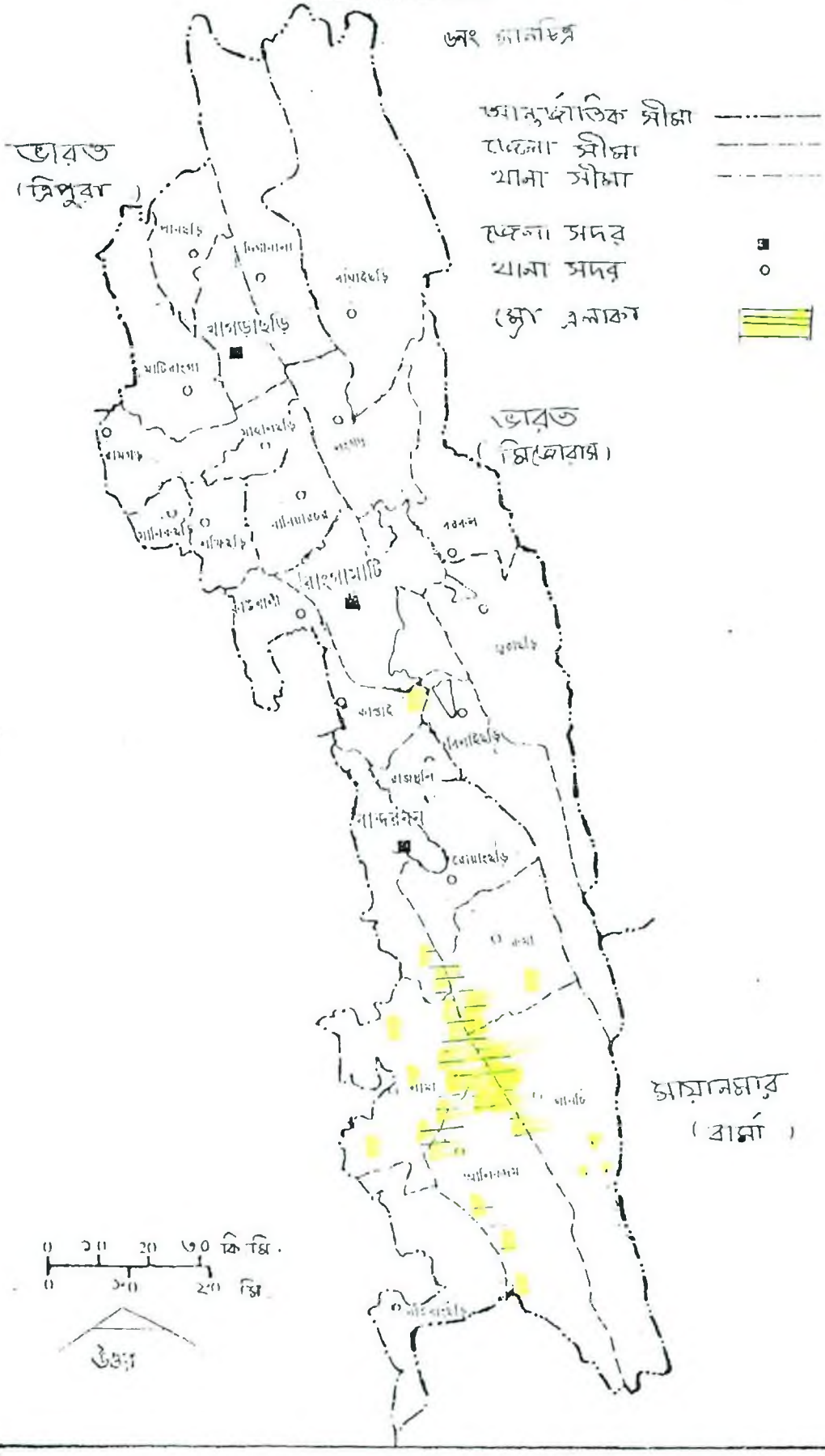

Dhaka University Institutional Repository

৫নং ছবি দুজন ম্রো কিশোরী

Dhaka University Institutional Repository

২.৯ ম্রো (Mro)

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর নাম ম্রো । ম্রোদের কোন ধর্ম গ্রন্থ নেই । এ বিষয়ে তাদের মাঝে একটি জনশ্রুতি আছে তা হলো- অতীতে ঈশ্বর তাদের কাছে একটি গরুর মাধ্যমে ধর্মীয় গ্রন্থ ও পোষাক পরিচ্ছদ পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু মাঝ পথে গরুটি ক্ষুধার্ত হয়ে ঐ ধর্মীয় গ্রন্থ ও পোষাক পরিচ্ছদ খেয়ে ফেলে । এই জন্য তাদের কোন ধর্ম গ্রন্থ নেই এবং তারা ক্ষুদ্রাকৃতির কাপড় পরে আর কারোর কোন রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর গো-হত্যা অনুষ্ঠানের সময় বর্শা মেরে গরুকে বধ করে ও শাস্তি স্বরূপ গরুর জিহ্বাটি কেটে খুঁটিতে টাঙিয়ে রাখে। তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- ম্রোদের যুবকেরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁতে রঙ লাগায় । আর তাদের পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং মাথার মাঝখানে সেগুলি ঝুঁটির আকারে বেঁধে রাখে ।

ম্রোদের নাম 'মু' (Mru) হিসেবেও লেখা হয়ে থাকে । তারা নিজেদের 'মারুসা' বলে । তবে অনেকের কাছে তারা 'মুরং' হিসেবেই অধিক পরিচিত । প্রকৃতপক্ষে বর্মী, আরাকানী (রাখাইন) ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমারা ত্রিপুরাদেরকেই 'মুং' বলে । আবার বান্দরবান পার্বত্য জেলার ত্রিপুরাদের উসুই দলের লোকেরাও নিজেদের 'রুং' বলে । তাই ম্রোদের নাম 'মুরং' না লিখে 'ম্রো' লেখাই উচিত । ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ম্রোদের জনসংখ্যা হলো ২২,১৬৭ জন।

ম্রোরা বার্মার আরাকানের একটি প্রাচীন জাতিসত্তা। তারা দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানের সিংহাসন অধিকার করে সেখানে রাজত্ব করেছিল । আরাকান রাজা সুলতইং চন্দ্র ৯৫৩ সালে চট্টগ্রাম বিজয়ের পরবর্তীকালে ৯৫৭ সালে দক্ষিণ বার্মায় একটি অভিযান কালে মারা গেলে ম্রোরা তাদের নেতা আম্রাথুর নেতৃত্বে আরাকানের সিংহাসন অধিকার করে।[১] আম্রাথু আরাকানের রাজা হয়ে সুলতইং চন্দ্রের বিধবা রাণী চন্দ্রাদেবীকে বিয়ে করেন। আম্রাথুর পরবর্তীকালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পেঙ্গু ও আরাকানের রাজা হয়ে সেখানে রাজত্ব করেন। এ দু'জন ম্রো রাজার পরবর্তীকালে আর কোন ম্রো আরাকানের সিংহাসনে বসতে পারেনি। তবে আরাকানের উত্তরাংশে তারা বরাবরই সেখানকার একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করছে । আর সেখান থেকেই তারা কোন এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে । তবে ঠিক কোন সময়ে তারা এখানে এসেছিল তা জানা যায়নি। তাদের সম্পর্কে প্রথম তথ্য প্রকাশ করেন ফ্রান্সিস বুকানন। তিনি যখন প্রথম বারের মত ১৭৯৮ সালে এতদ্অঞ্চলে আসেন তখন তিনি মাতামহুরী উপত্যকার উপরাংশে ম্রোদের বসতি দেখতে পেয়েছিলেন। এ থেকে তারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অথবা তৎপূর্বে কোন এক সময় এতদ্অঞ্চলে এসেছিল বলে জানা যায় ।

১। উপান্দিতা ১৯১০। ধান্যাওয়াদী রাজাওয়াং সাইকাম (বর্মী ভাষায় লিখিত ধন্যবতীর রাজবংশ)।

Dhaka University Institutional Repository

গোত্র ও পারিবারিক কাঠামো

ম্রোরা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। তাদের পরিবারে পিতাই হলেন সর্বেসর্বা। তাদের সমাজে অনেকগুলি গোত্র রয়েছে, যেমন- ঙারম্যা, ঙারিংচাহ, তাং, দেং, খউ, কানবক, ম্রেনজু, নাইচাহ্ ইত্যাদি। এদের মধ্যে আবার ঙারম্যারা চারটি উপগোত্রে বিভক্ত, যেমন- খাটপো, চিমলুং, জংনাউ এবং চাউলা। উল্লেখ্য যে, ম্রোদের সমাজে যুদ্ধ, শান্তি-স্থাপন ও বিবাহে গোত্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রাম ও বাসগৃহ

ম্রোরা নদী থেকে দূরে উঁচু উঁচু পাহাড়গুলির উপর তাদের গ্রামগুলি নির্মাণ করে। তারা এখানকার অন্যান্য উপজাতীয়দের মত মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার উপর প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে সে প্ল্যাটফর্মের উপর তাদের বাড়ীঘর তৈরী করে।

জুম চাষ ও অন্যান্য পেশা

ম্রোদের জীবন ধারণের জন্য একমাত্র পেশা হলো জুম চাষ। তারা উঁচু উঁচু পাহাড়গুলির ঢালু অংশে জুম চাষ করে তাদের প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন করে। তারা তাদের বাঁচার যাবতীয় উপকরণ প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, তারা লাউয়ের খোলে জল রাখে, লাউয়ের খোলে বাঁশের ছোট ছোট নল পুঁতে এক প্রকার বাঁশী তৈরী করে, এমনকি লাউয়ের টুকরা চামচ হিসেবেও ব্যবহার করে। ম্রোরা সবেমাত্র শিক্ষার সংস্পর্শে আসতে শুরু করেছে। ১৯৯০ সালের একটি তথ্য মতে ঐ সময় পর্যন্ত মাত্র ২ জন ম্রো গ্র্যাজুয়েট হতে পেরেছে।[২] তবে আশার কথা, বর্তমানে বান্দরবান শহরের অনতি দূরে ম্রো কমপ্লেক্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বর্তমানে তাদের বেশ কিছু ছেলেমেয়ে প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করছে।

সাহিত্য অনুষ্ঠান

ম্রোরা তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সময় বর্শা বিদ্ধ করে গরু বধ করে এবং সামাংস দিয়ে ভোজের আয়োজন করে। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে যুবকেরা বাঁশী বাজায় এবং যুবতীরা সারিবদ্ধভাবে হাত ধরাধরি করে নৃত্য পরিবেশন করে। তখন তাদের ঐ নাচ খুব উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

২। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ১৯৯০। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত। গিরিনির্ঝর। ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৮। রাঙ্গামাটি ঃ উপজাতীয় সাংস্কৃতি ইনস্টিটিউট।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

৭নং মানচিত্র

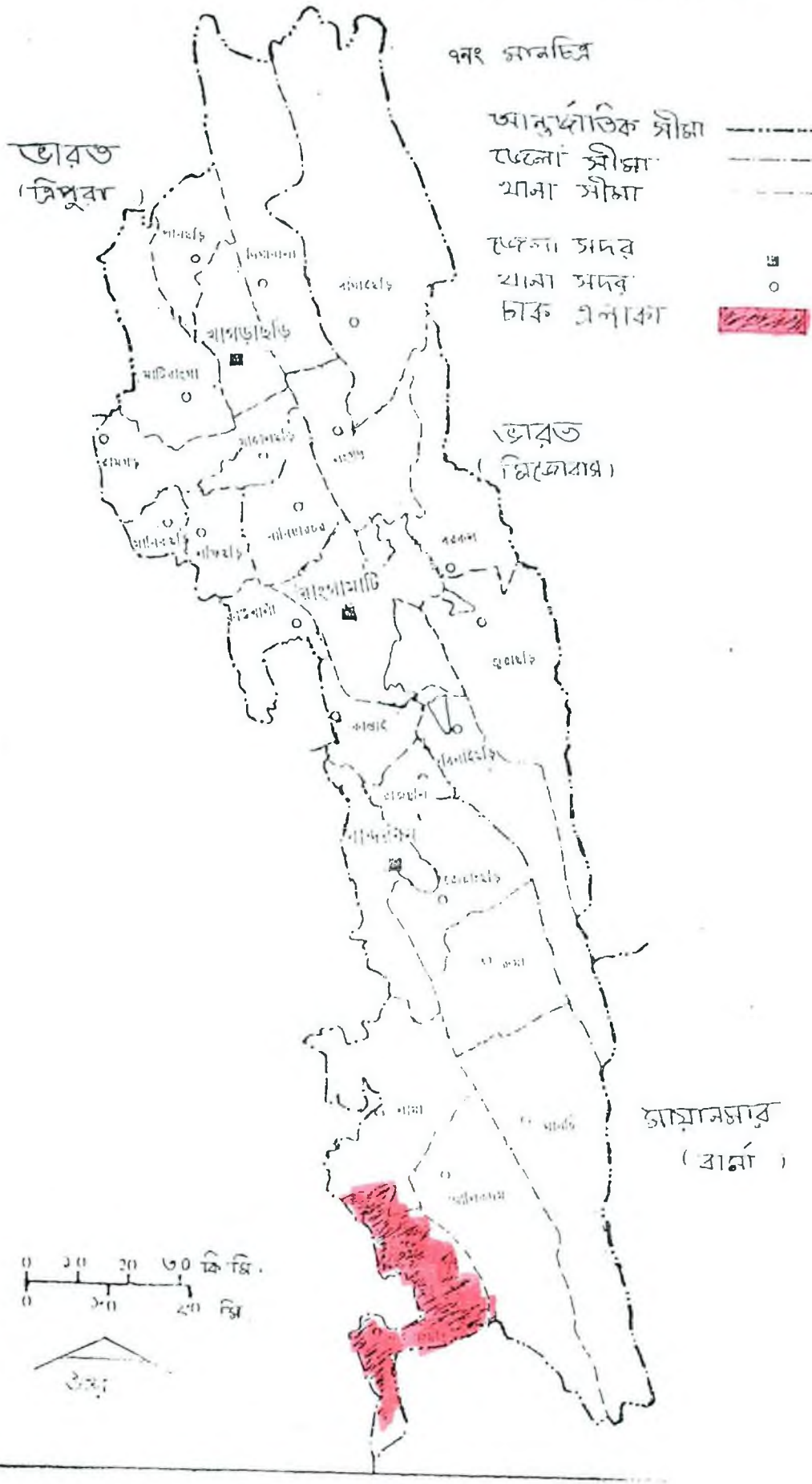

Dhaka University Institutional Repository

৬নং ছবি একজন চাক মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

২.১০ চাক (Chak)

পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নাইখ্যংছড়ি থানার মধ্য চাকপাড়ায় এবং বাইসারি এলাকায় চাকেরা বাস করে। তারা একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। নাইখ্যংছড়ি থানার অপর পাশে বার্মার আরাকান রাজ্যেও স্বল্পসংখ্যক চাক উপজাতির লোক বাস করে। বর্মী ও আরাকানীরা চাকমা এবং চাক উভয় উপজাতিকেই সাক (Sak) বা থেক (Thek) বলে। প্রকৃতপক্ষে চাকেরা চাকমাদের থেকে একটি স্বতন্ত্র উপজাতি। ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়েই চাকেরা চাকমাদের থেকে স্বতন্ত্র। আরাকানী লেখক Thun Shwe Khaing বর্মী ভাষায় লেখা একটি গ্রন্থে ১৯৮৮ সালে আরাকানে চাকদের ১৭টি গ্রাম ও লোক সংখ্যা ১৬০৬ জন বলে উল্লেখ করেন।[১]

পার্বত্য চট্টগ্রামেও চাকদের জনসংখ্যা খুব বেশী নয়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মাত্র ২,০০০ জন।

চাকেরা নিজেদের 'আসাক' বলে। উত্তর বার্মার Myithkyina, Katha জেলায় এবং চীনদুইন নদীর উপরাংশে বসবাসকারী কাদু (Kadu) উপজাতীয় লোকেরাও নিজেদের 'আসাক' বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ও আরাকানের চাকদের ভাষার সাথে উত্তর বার্মার কাদুদের ভাষার এবং মণিপুরের আন্দ্রো ও সেংমাই ভাষার মিল ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকদের একটি গোত্রের নাম 'আনদুং'-এর এবং মণিপুরের 'আন্দ্রো'দের নামগত মিলও রয়েছে।

গ্রীয়ার্সন চাকদের ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনৈক টেলর সাহেবের উদ্ধৃতি এইভাবে দিয়েছেন- "বর্মীদের মতে সাকরা অতীতে (বার্মার) ইরাবতী নদীর উপরাংশে বসবাস করতো। এটি মনে করা হয় যে তাদের কিছু সংখ্যক লোক উত্তর বার্মাস্থ তাদের আদি বসতি ত্যাগ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরাকানে যায়। তাদের কেউ কেউ মণিপুরে প্রবেশ করে যারা আন্দ্রো এবং সেংমাই উপজাতিদের পূর্বপুরুষ। এ বিষয়ে অন্য একটি ব্যাখ্যা হলো যেহেতু এখনও আদি কাদু ও সাকরা এখনও উত্তর বার্মায় রয়েছে সেহেতু তারা মণিপুরেও বিস্তার লাভ করেছিল এবং যেভাবে মিয়টকিনা এলাকায় কাদুরা রয়েছে তেমনি ভাবে আন্দ্রো এবং সেংমাইরা পিছনে পড়ে রয়ে গিয়েছিল। আর সাকরা (চাকেরা) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যায়। প্রকৃত ব্যাপার হলো মেইথেইরা যখন মণিপুর রাজ্য জয় করেছিল তখন তারা সেখানে গিয়ে আন্দ্রো ও সেংমাইদের দেখতে পেয়েছিল।"[২]

১। T.S. Khaing 1988. Rakhaing Mrauk Phya Dethama Sak Taing Rangtha Mya. (Sak People in the Northern Arakan, in Burmese), Akyab College, Myanmar.

২। G.A. Grierson 1927. Linguistic Survey of India, Vol. I, Part-I, Calcutta.

Dhaka University Institutional Repository

গোত্র ও পারিবারিক কাঠামো

চাক সমাজে দু'টি গোত্র আছে । এর একটি আন্দো এবং অন্যটি ওারেক। তাদের রীতি অনুযায়ী বর আন্দো গোত্রের ছেলে হলে কনে হবে ওারেক গোত্রের মেয়ে। আবার বর ওারেক গোত্রের ছেলে হলে কনে হবে আন্দো গোত্রের মেয়ে। এভাবে চাক সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলিতে তাদের গোত্রগুলির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায় । উল্লেখ্য যে, চাকরা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক । পিতার সূত্র ধরেই তাদের ছেলেমেয়েদের গোত্র পরিচয় নির্ধারিত হয়ে থাকে।

গ্রাম ও বাসগৃহ

চাকেরা নদীর অনতি দূরে তাদের গ্রামগুলি নির্মান করে । তারা এখানকার অন্যান্য উপজাতীয়দের মত মাটিতে খুঁটি পুঁতে তাতে প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে তার উপর বাড়ীঘর তৈরী করে ।

জুম চাষ ও অন্যান্য পেশা

চাকেরা জুম চাষ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে । ইদানীং তারা শিক্ষার সংস্পর্শে আসতে শুরু করেছে । ১৯৯০ সালের একটি তথ্য মতে ঐ সময় পর্যন্ত তাদের মধ্যে মাত্র ১ জন গ্র্যাজুয়েট হতে পেরেছে। তবে ইদানীং তাদের অনেক ছেলেমেয়ে হাই স্কুলে ও প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া করছে ।[৩]

ঐতিহ্য

চাক মহিলাদের মধ্যে হাজার বছর ধরে একটি ঐতিহ্য রয়েছে । তা হলো চাক মহিলারা তাদের কানে বড় আকারের রৌপ্য নির্মিত কর্ণদুল 'নাতং' পরে থাকে। কখনও কখনও চাকদের বৃদ্ধা মহিলারা দুই ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত রৌপ্য কর্ণদুল পরে যা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে ব্যবহার করতে দেখা যায় না ।

৩। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ১৯৯০ । পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত। গিরিনির্ঝর, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৮। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

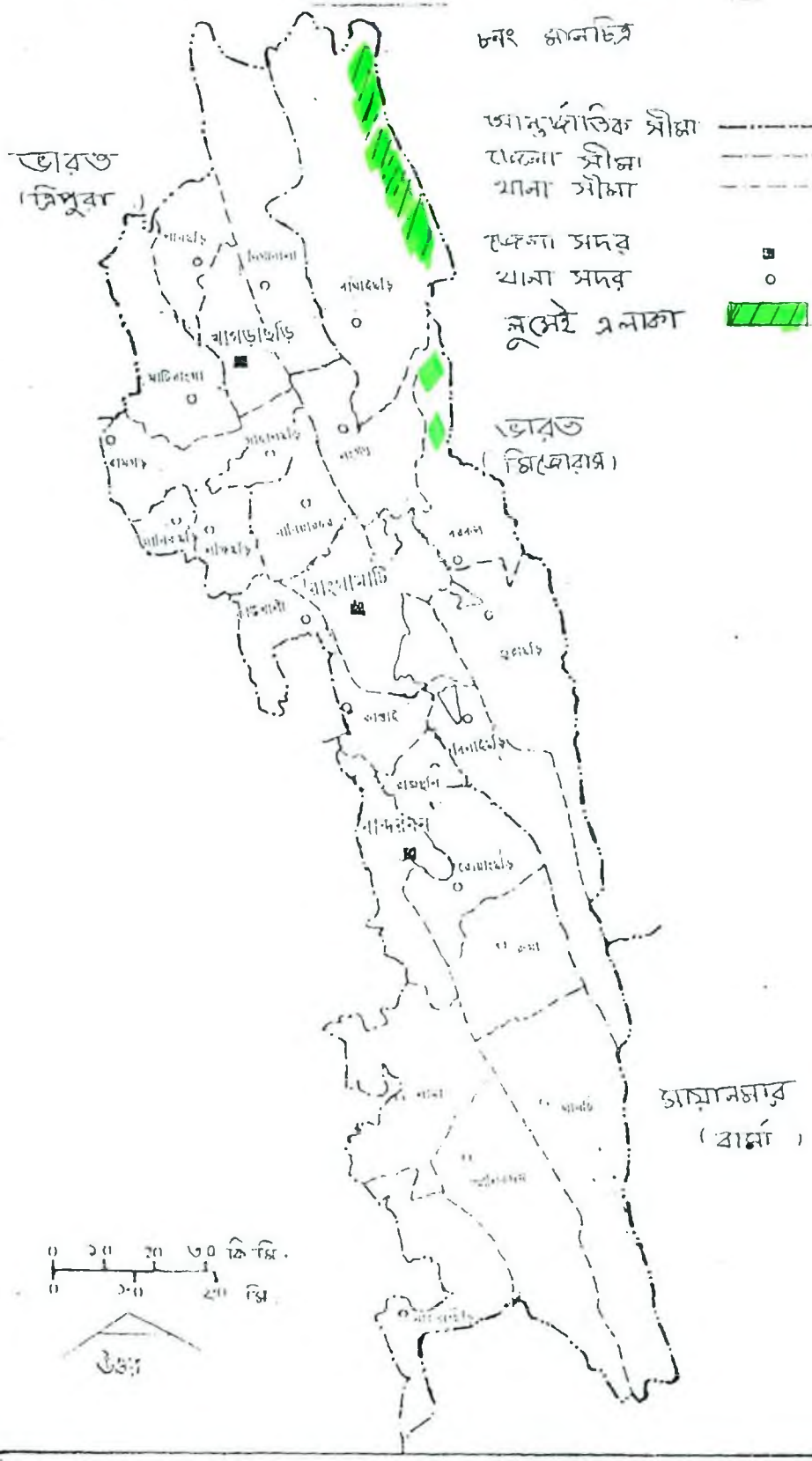

Dhaka University Institutional Repository

২নং ছবি একজন লুসেই কিশোরী

Dhaka University Institutional Repository

২.১১ লুসেই (Lushei)

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হলো লুসেই । তারা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পূর্ব দিকের সীমানুবর্তী বাঘাইছড়ি থানার উঁচু উঁচু পাহাড়গুলিতে বিশেষতঃ সাজেক এলাকায় বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা হলো ৬৬২ জন । কিন্তু পার্শ্ববর্তী ভারতের মিজোরাম রাজ্যে তারাই হলো প্রধান জনগোষ্ঠী । লুসেইদের মধ্যে বেশ কিছু দল রয়েছে । কয়েকটি বংশ মিলে এক একটি দল গঠিত । অতীতে লুসেইদের মধ্যে Thang-ura নামে একজন নেতা ছিলেন । The Lushei Kuki Clans (1912) গ্রন্থের লেখক Colonel J. Shakespear-এর মতে লুসেই নেতা Thang-ura সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে রাজত্ব করতেন।[১] তাঁর থেকে ৬টি বংশের সূত্রপাত হয় । এদের মধ্যে সাইলো বংশের লোকেরা নানা দিক দিয়ে তাদের সমাজকে বহুকাল ধরে নেতৃত্ব দান করেছে। Thang-ura বংশের Rivung দলের লোকেরা Vanhuai Thanga-এর নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে আসে ।[২] আবার Thang-ura বংশের Thangluah রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল পর্যন্ত উপস্থিত হয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন । ১৮৬০ খ্রীঃ থেকে লুসেইরা দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে । তারা তাদের চারি পাশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা ও লুটতরাজ চালাতে শুরু করে এবং তা ১৮৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত চলতে থাকে । তাদের উৎপাতের ফলে ইংরেজরা ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠায় যা ইতিহাসে লুসাই অভিযান নামে খ্যাত হয়ে আছে ।

পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো

লুসেরাই পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক । তাদের সমাজে পিতার সূত্র ধরেই তাদের বংশ পরিচয় নির্ণিত হয়ে থাকে । তারা তাদের নেতাকে 'লাল' বলে । অতীতে 'লাল' তাদেরকে প্রশাসনিক ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় নেতৃত্ব দিতেন ।

১। Col. J. Shakespear 1912. The Lushei Kuki Clans, London: McMillan Company. (Reprint, Delhi: Cultural Printing House, 1973).

২। Col. J. Shakespear: Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম ও বসতিস্থান

অতীতে লুসেইরা নদী থেকে দূরে উঁচু উঁচু পর্বতের উপর তাদের গ্রামগুলি নির্মাণ করতো। তারা শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে গ্রামকে রক্ষার জন্য গ্রামের চারিপাশে বেষ্টনী তৈরী করতো এবং সম্ভাব্য আক্রমণকারী শত্রুর উপর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাহাড়ের উপর সুবিধাজনক স্থানে পাথরের স্তূপ জমা রাখতো। এ ছাড়া রাত্রেও শত্রুরা যাতে আক্রমণ করতে না পারে এই জন্য তারা গ্রামের পথগুলিতে কাঁটা ছড়িয়ে রাখতো। আর গ্রাম আক্রান্ত হলে যাতে প্রতিরোধ করা যায় তার জন্য গ্রামের সকল যুবকেরা একত্রে একটি বিরাট আকারের মাচাং ঘরে থাকতো। উল্লেখ্য যে লুসেইরাও মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার উপর প্লাটফর্ম তৈরী করে তার উপর বাড়ীঘর তৈরী করে।

জুম চাষ ও অন্যান্য পেশা

পার্বত্য চট্টগ্রামে লুসেইদের প্রধান পেশা হলো জুম চাষ। তারা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। জুম চাষ ছাড়া তারা অর্থকরী ফসল কমলা, আদা ইত্যাদিও চাষ করে এবং কমলার বাগান থেকে প্রতি বছর অনেক অর্থ উপার্জন করে। এ ছাড়া তাদের কেউ কেউ একটু আধটু ব্যবসাও করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসেইরা শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও পশ্চাৎপদ। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এখানে তাদের মধ্যে মাত্র ২ জন মাষ্টার ডিগ্রীধারী ও ২ জন গ্রাজুয়েট হতে পেরেছে।[৩]

উৎসব

অতীতে লুসেইদের মধ্যে একটি প্রধান উৎসব ছিল 'খোয়াংচোই' উৎসব। কিন্তু এখন তারা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে অতীতের রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানগুলি লোপ পাচ্ছে।

ঐতিহ্য

অতীতে লুসেই সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য রীতি ছিল। তা হলো বিজাতীয় লোকদের নরমুন্ড শিকার করা। এই জন্য তাদেরকে অন্যান্য লোকেরা খুব ভয় করতো। এটি ছাড়া লুসেইদের মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য হলো তাদের প্রদর্শিত বাঁশনৃত্য। এটি একটি চমৎকার নৃত্য। এতে যুবকেরা জোড়ায় জোড়ায় বাঁশ বাজায় এবং এগুলির ফাঁকে ফাঁকে লুসেই যুবতীরা পা ফেলে চমৎকারভাবে নৃত্য পরিবেশন করে।

৩। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ১৯৯০) পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত। গিরিনির্ঝর, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৮। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

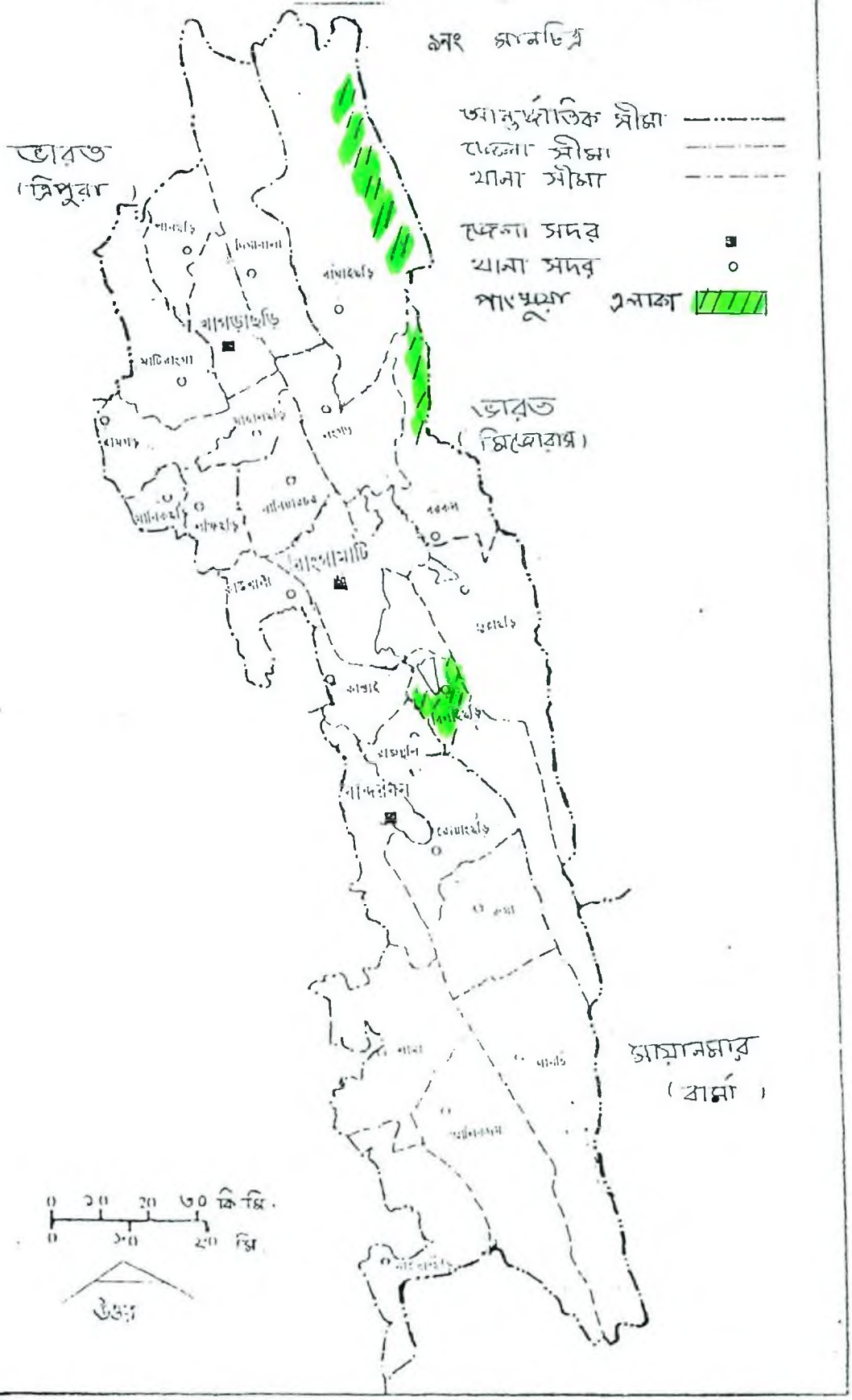

Dhaka University Institutional Repository

দুজন প্যাংখুয়া মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

২.১২ পাংখুয়া (Pangkhua)

পাংখুয়ারা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পূর্বাংশে সীমানুবর্তী জুরাছড়ি, বিলাই ছড়ি, বাঘাই ছড়ি এবং বরকল থানায় বাস করে। বাঘাইছড়ি থানায় নিউলংকর ও ওলডলংকর নামে পাংখুয়াদের দু'টি বড় গ্রাম আছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা হলো ৩,২২৭ জন। মিজোরামেও কিছু সংখ্যক পাংখুয়া বাস করে। তাদের ধারণা হলো এই যে, অতীতে তারা লুসেই ছিল বা মিজোরামের 'পাংখুয়া' নামক কোন একটি গ্রাম থেকে এদিকে এসেছিল। তাদের ভাষায় 'পাং' অর্থ শিমুল ফুল এবং 'খুয়া' অর্থ গ্রাম। লুসেইদের সাথে পাংখুয়াদের নানা বিষয়ে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তারা তাদের নেতাকে লুসেইদের মত 'লাল' বলে ও তাদের মত একই ডিজাইনের মাচাংঘর তৈরী করে। উল্লেখ্য যে, পাংখুয়ারা অনেকে লুসেই ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। লুসেইরাই তাদের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণে প্রভাবিত করে। তারা লুসেইদের মত জুম চাষ ও কমলার বাগান করে জীবিকা নির্বাহ করে।

তাদের লেখার জন্য নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। তাই তারা লুসেইদের অনুকরণে চিঠি লেখার কাজে রোমান বর্ণের ব্যবহার করে এবং লুসেই ভাষায় নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র লিখে থাকে। এমনকি তাদের গ্রামের গীর্জাগুলিতেও লুসেই ভাষায় বাইবেল ও প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হয়। আর তাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো এখনো খ্রীষ্টান নিয়মেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

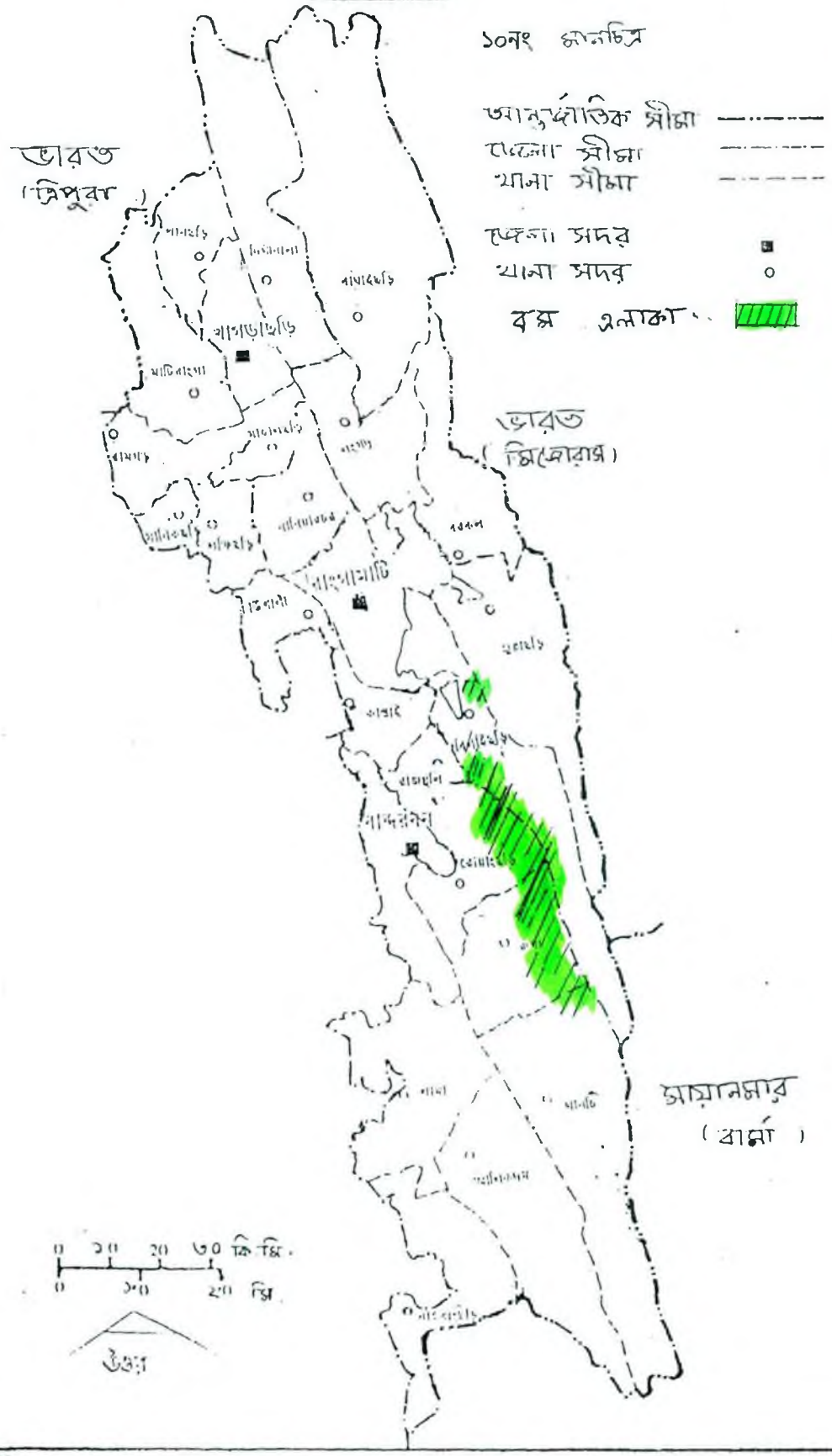

Dhaka University Institutional Repository

৯নং ছবি একজন বম যুবতী

Dhaka University Institutional Repository

২.১৩ বম (Bawm)

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী কুকি-চীন ভাষী পাঁচটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বমরাই সবচেয়ে সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। বমরা বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা থানায় ও তার আশে পাশে বাস করে। তাদের কিছু লোক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি থানায়ও বাস করে। ১৯৯১ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী এখানে বমদের জনসংখ্যা হলো ৬,১৭৮ জন। এখানকার কুকি-চীন ভাষা-ভাষী উপজাতীদের মধ্যে তারা তুলনামুলকভাবে কিছুটা অগ্রসর। বমরা নিজেদের 'লাই' বা 'লাইমি' বলে। যার অর্থ হলো মানুষ। পুর্বে অনেকে বম নামটিকে 'বোম' হিসেবেও লিখেছেন। তবে বর্তমানে 'বম' নামটিই অধিক লেখা হয়ে থাকে। 'বোম' শব্দটি এসেছে 'বোম-জাও' শব্দ থেকে।[১] যার অর্থ হলো সংযুক্ত জাতি। মুলতঃ 'পাংহয়' এবং 'শুনথ্লা' এই দু'টি জনগোষ্ঠীর মিলনে বম উপজাতিটি গঠিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বমরা কখন থেকে বসতি স্থাপন করেছে তা জানা যায় না। ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ সালে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন তখন রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এই উভয় পার্বত্য জেলাতেই বমরা বসবাস করছিল বলে তিনি লিখেছেন।[২] এ থেকে এই ধারনাই পাওয়া যায় যে, বমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অথবা তৎপুর্বে কোন এক সময় এতদঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে বমরা তাদের নেতা Liankung এর নেতৃত্বে আরাকানের কোলাদন নদীর উপত্যকায় Hleng Kreing নামক একজন খুমি সর্দারের গ্রামে হামলা চালায় যাতে কয়েক জন লোক নিহত হয় ও শিশুসহ ৩৮ জন স্ত্রীলোকও বন্দী হয়।[৩] তখন আরাকানের স্থানীয় ব্যাটালিয়নকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠানো হলে তারা সেখান থেকে পালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে Liankung আরাকানের এসিস্টেন্ট কমিশনার A.P. Phayre এর সাথে দেখা করেন। তিনি খুমি সর্দারের একটি কন্যাসহ ৩৩ জন স্ত্রীলোককে আরাকানে ফেরত পাঠান। তৎপুর্বে Sendu উপজাতীয়দের কাছে ৩ জন স্ত্রীলোককে বিক্রি করা হয় এবং ঐ হামলার সময় দুইজন নিহত হয়। ঐ ঘটনার পর থেকে বমরা বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছে।

১। লালনাগ বোম ১৯৮১। উপজাতি পরিচিতি : বোম। অঙ্কুর ১ম সংখ্যা। রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরী, রাঙ্গামাটি।

২। William Van Schendel (ed.) 1992: Francis Buchanon in South-East Bengal (1798), Dhaka: University Press Ltd.

৩। A.P. Phayre 1841: Account of Arakan. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.X, No.117, Calcutta.

Dhaka University Institutional Repository

দল-উপদল

বমরা প্রধানতঃ দু'টি দলে বিভক্ত । এগুলি হলো - (১) পাংহয় ও (২) সুনথলা । এই দু'টি দল আবার কতগুলি উপ-দলে বিভক্ত । যেমন পাংহয় দলের উপদল হলো - সাইলুক, ইচিয়া, লেংতং ইত্যাদি । আবার বমদের সুনথলা দলের উপদল হলো - চীনজাও, লমছেও, বয়তুং ইত্যাদি । বমরা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক । পিতার সূত্র ধরেই সমাজে তাদের দল ও উপদলগত পরিচয় নির্ধারিত হয়ে থাকে ।

গ্রাম ও বাসগৃহ

বমরা নদী থেকে দূরে উঁচু উঁচু পাহাড়গুলির উপর তাদের গ্রামগুলি নির্মাণ করে । অতীতে তারাও লুসেইদের মত শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের গ্রামগুলি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতো । বমরা এখানকার অন্যান্য উপজাতীয়দের মত মাটিতে খুঁটি পুঁতে প্লাটফর্ম তৈরী করে তার উপর বাড়ীঘর তৈরী করে ।

জুম চাষ ও অন্যান্য পেশা

বমরা কৃষিজীবি । তারা জুমচাষ ও ফলের বাগান করে জীবিকা নির্বাহ করে । বমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ । ১৯৯০ সাল পর্যন্ত যদিও তাদের মধ্যে মাত্র ১ জন গ্রাজুয়েট হতে পেরেছে ।[৪] তবে বর্তমানে তাদের অনেক ছেলেমেয়ে প্রাইমারী ও হাইস্কুলগুলিতে লেখাপড়া শিখছে ।

৪। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ১৯৯০ । "পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত"। গিরিনির্ঝর। ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৮। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

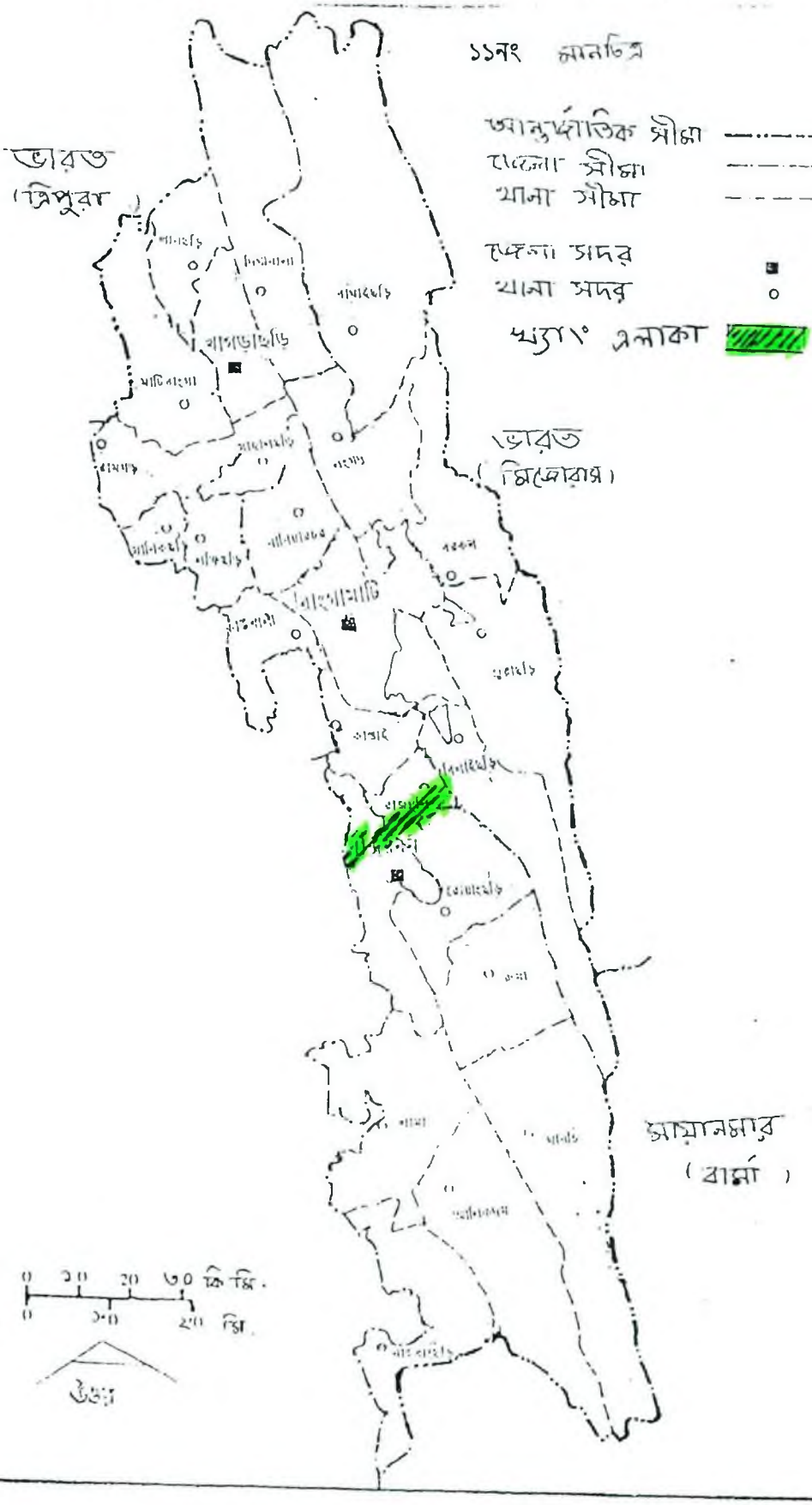

Dhaka University Institutional Repository

১০নং ঘাটি ক্রিমজন খ্যাং কিশোরী

Dhaka University Institutional Repository

২.১৪ খ্যাং (Khyang)

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হলো খ্যাং। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী থানাতে এবং চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান মিশন হাসপাতালের কাছে বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা ১,১৫৪ জন। খ্যাংরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মায়ও বাস করে। ইংরেজরা খ্যাংদের নাম প্রায় সময়ই Chin হিসেবে লিখেছেন। খ্যাংদের জনসংখ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে কম হলেও বার্মায় তাদের অনেক লোক রয়েছে। এ কারণেই তাদের নামকে প্রাধান্য দিয়ে তোট-বর্মী ভাষা পরিবারের একটি দলেরই নামকরণ করা হয়েছে কুকি-চীন দল। উল্লেখ্য যে, খ্যাংরা নিজেদের 'শো' বা 'শু' বলে। তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু জানা যায়নি। খ্যাংদের পশ্চিম দিকে আসার ব্যাপারে যে জনশ্রুতি তাদের মাঝে প্রচলিত আছে তা হলো - কোন এক সময় কোন এক রাজা যুদ্ধের সময় বার্মা থেকে এদিকে এসে তাঁর ছোট রাণীকে অনুসন্ধা অবস্থায় ফেলে দেশে ফিরে যান। তখন ছোট রাণীর সাথে আগত লোকেরা এই এলাকায় থেকে যায়। তারাই হলো এখানকার খ্যাংদের পূর্ব পুরুষ।[১]

গোত্র, টোটেমিক বৈশিষ্ট্য ও পারিবারিক কাঠামো

খ্যাংদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র রয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর নামে এই সব গোত্রের নাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে একমাত্র খ্যাংদের গোত্রগুলির নামগুলির টোটেমিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে তাদের গোত্রগুলির নাম হলো - (১) মিনচ সং (বিড়াল গোত্র, (২) য়ুংচ সং (বানর গোত্র), (৩) ইউ সং (ইঁদুর গোত্র) ইত্যাদি। খ্যাংরা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। তাদের পরিবারে পিতার স্থানই হলো সর্বোচ্চ। মূলতঃ পিতার সূত্র ধরেই তাদের গোত্র পরিচয় নির্ণিত হয়ে থাকে।

১। প্রদীপ চৌধুরী ১৯৮৩। খিয়াং উপজাতি, গিরিনির্ঝর ৩য় সংখ্যা। রাঙ্গামাটি : উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম ও বাসগৃহ

সাধারণতঃ খ্যাংরা নদী থেকে দূরে পাহাড়ের উপর তাদের গ্রামগুলি নির্মাণ করে । তারা এখানকার অন্যান্য উপজাতীয়দের মত গাছ ও বাঁশ দিয়ে মাচাংঘর তৈরী করে ।

খ্যাংদের প্রধান পেশাই হলো জুমচাষ । শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা অনগ্রসর । বর্তমানে তাদের ছেলেমেয়ে কলেজেও লেখাপড়া করছে । কয়েক জন খ্যাং চন্দ্রঘোনা খ্রীস্টিয়ান মিশনারী হাসপাতালে নার্স ও অন্যান্য ছোট খাটো চাকুরী পেয়েছে ।

ঐতিহ্য

অতীতে বার্মার খ্যাংদের মধ্যে একটি ঐতিহ্য ছিল তাদের কন্যা শিশু ও রমণীদের মুখে উল্কি এঁকে তাদের সৌন্দর্য কমানো, যাতে তাদের অত্যধিক সৌন্দর্যের কারণে বর্মীরা তাদের বলপূর্বক ধরে নিয়ে না যায় । উল্লেখ্য যে, খ্যাং রমণীদের সুন্দরী হিসেবে খ্যাতি রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

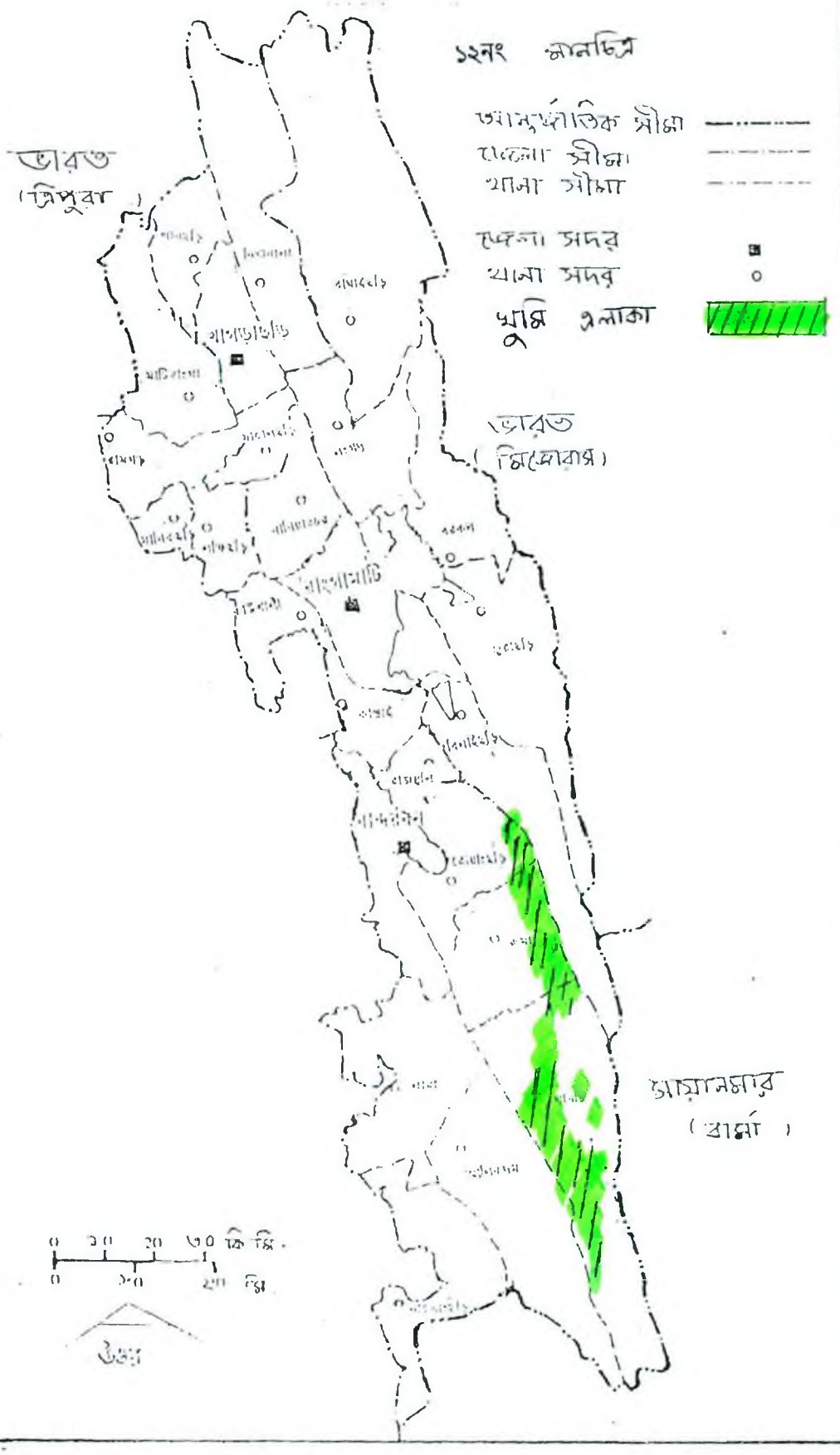

Dhaka University Institutional Repository

১১নং ছবি দুজন খুমি যুবক - মুক্তা

Dhaka University Institutional Repository

২.১৫ খুমি (Khumi)

পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হলো খুমিরা। তারা বান্দরবান পার্বত্য জেলায় থানচি থানায় ও তার আশে পাশে বাস করে। তাদের জনসংখ্যা ১৯৯১ সালে হলো ১,২৪১ জন। আরাকানেও খুমিদের বহু লোক রয়েছে। B.H. Hodson ১৮৫৩ সালে একটি লেখায় ঐ সময় আরাকানে খুমিদের জনসংখ্যা ৪,১২৯ জন ছিল বলে লিখেছেন।[১] আরাকানে খুমিদের দু'টি দল রয়েছে। একদল নিজেদের 'কামি' বা 'কিমি' এবং অন্যদল নিজেদের 'কুমি' বলে পরিচয় দেয়।[২]

ইংরেজদের লেখা থেকে জানা যায় যে, পূর্বে আরাকানে মোদের সাথে খুমিরা একটি প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর তারা সেখানে একটি এলাকা থেকে মোদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের এলাকা দখল করে।[৩] কিন্তু পরে তারা নিজেরাই খ্যাংদের চাপে পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরে আসে এবং এখানে বসতি স্থাপন করে।[৪]

খুমিরা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক এবং অতীতে দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা নদী থেকে দূরে উঁচু পাহাড়ের উপর তাদের গ্রামগুলি নির্মাণ করে। তারা এখানকার অন্যান্য উপজাতিদের মত গাছ ও বাঁশ দিয়ে মাচাংঘর তৈরী করে। তারা জুম চাষ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে খুমিরা পশ্চাৎপদ। তাদের ছেলেমেয়েরা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

১। B.H. Hodson 1853; On the Indo-Chinese Borderers and their connection with Himalayas and Tibetans. Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. XIV, Calcutta.

২। B.H. Hodson; Ibid.

৩। T.H. Lewin 1869; The Hill Tracts of Chittagong the dwellers therein. Calcutta; Bengal Printing Company.

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর বাকসংকেত

৩.১ চাকমা উপভাষা

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এই দুইটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় লোকদের যোগাযোগের ব্যাপারেপ্রধান মাধ্যম হলো চাকমাদের ভাষা। বান্দরবান পার্বত্য জেলায়ও চাকমা-ভাষী লোক রয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে চাকমাদের ভাষার কথা এসে পড়ে। এ পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে চাকমাদের ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চাকমা শব্দগুলির নীচে সরাসরি এগুলির বাংলা প্রতিশব্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রথমে চাকমাদের বিভিন্ন মৌখিক স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করা গেল।

১. চাকমা স্বরধ্বনি: চাকমাতে ৭টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। এই স্বরধ্বনিগুলোর তালিকা নিম্নে এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড়সহ প্রদান করা হলো।

১.ক স্বরধ্বনি তালিকা:

	সম্মুখ্য	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চমধ্য	i		u
মধ্য	e		o
নিম্নউচ্চ	ɛ		ɔ
নিম্ন		a	

১.খ স্বরধ্বনি নিয়ে গঠিত ন্যূনতম জোড় শব্দ:

	আদিতে		মধ্যে		অন্ত্যে	
i/e	iç̄	(ঈশা)	git	(গীত)	xɔli	(কুঁড়ি)
	eç̄	(আসিস)	get	(গ্রন্থি)	xɔle	(কহিলে)
e/ɛ	en	(আইন)	pek	(পাখী)		
	ɛn	(এমন)	pɛk	(প্যাক)		
ɛ/a	ɛga	(একা)	nɛk	(স্বামী)	lɛghɛ	(লেখে)
	aga	(আগা)	nak	(নাক)	lɛgha	(লেখা)
a/ɔ	aza	(জড়িয়ে ধরা)	phal	(লাফ)	ma	(মা)
	ɔza	(ঢেঁকির মুগর)	phɔl	(শস্য)	mɔ	(আমার, মোর)
ɔ/o			mɔn	(মন)	lɔ	(লও)
			mon	(পর্বত)	lo	(লোহু, রক্ত)

Dhaka University Institutional Repository

o/u	ol	(দিক ভানু)	pol	(পড়ল)	
	ul	(উল, ব্যাঙের ছাতা)	pul	(পুল , সাঁকো)	
u/i	uda	(যোঁজ)	cul	(চুল)	xuzu (কচু)
	ida	(চিল)	cil	(চিল)	xuzi (কচি)

১.গ প্রসুরঃ চাকমাতে শ্বাসাঘাত (stress) একটি ধ্বনিমূলীয় উপাদান । সুরধ্বনিগুলোর সাথে শ্বাসাঘাত যুক্ত হলে অর্থের পরিবর্তন ঘটে । নিম্নে শ্বাসাঘাতহীন এবং শ্বাসাঘাত যুক্ত শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা হলো ।

	- শ্বাসাঘাত		+ শ্বাসাঘাত		অবস্থান
i/i´	iç	(ঈশা	i´ç	(সেচন করা)	আদিতে
e/e´	el	(ছিল)	e´l	(সবুজ)	আদিতে
ɛ/ɛ´	ɛdɛ	(এসো)	ɛ´dɛ	(নদীর নিম্নাংশ)	আদিতে
a/a´	aɔ	(মন্ত্রের নকশা)	a´ɔ	(জ্বলা)	আদিতে
	aç	(আঁশ)	a´ç	(হাসো)	আদিতে
	ar	(আর)	a´r	(হাড়)	আদিতে
	at	(এঁটে যাওয়া)	a´t	(হাটো)	আদিতে
	xana	(কানা, ছিদ্র)	xana´	(কাঁধ)	অন্যে
	xala	(কালো)	xala´	(কালা, বধির)	অন্যে
ɔ/ɔ´	ɔla	(চুলা থেকে নামানো)	ɔ´la	(হুলো ɔ´labilei=হুলোবিড়াল)	আদিতে
	mɔ	(আমার)	mɔ´	(থমকে যাওয়ার অবস্থা)	অন্যে
	nɔ	(নৌকা, না বর্তমান কালে নঞার্থে ব্যবহৃত)	nɔ´	(অতীত কালে নঞার্থে ব্যবহৃত)	অন্যে
u/u´	ul	(উল, ব্যাঙের ছাতা)	u´l	(পাছার উচুঁ স্থান)	আদিতে
	uç	(সিদ্ধ করা)	u´ç	(হুঁশ)	আদিতে
	ur	(গায়ে দেওয়া)	u´r	(পা দিয়ে মাড়াও)	আদিতে

Dhaka University Institutional Repository

১.ঘ । **অনুনাসিক স্বরধ্বনিঃ** আমরা চাকমাতে ৪টি অনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার পেয়েছি । নিম্নে এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল ।

ĩ : ĩ (হ্যাঁ) ĩ hik (না)

ẽ : ẽ he (না)

ã : ãre (হায়)

ũ : ũ (হুঁ)

২। চাকমা ব্যঞ্জন ধ্বনি : চাকমাতে ২৬টি ব্যঞ্জন ধ্বনি পাওয়া যায় । এই ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর তালিকা নিম্নে এদের নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড় সহ প্রদান করা হলো ।

২.ক । চাকমা ব্যঞ্জন ধ্বনি : ২৬

উচ্চারণ	ওষ্ঠ্য		দন্তমূলীয়		তালব্য		জিহ্বামূলীয়		কণ্ঠনালীয়	
স্থান	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ
স্পৃষ্ট	p	b	t	d			k	g		
মহাপ্রাণিত	ph	bh	th	dh			kh	gh		
উষ্ম			s	z zh	c ch		x		h	
নাসিক্য		m		n				ŋ		
পার্শ্বিক				l						
কম্পনজাত				r						
আনুঃ		w						y		

Dhaka University Institutional Repository

২.খ। ব্যঞ্জনধ্বনির ন্যূনতম জোড় :

		আদিতে		মধ্যে		অন্ত্যে	
p/b	:	paç	(পাঁচ)	×		×	
		baç	(বাঁশ, গন্ধ)				
p/ph	:	pal	(পাল, পালন করা)	×		×	
		phal	(লাফ)				
p/t	:	par	(পাড়)	×		map	(মাপ)
		tar	(তার)			mat	(বলো)
b/bh	:	bur	(ডুব)	×		×	
		bhur	(ভেলা)				
ph/bh	:	phul	(ফুল)	×		×	
		bhul	(বোকা)				
t/d	:	tar	(তার)	×		×	
		dar	(দাঁড়)				
t/th	:	tal	(তাল)	×		×	
		thal	(থালা)				
t/k	:	×		×		dat	(দাঁত)
		×		×		dak	(ডাকো)
d/dh	:	dan	(দান)	mada	(বলাও)	×	
		dhan	(ধান)	madha	(মাথা)		
th/dh	:	thɛɔ	(ঠ্যাং, পা)	×		×	
		dhɛɔ	(দুষ্ট)				
th/dh	:	khizha	(উপাধি বিশেষ)	×		×	
		pizha	(পীসা, ফুকা)				

Dhaka University Institutional Repository

		আদিতে		মধ্যে		অন্ত্যে	
g/gh	:	gac̦	(গাছ)	laga	(লাগাও)		
		ghac̦	(ঘাস)	lagha	(পাতলা)	x	
c̦/c̦h	:	c̦aŋ	(মাচান, দেখি, দেউলিয়া)	x			
		c̦haŋ	(ক্যাংগাস)				
c̦/s	:	c̦at	(এক প্রকার শামুক)	x		x	
		sat	(সাত)				
c̦/t	:	c̦ara	(চারা)	x		mac̦	(মাছ)
		tara	(সবজি জাতীয় উদ্ভিদ)			mat	(বলো)
z/zh	:	zal	(জাল, জ্বালো)	aza	(জড়িয়ে ধরা)		
		zhal	(ঝাল)	azha	(আশা)	x	
x/h	:	xul	(কূল)	x			
		hul	(খুলি বৃক্ষের সুরঙ্গ)				
m/n	:	mɔ	(আমার)	xama	(খাড়া স্থান)	tam	(কাজুবাদাম)
		nɔ	(নৌকা, না)	xana	(কানা, অন্ধ)	tan	(টান)
m/ŋ	:	x		lama	(নামা, কবিতার পরিচ্ছেদ)	lam	(নামো)
				laŋa	(সুতা কুন্ডলী করার যন্ত্র বিশেষ)	laŋ	(উপপতি)
l/r	:	lɔŋ	(লই, লং)	xula	(কুলা)	mal	(মাল)
		rɔŋ	(রঙ)	xura	(মোরগ/মুরগী)	mar	(মারো)
w/y	:	waŋ	(এক জাতীয় পাখী)	x		x	
		yaŋ	(ঝিল্লির ধ্বনি)				

Dhaka University Institutional Repository

২.গ। শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান : চাকমাতে একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের আদিতে /p/, /ph/, /b/, /bh/, /t/, /th/, /d/, /dh/, /k/, /kh/, /g/, /gh/, /c̦/, /c̦h/, /s/, /z/, /zh/, /x/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/ এবং /y/ ধ্বনি পাওয়া যায়। /k/ এবং /ŋ/ ধ্বনি শব্দের আদিতে পাওয়া যায় না। তবে /ŋ/ ধ্বনি শব্দের মধ্যে এবং শেষে পাওয়া যায়। চাকমাতে /b/, /bh/, /d/, /dh/, /g/, /gh/, /z/, /zh/, /m/, /n/, /l/, /r/, /w/ এবং /y/ এ সকল ঘোষধ্বনি-গুলো স্বরান্ত অবস্থায় শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে হলান্ত অবস্থায় /m/, /n/, /l/ এবং /r/ ধ্বনি শব্দের শেষেও পাওয়া যায়। অঘোষ ধ্বনিগুলোর মধ্যে হলান্ত অবস্থায় শব্দের শেষে /p/, /t/, এবং /c/ ধ্বনি পাওয়া যায়। চাকমা ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো।

		আদিতে		মধ্যে		অন্ত্যে	
/p/	:	pɔŋ	(নৌকার ছই)	×		xap	(কাটা)
/ph/	:	phor	(পালক)	×		×	
/b/	:	bɛl	(সূর্য)	xɔbɑ	(কাক)	×	
/bh/	:	bhoc̦	(ভাবী)	ibha	(ইহা)	×	
/t/	:	ton	(তরকারী, টিন)	×		ut	(ওষ্ঠ, উঠো)
/th/	:	thum	(শেষ, সমাপ্ত)	×		×	
/d/	:	dur	(কচ্ছপ)	pada	(পাতা)	×	
/dh/	:	dhar	(ধারাল)	madha	(মাথা)	×	
/k/	:	×		×		buk	(বুক)

Dhaka University Institutional Repository

	আদিতে	মধ্যে	অন্ত্যে
/kh/ :	khizha (উপাধি বিশেষ	dekkhye (দেখেছে)	×
/g/ :	gɔzha (দল)	caga (চ্যাপ্টা)	×
/gh/ :	ghɔr (ঘর, বাড়ী)	thagha (বৌদ্ধ মন্দিরের তদারক)	×
/c/ :	cit (যকৃৎ)	×	gac (গাছ)
/ch/ :	chɔra (ছোট নদী)	×	×
/s/ :	sɔŋ (সমান)	×	×
/z/ :	zum (জুম)	maza (মাচান, মাজাঘষা করা)	×
/zh/ :	zhar (বন, জঙ্গল)	bizhu (চৈত্র সংক্রান্তির সময়কার উৎসব)	×
/x/ :	xɔ (ঘুঘু)	×	×
/h/ :	het (খাট)	burɯ (বুড়ো, বৃদ্ধা)	×
/m/ :	mura (পাহাড়)	sama (ছায়া)	xum (কলসী)
/n/ :	nua (নতুন)	zana (যাওয়া)	pan (পান)
/ŋ/ :	×	saŋu (সিঁড়ি)	naŋ (নাম)
/l/ :	lura (মশাল)	pila (পাতিল)	zhul (ঝোল)
/r/ :	raza (রাজা)	para (পারা, পাড়া)	xar (কার)
/w/ :	wai (পাখী তাড়ানোর শব্দ)	×	×
/y/ :	yo (ওহে, ওগো)	byɔŋ (তাঁতে বুননের জন্য যন্ত্র বিশেষ)	ɔy (হয়, যেলে) ɔy (হ্যাঁ)

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ তঞ্চঙ্গ্যা উপ-উপভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান এই দুইটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী, রোয়াংছড়ি, রুমা, আলিকদম ইত্যাদি থানায় তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতীয়দের মধ্যে এই উপ-উপ ভাষাটি প্রচলিত রয়েছে। মূলতঃ তঞ্চঙ্গ্যা উপ-উপভাষাটি চাকমা উপভাষারই একটি উপ-উপভাষা (Sub dialect) নিম্নে তঞ্চঙ্গ্যা উপভাষার স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি প্রদান করা গেল।

১। **তঞ্চঙ্গ্যা স্বরধ্বনিঃ** তঞ্চঙ্গ্যা উপ-উপভাষাটির ৭টি স্বরধ্বনি রয়েছে। এগুলো হলো- /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, /o/ এবং /u/. নিম্নে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

	মধ্যে		পশ্চাৎ
উচ্চ মধ্য	i		u
মধ্য	e		o
নিম্নউচ্চ	ɛ		ɔ
নিম্ন		a	

১.ক। **স্বরধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ**

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
i/ɛ	×		pit	(পিঠ)	×	
	×		pɛt	(পেট)	×	
e/a	te	(সে)	bei	(দিদি)	×	
	ta	(তার)	bai	(বন্ধু, সংগী)	×	
ɛ/a	×		mɛk	(মেঘ)	mɛ	(আমাকে)
	×		mak	(কক্ষ)	ma	(মা)
a/ɔ	×		nak	(নাক)	na	(না)
	×		nɔk	(নখ)	nɔ	(নৌকা, নয়)
o/u	×		moi	(মাসী)	×	
	×		mui	(আমি)	×	
u/a	×		puni	(চিরুনী)	×	
	×		pani	(পানি)	×	

Dhaka University Institutional Repository

২। তুণ্ডুরঙীয়া ব্যঞ্জনধ্বনি : তুণ্ডুরঙ্গ্যাতে ২৫টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো- /p/, /ph/, /b/, /bh/, /t/, /th/, /d/, /dh/, /k/, /kh/, /g/, /gh/, /ç/, /çh/, /s/, /z/, /zh/, /x/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/ এবং /y/.

২.ক। তুণ্ডুরঙীয়া ব্যঞ্জনধ্বনিঃ ২৫

উচ্চারণ স্থান	ওষ্ঠ্য		দন্তমূলীয়		তালব্য		জিহ্বামূলীয়		কণ্ঠনালীয়	
	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ
স্পৃষ্ট	p	b	t	d			k	g		
মহাপ্রাণিত	ph	bh	th	dh			kh	gh		
উষ্ম			s	z zh	c çh		x		h	
নাসিক্য		m		n				ŋ		
পার্শ্বিক				l						
কম্পনজাত				r						
আনুঃ								y		

২.খ। ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	অন্ত্যে
p/b	puk	(পোকা)	x	x
	buk	(বুক)	x	x
p/ph	pa:	(চুলি)	x	x
	pha:	(কোমর)	x	x
b/t	bɛ l	(সূর্য)	x	x
	tɛ l	(তেল, চর্বি)	x	x
bh/ch	bhai	(ভাই)	x	x
	çhai	(ছাই)	x	x
t/m	tui	(তুই, তুমি)	x	x
	mui	(আমি)	x	x

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের আদিতে		শব্দের অন্যে
th/z	thum	(শেষ)	×		×
	zum	(জুম)	×		×
d/dh	dan	(ডান)	×		×
	dhan	(ধান)	×		×
k/d	kak	(বিঘত)	×		×
	dak	(দাগ)	×		×
kh/s	khil	(কীর)	×		×
	sil	(শিলা)	×		×
g/gh	×		agɛ	(আগে)	×
	×		aghɛ	(আছে)	×
c/s	çan	(চাঁদ)	×		×
	san	(মতন, রকম)	×		×
ch/p	çhara	(স্রোতস্বিনী)	×		×
	para	(পড়া)	×		×
s/r	saŋa	(বিবাহ)	×		×
	raŋa	(রাঙাঁ, লাল)	×		×
s/z	siru	(সেথা)	×		×
	ziru	(জ্যেঠা)	×		×
zh/t	zhar	(বন, ঝাড়)	×		×
	tar	(তার, তাহার)	×		×
x/c	xul	(কুল)	×		×
	cul	(চুল)	×		×
m/n	mɛk	(মেঘ)	×		gum (ঝিনুক)
	nɛk	(স্বামী	×		gun (গণনা করা)
ŋ/l					gaŋ (নদী)
					gal (কপোল)

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
l/r	lɔŋ	(নই)	×		bɔl	(বল)
	rɔŋ	(রঙ)	×		bɔr	(বড়)
r/p	rait	(রাত্রি)	×		×	
	pait	(পাখী)	×		×	
y/m	ya	(মাংস)	×		×	
	ma	(মা)	×		×	

শব্দে ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থানঃ

/p/	pɔt	(পাত্র)	×		dup	(সাদা)
/ph/	pha	(কোমর)	×		×	
/b/	boin	(বোন)	xaba	(কাটা)	×	
			xɔbal	(কপাল)		
/bh/	bhat	(ভাত)	dhabha	(দৌড়)	×	
/t/	tɛl	(তেল, চর্বি)	×		dut	(দুধ)
/th/	thɛŋ	(পা, ঠ্যাং)	×		×	
/d/	dɛba	(আকাশ, দেয়া)	badol	(ধনুক)	×	
/dh/	dhan	(ধান)	×		×	
/k/	kɔ	(ঘুঘু)	×		mok	(স্ত্রী)
/kh/	khɔrɔ	(টক)	ekkhɔn	(এতক্ষণ)	×	
/g/	gɔm	(ভাল)	bagɔl	(বাকল)	×	
/gh/	ghɔr	(ঘর, বাড়ী)	lɛgha	(লেখা)	×	
/x/	xɔla	(কলা)	axara	(আকাড়া)	×	

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/c/	cok	(চোখ)	bici	(বীচি, বীজ)	mac	(মাছ)
/ch/	chuli	(ছুরি)	icha	(চিংড়ি)	×	
/s/	saŋa	(বিবাহ)	pisa	(পীসা)	bas	(বাঁশ)
/z/	zum	(জুম)	azu	(দাদু, নানা)	×	
/zh/	zham	(লাফ)	ɔzhɔk	(ফুসফুস)	×	
/x/	xɔla	(কলা)	×		×	
/m/	ma	(মা)	zami	(চোয়াল)	aram	(গ্রাম)
/n/	nɔ	(নৌকা)	pani	(পানি)	mɔn	(মন)
/ŋ/	×		aŋul	(আঙুল)	siŋ	(শিং)
/r/	rait	(রাত্রি)	ara	(আদা)	tar	(তার)
/l/	lo	(রক্ত, লোহু)	mɛla	(মহিলা)	cul	(চুল)
/y/	ya	(মাংস)	yun	(এগুলো)	×	

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ মারমা উপভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মারমারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। তবে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে তাদের স্থান হলো প্রথম। প্রকৃতপক্ষে মারমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাতেই ছড়িয়ে রয়েছে। তাই এতদঞ্চলে মারমা উপভাষার গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে মারমা উপভাষার স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও তাদের নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা হলো।

মারমা স্বরধ্বনি : মারমাতে ৭টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। স্বরধ্বনিগুলোর তালিকা এবং এগুলো নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা হলো।

	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চ	i		u
উচ্চ মধ্য	e		o
নিম্নমধ্য	ɛ		ɔ
নিম্ন		a	

১.ক। স্বরধ্বনির ন্যূনতম জোড় শব্দ :

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
i/e	×	×	kri (পিতল)
	×	×	kre (নক্ষত্র)
i/ɛ	×	×	ari (চামড়া)
	×	×	arɛ (লম্বা)
i/o	×	×	agri (বড়)
	×	×	agro (শিং)
e/a	×	×	ce (দশ)
	×	×	ca (খাওয়া)
a/ɔ	×	×	akha (তিক্ত)
	×	×	akhɔ (ডাকা)
u/e	×	×	lu (মানুষ)
	×	×	le (জমি)
u/a	×	mui (সাপ)	tu (ভাগিনা)
	×	mai (রাগ)	ta (শুন্য)

Dhaka University Institutional Repository

১.খ। মারমা অনুনাসিক স্বরধ্বনিঃ মারমাতে আমরা ৬টি অনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার পেয়েছি। নিম্নে এদের নিয়ে গঠিত শব্দ উদাহরণ স্বরূপ প্রদান করা হলো -

ĩ	pĩai	(উড়া)	শব্দের মধ্যে
ê	thẽ	(উকুন)	শব্দের অন্ত্যে
ã	ãmuŋ	(কুঁড়ি)	শব্দের আদিতে
	thɔ̃ y	(বসো)	শব্দের মধ্যে
õ	chõi	(দোকান)	শব্দের মধ্যে
ũ	gũ	(ঝিনুক)	শব্দের অন্ত্যে

২। মারমা ব্যঞ্জন ধ্বনিঃ মারমাতে ২৫টি ব্যঞ্জন ধ্বনি পাওয়া যায়। নিম্নে মারমা ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর তালিকা এবং এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা হলো।

মারমা ব্যঞ্জন ধ্বনি : ২৫

	ওষ্ঠ্য		দন্তমূলীয়		মূর্ধণ্য		তালব্য দন্তমূলীয়		জিহ্বামূলীয়		কণ্ঠ্য	
	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ
স্পৃষ্ট	p	b	t	d	ṭ	ḍ			k	g	ʔ	
মহাপ্রাণিত	ph		th						kh			
ঘৃষ্ট							c ch	j				
উষ্ম			s	z							h	
নাসিক্য		m		n						ŋ		
কম্পনজাত				r								
পার্শ্বিক				l								
আনুঃ		w								y		

২.ক। ব্যঞ্জন ধ্বনির

মূল ধ্বনি	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
p/t	pa (গাল, কপোল)	x	x
	ta (শূন্য)	x	x
p/ŋ	poi (উৎসব)	x	x
	ŋoi (রশ্মি)	x	x

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
ph/kh	×	apha (বাবা)	×
	×	akha (তিক্ত)	×
b/l	be (বাম)	×	×
	le (জমি)	×	×
t/ṭ	tɔŋ (দক্ষিণ)	×	×
	ṭɔŋ (পাহাড়)	×	×
th/s	×	athak (উপর)	×
	×	asak (জীবন, বয়স)	×
d/ḍ	dãi (ঢাল)	×	×
	ḍai (ডাল)	×	×
k/kh	krɔ̃ (বিড়াল	×	×
	khrɔ̃ (মশা)	×	×
k/m	×	akrɔ (শুকনো)	×
	×	amrɔ (মূল, শিকড়)	×
k/ŋ	×	×	ik (থলি)
	×	×	iŋ (বাড়ি)
kh/g	×	akhri (পা)	×
	×	agri (বড়)	×
c/t	ce (ঢোল)	×	×
	te (বালি)	×	×

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
ch/z	chi	(তেল, চর্বি)	x		x	
	zi	(বাজার)	x		x	
ch/y	chã	(হাতি)	x		x	
	yã	(মাছি)	x		x	
m/n	maŋ	(রাজা, তুমি (পুং))	x		x	
	naŋ	(তুমি (স্ত্রী))	x		x	
s/ŋ	sa	(ছেলে)	x		x	
	ŋa	(আমি)	x		x	
s/l	x		ase	(বীর)	x	
	x		ale	(মধ্যে)	x	
					x	
h/ŋ	ha	(তরকারী	x			
	ŋa	(মাছ)	x		x	
ʔ/k	x		x		alaʔ	(হাঁটা, বেড়ানো)
	x		x		alak	(হাত)
r/l	x		ari	(চামড়া)	x	
	x		ali	(ওজন)	x	
					x	
w/y	wa	(বাঁশ)	x			
	ya	(জুম)	x		x	

Dhaka University Institutional Repository

২.ক। শব্দে ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থানঃ

	শব্দের আদিতে	মধ্যে	অন্ত্যে
/p/	pei (ফুল)	api (দেওয়া)	×
/ph/	pha (ব্যাঙ)	aphru (সাদা)	×
/b/	busi (লাউ)	×	×
/t/	toa (বন)	×	amɔit (অন্ধকার)
/th/	thi (ছাতা)	athak (উপর)	
/d/	duchay (হাঁটু)	meduŋ (লেজ)	×
/t/	tɔŋ (পাহাড়)	×	
/d/	dai (ডাল)	×	×
/k/	×	akrɔ (শুকনো)	mrɔk (উত্তর)
/kh/	khui (কুকুর)	akhri (পা)	×
/g/	gu (ঝিনুক)	agɔŋ (মাথা)	×
/s/	×	asi ([illegible])	×
/c/	cɔik (ছাগল)	aci (বীজ)	×
/ch/	chi (চর্বি)	achu (ফুরানো)	×
/m/	muŋ (পিঠা)	ame (দিদি)	×
/n/	no (দুধ)	aniŋ (লাল)	muin (আগুন)
/ŋ/	ŋa (মাছ)	aŋyo (সবুজ)	laŋ (স্বামী)
/s/	soi (সোনা)	asɛ (কনিষ্ঠ)	×
/z/	zi (বাজার)	×	×
/h/	hirɛ (আছে)	ahre (লম্বা)	×
/r/	roa (গ্রাম)	ari (মামী	×
/l/	li (বাতাস)	aloi (দাগ)	×
/w/	wa (বাঁশ)	awe (গোল)	×
/y/	yɔpha (শালা)	ayoi (মাসী)	×
/ʔ/	×	×	alaʔ (হাঁটা)

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ ত্রিপুরা ভাষা ককবরক

ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক। এটি সিনো-টিবেটান পরিবারের ভোট-বর্মী শাখার অনুর্গত। রাঙ্গামাটি শহরাঞ্চলে যে সকল ত্রিপুরা বাস করে তারা চাকমাদের সাথে দীর্ঘদিনের মেলামেশার ফলে চাকমাদের ভাষায় কথা বলে থাকে। তবে তাদের সংখ্যা বেশী নয়। এখনও অধিকাংশ ত্রিপুরা নিজেদের ভাষা 'ককবরক'- এ কথা বলে থাকে। ত্রিপুরা ভাষায় যে সকল স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ও এদের নিয়ে গঠিত শব্দ পেয়েছি সেগুলো একে একে নিম্নে বর্ণনা করা গেল।

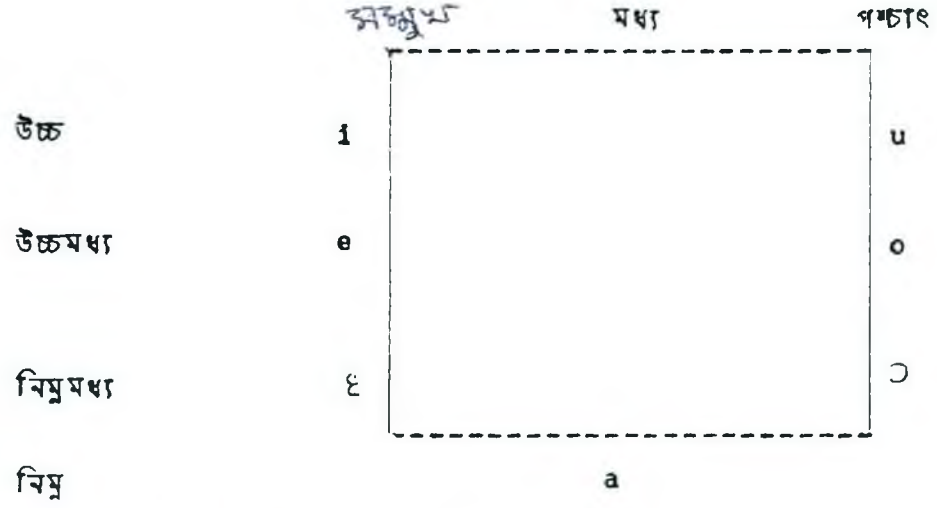

১.ক। স্বরধ্বনির ন্যূনতম জোড় শব্দঃ

স্বরধ্বনি	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে	
i/a	×	×	pi	(সাফ হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া)
	×	×		
	×	×	pa	(কাঁটা ফুটা)
i/ɔ	×	×	ri	(কাপড়)
			rɔ	(দেওয়া)
i/u	×	×	ki	(পরিশোধ করা)
	×	×	ku	(স্নান করা)

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
e/a	ei	(ঘোটা, নাড়া)	phei	(মাতাল হওয়া)	×	
	ai	(এমন)	phai	(আসা)	×	
ɛ/ɔ	×		thɛr	(চাঁছা)	cɛ	(যোঁজা, তদারক করা)
	×		thɔr	(সুদ্ধ হওয়া	cɔ	(ছিঁড়া)
a/ɔ	aɔ	(আমি)	taɔ	(করা, ঘর তৈরী করা)	×	
	ɔɔ	(হওয়া)	tɔɔ	(থাকা)	×	
a/u	al	(অবস্থান)	mai	(ধান)	da	(ঢুকানো)
	ul	(পিছনে)	mui	(তরকারি)	du	(কুলানো)
o/a	×		roɔ	(নৌকা)	×	
	×		raɔ	(টাকা)	×	

১.খ। **ত্রিপুরা অনুনাসিক স্বরধ্বনিঃ** ত্রিপুরা ভাষায় আমরা ৫ টি অনুনাসিক সরধ্বনির ব্যবহার পেয়েছি। নিম্নে এদের নিয়ে কয়েকটি শব্দ উদাহরণ স্বরূপ প্রদান করা হলো।

ĩ :	ĩ	(হাঁ)	শব্দের আদিতে
ẽ :	cẽi	(শুরু করা)	শব্দের মধ্যে
ɛ̃ :	ɛ̃hɛ	(না)	শব্দের আদিতে
ã :	thãɔ	(যাওয়া)	শব্দের মধ্যে
ũ :	pũ	(ছাগল)	শব্দের অন্ত্যে

Dhaka University Institutional Repository

২.খ। ত্রিপুরা ব্যঞ্জনধ্বনিঃ ত্রিপুরা ভাষায় ২১টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। নিম্নে ব্যঞ্জনধ্বনি-গুলোর তালিকা এবং এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা হলো।

ত্রিপুরা ব্যঞ্জন ধ্বনি : ২১

	ওষ্ঠ্য		দন্তমূলীয়		তালব্য		জিহ্বামূলীয়		কণ্ঠ্য	
	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ
স্পৃষ্ট	p	b	t	d			k	g		
মহাপ্রাণিত	ph		th				kh			
ঘৃষ্ট					c ch					
নাসিক্য		m		n				ŋ		
উষ্ম			s	z					h	
কম্পনজাত				r						
পার্শ্বিক				l						
আনুঃ		w						y		

২.ক। ব্যঞ্জনধ্বনির জোড় শব্দঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে
p/b:	pɔ	(উৎপন্ন হওয়া)	×		×
	bɔ	(বিছানো)	×		×
ph/t:	phɔn	(সহজে ছিঁড়ে নষ্ট হয় এমন)	×		×
	tɔn	(রাখা)	×		×
b/t:	boi	(নদীর বহে যাওয়া)	aboi	(দিদি)	×
	toi	(পানি)	atoi	(কাকা / মামা)	×
th/d:	thum	(কুড়ানো)	×		×
	dum	(বেষ্টন করা, ঢুঁ মারা)	×		×

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্যে	
k/kh:	koi	(রাগ করা)	×	×	
	khoi	(সহবাস করা)	×	×	
g/ph:	guj	(ঝিনুক)	×	×	
	phuj	(ঢাকা)	×	×	
c/s:	cɔ	(ছিঁড়া)	×	×	
	sɔ	(টানা)	×	×	
ch/t:	chɔn	(শন)	×	×	
	tɔn	(রাখা)	×	×	
m/b:	mu	(অঙ্গারে সিদ্ধ করা)	×	×	
	bu	(পিটানো)	×	×	
n/k:	×		×	can	(উনুনে পাত্র তুলে দেওয়া)
	×		×	cak	(ঢুকানো)
n/ŋ:	×		×	tɔn	(রাখা)
	×		×	tɔŋ	(থাকা)
l/h:	lɔr	(খোঁচা দেওয়া)	×	×	
	hɔr	(আগুন)	×	×	
r/h:	rɔ	(দাও)	×	×	
	hɔ	(পাঠাও)	×	×	
w/c:	wa	(বৃষ্টিপাত হওয়া)	×	×	
	ca	(খাওয়া)	×	×	
y/b	ya	(দাঁত)	×	×	
	ba	(পাঁচ)	×	×	

Dhaka University Institutional Repository

২.খ। ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থানঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/p/	pun	(ছাগল)	×		lap	(বিস্তৃত জায়গা বিশেষ)
/ph/	phal	(বেচা)	kephei	(মাতাল)	×	
/b/	bua	(দাঁত)	kebe	(প্রসু)	kab	(কাঁদা)
/t/	tal	(চাঁদ)	phati	(পান)	p ɔ t	(ছলনা)
/th/	thui	(রক্ত)	×		×	
/d/	d ɔ k	(ছয়)	cid ɔ k	(ষোল)	×	
/c/	car	(আট)	kacak	(লাল)	t ɛ c	(দায়ী করা)
/k/	kuŋ	(নাক)	saka	(উজান)	kuk	(কুড়ি)
/kh/	kh ɔc ai	(দাড়ি)	bakha	(মন)		
/g/	gam	(ভাল)	×		×	
/m/	m ɔ k	(চোখ)	duma	(তামাক)	cum	(পরিধান করা)
/n/	noi	(দুই)	gina	(ছোট)	phan	(শক্তি)
/ŋ/	×		×		aŋ	(আমি)
/s/	sal	(সূর্য)	kasa	(ঘা)	×	
/z/	z ɔ	(সময়)	haza	(লবনাক্ত জায়গা বিশেষ)		
/h/	ha	(পৃথিবী, মাটি)	mahi	(ত্রিপুরাদের গোত্র বিশেষ)		
/r/	r ɔ	(দাত)	phuru	(সকাল)	s ɔ r	(লোহা)
/l/	lam	(পথ)	h ɔ l ɔ ŋ	(শিলা)	kul	(তিরস্কার করা)
/w/	wa	(বাঁশ)	×		×	
/y/	×		b ɔ ya	(বিকলাঙ্গ)	×	

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ ম্রো ভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি সুল্প পরিচিত ভাষা হলো ম্রো ভাষা। বান্দরবান পার্বত্য জেলার শঙ্খ নদী থেকে মাতামহুরী নদী পর্যন্ত মধ্যবর্তী এলাকায় অধিকাংশ ম্রোদের বসবাস। দুর্গম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসের কারণে অন্যান্য লোকেরা তাদের সম্পর্কে খুব কমই জানতে পেরেছে। আমাদের জানা মতে তাদের ভাষা সম্পর্কে এ যাবত কাল পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। ফলে তাদের ভাষা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্যান্যদের কাছে তাদের ভাষা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তাদের ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো নিয়ে গঠিত ন্যূনতম শব্দ জোড় নিম্নে প্রদান করা হলো।

প্রথমে ম্রো স্বরধ্বনিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তাদের ভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি পাওয়া গিয়েছে। এগুলো হলো- /i/, /ɛ/, /a/, /ɔ/ এবং /u/.

নিম্নে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

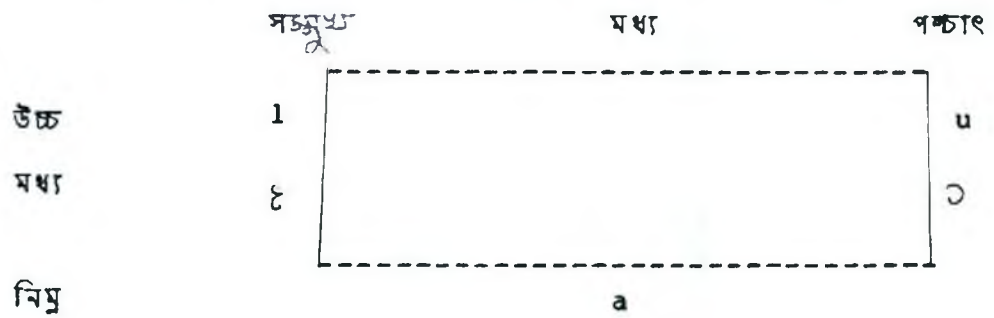

১.ক। ম্রো স্বরধ্বনি নিয়ে গঠিত ন্যূনতম জোড়ঃ

ভূল ধ্বনি	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	অন্যে
i/ɛ	×	×	pi (দাদী, নানী)
	×	×	pɛ (দেওয়া)
i/a	×	pik (চামড়া)	×
	×	pak (শূকর)	×
a/u	×	tai (রম্পা)	pa (বাবা)
	×	tui (পানি)	pu (দাদু, নানা)
ɔ/i	×	kɔm (পিঠা)	×
	×	kim (বাড়ী)	×
u/ɔ	×	pluŋ (বাঁশী)	×
	×	plɔŋ (কড়িং)	×

Dhaka University Institutional Repository

২। ম্রো ব্যঞ্জনধ্বনি : ম্রো ভাষায় ১৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো- /p/, /ph/, /b/, /t/, /th/, /d/, /k/, /kh/, /c/, /s/, /z/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, এবং /y/. নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী তাদের একটি তালিকা প্রদান করা গেল।

ম্রো ব্যঞ্জন ধ্বনি : ১৯

		ওষ্ঠ	দন্ত্য	তালব্য	জিহ্বা-মূলীয়	কণ্ঠ্য
স্পৃষ্ট	অঘোষ	p	t		k	
	ঘোষ	b	d			
মহাপ্রাণিত	অঘোষ	ph	th		kh	
ঘৃষ্ট্য	অঘোষ			c		
উষ্ম	অঘোষ		s			h
	ঘোষ		z			
নাসিক্য	ঘোষ	m	n		ŋ	
পার্শ্বিক	ঘোষ		l			
কম্পনজাত	ঘোষ		r			
আনুঃ	ঘোষ	w			y	

২.ক। ব্যঞ্জন ধ্বনির ন্যূনতম জোড় :

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
p/b	pɛ	(দেওয়া)	×	×
	bɛ	(সীম)	×	×
p/k	pau	(ফুল)	×	tɛp (মারা)
	kau	(বাঁশ)	×	tɛk (বলা)
ph/r	phɛk	(চড়)	×	×
	rɛk	(বুদ্ধি)	×	×
b/t	bɔŋ	(বাহু)	×	×
	tɔŋ	(কি)	×	×

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
t/d	tam	(আদা)	x	x
	dam	(মাছ)	x	x
t/th	tɔm	(ভালুক)	x	x
	thɔm	(লাগানো)	x	x
k/r	kur	(বল)	x	acak (হৃৎপিণ্ড)
	cur	(উকুন)	x	acar (নতুন)
kh/m	khu	(কাটা)	x	x
	mu	(পেট)	x	x
c/l	ci	(গাছ)	x	x
	li	(ঘাম)	x	x
s/z	sɔm	(লবণ)	x	x
	zɔm	(বসা)	x	x
m/n	ma	(রাজা)	x	x
	na	(শিং)	x	x
m/l	mai	(আগুন)	x	x
	lai	(জায়গা)	x	x
h/k	hua	(স্বামী)	x	x
	kua	(গর্ত)	x	x
r/l	riŋ	(লাল)	x	x
	liŋ	(ঘাম)	x	x
w/y	wa	(ঘুম)	x	x
	ya	(জয় করা, পারা)	x	x

Dhaka University Institutional Repository

৩। মো শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/p/	pik	(চামড়া)	apik	(বাকলা)	rɔp	(ঝিনুক)
/ph/	phaoi	(সুপারী)	lɔpha	(লোভ)	×	
/b/	bɔŋ	(বাহু)	×			
/t/	tui	(পানি)	rutmi	(নখ)	hut	(হাড়)
/th/	thi	(ছাতা)	×		×	
/d/	dai	(জিভ)	×		×	
/k/	kri	(পিতল)	pakma	(শুকরী)	mak	(কামড়ানো)
/kh/	khɔk	(পা)	×		×	
/m/	mim	(বিড়াল)	huma	(অনেক)	kum	(পিঠ)
/n/	nɔr	(মুখ)	anuk	(বীজ)	ɛn	(তুমি)
/ŋ/	ŋa	(মাংস)	aŋi	(আমরা)	aŋ	(আমি)
/c/	cat	(সূর্য)	acak	(হৎপিন্ড)		
/s/	sintɔu	(বেগুন)	×		×	
/z/	zaŋ	(মশা)	×		×	
/h/	huŋ	(পাহাড়)	×		×	
/l/	lɔŋ	(পিঁপড়া)	cala	(মোরগ)		
/r/	rut	(হাত)	carut	(চিরুনী	cur	(উকুন)
/w/	waŋ	(বৃষ্টি)	×		×	
/y/	ya	(জয় করা, পারা)	iyɔn	(সুন)	×	

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ চাক উপভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশস্থিত বান্দরবান পার্বত্য জেলার সর্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত নাইক্ষ্যং-ছড়ি থানায় বসবাসকারী স্বল্প সংখ্যক চাকদের মধ্যে যে উপভাষা এখনও প্রচলিত রয়েছে, তা হল চাক উপভাষা। Loffler (1959), Bernot (1964), Khaing (1988) প্রমুখ গবেষকেরা চাক উপভাষা সম্পর্কে এই কারণে অত্যন্ত উৎসাহী যে, এই উপভাষার সাথে উত্তর বার্মার মিটকিনা ও কাথা জেলার এবং চীনদুইন উপত্যকার উপরাংশস্থিত কাদু উপজাতীয় লোকদের ভাষার মিল ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। এমনকি মণিপুরের আন্দো, সেংমাই এবং চাইরেল উপভাষাগুলোর সাথেও চাক উপভাষার ঐতিহাসিক যোগসূত্র থাকতে পারে বলে কোন কোন ভাষাবিদ মন্তব্য করেছেন (Grierson 1927)। এ সকল কারণে নিঃসন্দেহে চাক উপভাষাটি গবেষণা করার ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্ব বেড়েছে। নিম্নে প্রথমে চাক স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ও এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা গেল।

চাক স্বরধ্বনিঃ চাক উপভাষায় ৭টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো- /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, /o/ এবং /u/। নিম্নে এ স্বরধ্বনিগুলোর তালিকা ও তাদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা হলো।

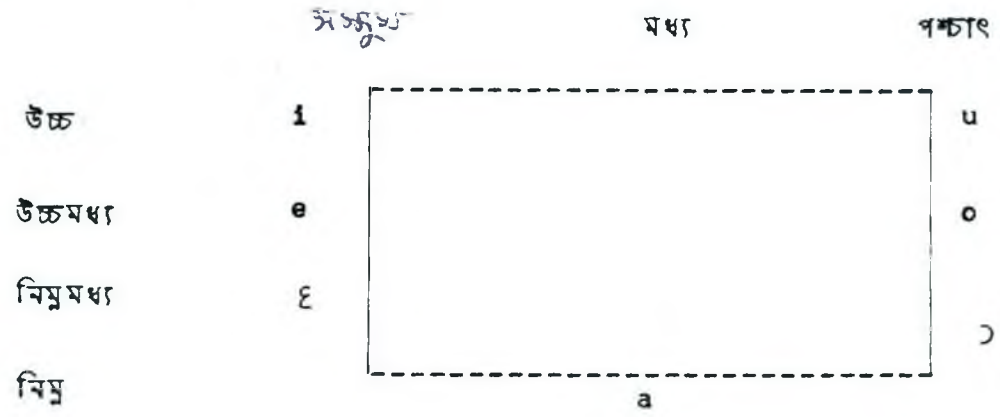

Dhaka University Institutional Repository

চাক স্বরধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
i/ɛ	×		amiŋ	(নাম)	×	
	×		amɛŋ	(ঘা)	×	
i/ɔ	×		amik	(চোখ	kri	(তামা)
	×		amɔk	(ঝুঁটি)	krɔ	(বাঁশ)
e/o	×		yek	(লাঙ্গল)	×	
	×		yak	(দিন)	×	
ɛ/u	×		×		lɛ	(জমি)
	×		×		lu	(মানুষ)
a/u	aci	(ফেলা)	×		×	
	uci	(পাখী)	×		×	
u/i	×		asuk	(সুন)	×	
	×		asik	(কন্যা)	×	

চাক ব্যঞ্জনধ্বনিঃ চাক উপভাষায় ২৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। উক্ত ধ্বনিগুলো হলো- /p/, /b/, /t/, /th/, /d/, /ṭ/, /k/, /kh/, /g/, /c/, /ch/, /f/, /v/, /s/, /z/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, এবং /y/। নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এদের একটি তালিকা ও তৎপরে তাদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা গেল।

Dhaka University Institutional Repository

চাক ব্যঞ্জন ধ্বনি : ২৩

	ওষ্ঠ্য	দন্তৌষ্ঠ্য	দন্ত্য	মূর্ধণ্য	তালব্য	জিহ্বামূলীয়	কণ্ঠ্য
স্পৃষ্ট অঘোষ	p		t	ṭ		k	
ঘোষ	b		d			g	
মহাপ্রাণিত স্পৃষ্ট অঘোষ			th			kh	
ঘৃষ্ট অঘোষ					c ch		
উষ্ম অঘোষ		f	s				h
ঘোষ		v	z				
নাসিক্য ঘোষ	m		n			ŋ	
পার্শ্বিক ঘোষ			l				
কম্পনজাত ঘোষ			r				
আনুঃ ঘোষ	w					y	

384634

চাক ব্যঞ্জন ধ্বনি নিয়ে নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড় :

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
p/b	×	apa (দাদা)	×
	×	aba (বাবা)	×
p/y	puk (ভাত)	×	×
	yuk (বানর)	×	×
t/s	×	atak (পাতা)	×
	×	asak (জীবন)	×
	×	ata (পা)	×
	×	asa (পুত্র)	×
d/p	duk (লাঠি)	×	×
	puk (ভাত)	×	×
d/ch	daiŋ (ডাল)	×	×
	chaiŋ (দোকান)	×	×

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
t/l	tago (পাহাড়)	×	×
	lago (নিয়ে)	×	×
k/ŋ			amik (চোখ) amiŋ (নরম)
g/m	guŋ (ঝিনুক)	×	×
	muŋ (বাতাস)	×	×
f/th	×	afuŋ (উপর)	×
	×	athuŋ (শেষ)	×
c/v	cak (দাঁড়াও)	×	×
	vak (শুকর)	×	×
ch/z	chi (ঔষধ)	×	×
	zi (বাজার)	×	×
h/m	haiŋ (বিড়াল)	×	×
	maiŋ (রাগ, আয়না)	×	×
m/s	×	ima (উহা)	×
	×	isa (বৃদ্ধা)	×
n/c	×	anɛŋ (নতুন)	×
	×	acɛŋ (বংশ)	×
/s	ŋwe (রূপা)	×	×
	swe (সোনা)	×	×
l/r	laŋ (পথ)	alak (চামড়া)	×
	raŋ (বুক)	arak (মদ)	×
y/s	yuŋ (খরগোশ)	×	×
	suŋ (তিন, পিঁয়াজ, রসুন)	×	×
w/s	weŋ (ভালুক)	×	×
	seŋ (কাঠবিড়ালী)	×	×

Dhaka University Institutional Repository

চাক শব্দে ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থানঃ

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্তে
/p/	praiŋ (দেশ)	aprɔŋ (জ্যোতি)	×
/b/	buliŋ (বড়)	kaba (পৃথিবী)	×
/t/	tɔŋ (ঘুড়ি বিশেষ)	rɛ tuk (টিয়া)	×
/th/	thuŋ (চুন)	athu (শেষ)	
/d/	duchaik (হাঁটু)	sada (চাঁদ) pɔdu (শামুক)	×
/ṭ/	ṭɔŋ hɛ (পাঠায়)	stak (তামাক)	×
/k/	kasa (বাঘ)	uku (হাতী)	×
/kh/	khne (সাত)	×	×
/g/	×	×	kipig (ছাগল)
/c/	canai (কাকী) ciŋ (লবণ)	ŋacɛ (পঞ্চাশ)	×
/ch/	cha (তেল)	machoma (বিধবা)	×
/f/	fua (একজন)	×	×
/v/	vai (আগুন)	tavai (পিঠা)	×
/s/	sik (টেকুন)	asalik (জিভ)	×
/z/	zesi (কুল)	paza/ puzu (মামা)	×
/h/	×	tuhu (হাত)	×

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/m/	maŋ	(রাজা)	camik	(সূর্য)	×	
/n/	naŋ	(তুমি)	tana	(মাছ)	×	
/ŋ/	ŋa	(আমি, পাঁচ)	aŋye	(সবুজ)	aŋ	(ধান)
/l/	laŋga	(যাওয়া)	aluŋ	(গোল)	×	
	lucucuk	(সকল)				
/r/	rafu	(দড়ি)	amra	(কাটা হাত)	×	
/w/	wagye	(প্রবরণা পূর্ণিমা)	×		×	
/y/	yak	(দিন, আজ)	ayi	(দাদী, নানী)	×	

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ পাংখুয়া উপভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত সীমানুবর্তী দুর্গম পর্বতগুলো ও অধিকাংশ স্থান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুকি-চীন ভাষাভাষী যে সকল লোকেরা বাস করে তাদের মধ্যে যে উপভাষাটি অধিক প্রচলিত সেটি হলো পাংখুয়া উপভাষা। পাংখুয়ারা লুসেইদের প্রভাবে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর লুসেইদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তারা লুসেইদের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। এমনকি তারা রোমান বর্ণে লুসেই ভাষায় চিঠিপত্রও লিখে থাকে। কিছু সংখ্যক পাংখুয়া উপজাতীয় লোক পার্শ্ববর্তী ভারতের মিজোরাম রাজ্যেও বাস করে। নিম্নে পাংখুয়া উপভাষার স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোসহ এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিখে নিম্নে প্রদান করা হলো।

১। **পাংখুয়া স্বরধ্বনি:** পাংখুয়া উপভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো- /i/, /ɛ/, /a/, /ɔ/ এবং /u/. নিম্নে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের একটি তালিকা প্রদান করা গেল।

	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চ	i		u
মধ্য	ɛ		ɔ
নিম্ন		a	

Dhaka University Institutional Repository

১.ক। নিম্নে পাওয়া স্বরধ্বনি নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় পদান করা গেল।

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
i/a	×	diŋ (দাঁড়ানো)	×
	×	daŋ (বুক)	×
i/u	×	×	pi (দাদী, নানী)
	×	×	pu (দাদা, নানা)
ɛ/u	ɛi (কামড়ানো)	sɛn (লাল)	×
	ui (কুকুর)	sun (দুপুর)	×
a/ɔ	×	sam (চুল)	×
	×	sɔm (দশা)	×
a/u	×	khar (বন্ধ করা)	kha (তিক্ত)
	×	khur (গর্ত)	khu (ধোঁয়া)
u/	×	vun (চামড়া)	×
	×	vɔn (কালো)	×

Dhaka University Institutional Repository

২। **পাংখুয়া ব্যঞ্জনধ্বনিঃ** পাংখুয়া উপভাষায় ২৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো- /p/, /ph/, /b/, /t/, /th/, d/, /ṭ/, /ṭh/, /ḍ/, /k/, /kh/, /ʔ/, /c/, /ch/, /f/, /v/, /s/, /z/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, এবং /r/.

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এদের একটি তালিকা প্রদান করা গেল।

পাংখুয়া ব্যঞ্জন ধ্বনি : ২৩

	ওষ্ঠ্য	দন্ত্যৌষ্ঠ্য	দন্ত্য	মূর্ধণ্য	তালব্য-দন্তমূলীয়	জিহ্বা-মূলীয়	কণ্ঠ্য
স্পৃষ্ট অঘোষ ঘোষ	p b		t d	ṭ ḍ		k	ʔ
মহাপ্রাণিত অঘোষ	ph		th	ṭh		kh	
ঘৃষ্ট অঘোষ ঘোষ					c ch		
উষ্ম অঘোষ ঘোষ		f v	s z				
নাসিক্য ঘোষ	m		n			ŋ	
পার্শ্বিক			l				
কম্পনজাত ঘোষ			r				

২.ক। ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের	শব্দের অন্ত্যে
p/v	pa va	(বাবা) (পাখী, নদী)	x	x
ph/th	phei thei	(লেহন করা) (শোনা, ফল)	x	x
b/k	bɛŋ kɛŋ	(চড়ু) (কোমর)	x	x

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
t/d	tam (অনেক)	×	×
	dam (বাঁচা)	×	×
d/th	di (দাঁড়ানো)	×	×
	thi (গাছ)	×	×
t/c	tɔŋ (পাওয়া)	×	×
	cɔŋ (বলা)	×	×
th/k	thal (তীর)	×	×
	kal (হাঁটা)	×	×
d/th	dar (পিতল)	×	×
	thar (নতুন)	×	×
k/kh	×	maka (কপোল)	×
	×	makha (চিবুক)	×
k/l	kum (বয়স)	×	×
	lum (উষ্ণ)	×	×
h/s	ha (দাঁত)	×	×
	sa (ভাল)	×	×
ʔ/r	×	×	saʔ (সুন্দর)
	×	×	sar (পশ্চিম)
c/m	ci (বীজ)	×	×
	mi (মানুষ)	×	×
f/z	fɔ (ঢাল)	×	×
	zɔ (ফুরানো)	×	×
v/m	vat (স্রোতস্বিনী	×	×
	mat (মাপা)	×	×

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
s/k	sɛi	(লম্বা)	×		×	
	kɛi	(বাঘ)	×		×	
z/th	zɔŋ	(বানর)	×		×	
	thɔŋ	(ছাতা)	×		×	
m/t	min	(পাকা)	×		×	
	tin	(পড়া)	×		×	
n/l	nuŋ	(পিঠা)	×		×	
	luŋ	(পাথর)	×		×	
l/ŋ	×		×		ɛl	(উরু)
	×		×		ɛŋ	(আলো)
l/k	lum	(উষ্ণ)	×		×	
	kum	(বয়স)	×		×	
r/z	riŋ	(সবুজ)	×		×	
	ziŋ	(অন্ধকার)	×		×	

৩। শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/p/	pɛk	(দেওয়া)	tupa	(নাতি)	×	
/ph/	phul	(ফেনা)	×		×	
/b/	bɛl	(ফড়িং)	anbial	(গোল)	×	
/t/	tui	(পানি)	amata	(তার)	sat	(গরম)
/th/	thir	(লৌহ)	athar	(নতুন)	×	
/d/	dɔr	(বাজার)	thudi	(সত্য)	×	

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/t/	thaŋ	(পর্বত)	×		×	
/th/	thal	(তীর)	×		×	
/d/	dumda	(রঙধনু)	×		×	
/k/	krɔ	(বাঁশ)	mɔka	(মুখ)	mik	(চোখ)
/kh/	khua	(গ্রাম)	sakhua	(ধর্ম)	×	
/ɔ/	×		×		buɔ	(ভাত)
/c/	cɔpɛ	(গরু)	aci	(বীজ)	×	
/f/	fɔ	(ঢাল)	mifa	(পুরুষ)	×	
/v/	vɔk	(শুকর)	ravut	(ছাই)	×	
/s/	saŋ	(ধান)	lasi	(বিড়াল)	×	
/z/	zu	(মদ)	mazu	(ইঁদুর)	×	
/m/	mai	(আগুন)	im	(কি)	vɔm	(কালো, তালুক)
/n/	nar	(নাক)	tunu	(নাতনী	in	(বাড়ী)
/ŋ/	ŋau	(সাদা)	raŋai	(শন)	naŋ	(তুমি)
/l/	lu	(মাথা)	alai	(মধ্য)	kɛl	(ছাগল)
/r/	ram	(দেশ)	anrɔl	(বড়)	mur	(ঠোট)

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ লুসেই উপভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী কুকি-চীন ভাষাভাষী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে লুসেরাই সর্বাধিক পরিচিত। ১৮৯৪ সালের দিকে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় লুসেইরা যখন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে তখন খৃষ্টান মিশনারীদের মধ্যে লুসেই ভাষা লেখার কাজে রোমান বর্ণ ব্যবহারের প্রচলন করেন। বর্তমানে ভারতের মিজোরামে লুসেই ভাষা স্কুলগুলোতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়ে থাকে। এখানে লুসেইদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এখানে তাদের অল্প সংখ্যক লোকদের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উত্তর-পূর্বাংশে মিজোরামের সীমানুবর্তী বাঘাইছড়ি, বরকল ইত্যাদি থানায় দেখা যায়। তবে এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, এখানে লুসেইরা সংখ্যায় কম হলেও এখানকার অন্যান্য কুকি-চীন ভাষী লোকদের মধ্যে বম এবং পাংখুয়া জনগোষ্ঠীর লোকেরা লুসেইদের ভাষা বুঝতে পারে। এমতাবস্থায়, এখানে লুসেইদের ভাষার এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে লুসেইদের ভাষার স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো এবং এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় নিম্নে প্রদান করা গেল।

লুসেই স্বরধ্বনিঃ লুসেই ভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো - /i/, /ɛ/, /a/, /ɔ/ এবং /u/. নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এদের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চ	i		u
মধ্য	ɛ		ɔ
নিম্ন		a	

Dhaka University Institutional Repository

১.ক। নিম্নে এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা গেল।

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
i/ɔ	×		kiu	(কনুই)	ni	(সূর্য)
	×		kɔu	(ডাকা)	nɔ	(ঘষা)
i/a	×		×		ki	(শিং)
	×		×		ka	(মুখ)
ɛ/u	ɛi	(খাওয়া)	lɛi	(কিনা)	×	
	ui	(কুকুর)	lui	(নদী)	×	
a/ɛ	×		kal	(হাঁটা)	ka	(মুখ)
	×		kɛl	(ছাগল)	kɛ	(পা)
a/ɔ	×		ban	(বাহু)	×	
	×		bɔn	(বেগুন)	×	
u/a	×		sum	(ঢেঁকি)	lu	(মাথা)
	×		sam	(চুল)	la	(লওয়া)
u/i	×		mut	(শোওয়া)	mu	(মা)
	×		mit	(চোখ)	ni	(সূর্য)
u/ɔ	×		luŋ	(পাথর)	phu	(আখ)
	×		lɔŋ	(নৌকা)	phɔ	(ঢাল)

Dhaka University Institutional Repository

২। **লুসেই ব্যঞ্জনধ্বনিঃ** লুসেই ভাষায় ২১টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো- /p/, /ph/, /b/, /t/, /th/, /d/, /ṭ/, /ṭh/, /k/, /kh/, /ʔ/, /c/, /s/, /z/, /f/, /v/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/ এবং /r/. নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এদের একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

লুসেই ব্যঞ্জন ধ্বনি : ২১

		ওষ্ঠ্য	দন্তৌষ্ঠ্য	দন্ত্য	মূর্ধণ্য	তালব্য-দন্তমূলীয়	জিহ্বা-মূলীয়	কণ্ঠ্য
স্পৃষ্ট	অঘোষ	p		t	ṭ		k	
	ঘোষ	b		d				
মহা-প্রাণিত	অঘোষ	ph		th	ṭh		kh	
ঘৃষ্ট	অঘোষ					c		
উষ্ম	অঘোষ		f	s				h
	ঘোষ		v	z				
নাসিক্য	ঘোষ	m		n			ŋ	
পার্শ্বিক	ঘোষ			l				
কম্পন-জাত	ঘোষ			r				

২.ক। ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে	
p/k	pi	(শাশুড়ী	×	khap	(বিঘত)
	ki	(শিং)	✓	khak	(কক)
p/t	pum	(পেট)	×	×	
	lum	(গরম)	✓	✓	
ph/c	phɔ	(ঢাল)	×	×	
	cɔ	(ভাত)	✓	✓	

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
b/d	ban	(বাহু)	x	x
	dan	(নিয়ম)	x	x
t/d	til	(অন্ডকোষ)	x	x
	dil	(চাওয়া)	x	x
t/th	tin	(নখ, ক্ষুর)	x	x
	thin	(কলিজা)	x	x
d/k	dɔr	(বাজার)	x	x
	kɔr	(জামা)	x	x
d/l	dam	(বাঁচা)	x	x
	lam	(নাচা)	x	x
t/ŋ	tɔŋ	(ভাষা)	x	x
	ŋɔɔ	(গলা)	x	x
k/c	kal	(যাওয়া, হাটা)	x	x
	cal	(কপাল)	x	x
kh/h	khak	(কফ)	x	x
	hak	(পরিধান করা)	x	x
ʔ/v	ʔun	(সাহস)	x	x
	vun	(চামড়া)	x	x
f/b	fɛi	(বর্শা)	x	x
	bɛi	(বাম)	x	x
v/m	var	(সাদা)	x	x
	mar	(উত্তর)	x	x
s/th	sɛn	(লাল)	x	x
	thɛn	(দাগ)	x	x

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে	
z/k	zɔŋ	(বানর)	x	x	
	kɔŋ	(কোমর)	x	x	
h/k	hani	(মাড়ি)	x	x	
	kani	(পিসী, ফুফু)	x	x	
m/n	x		x	thim	(অন্ধকার)
	x		x	thin	(কলিজা)
m/l	mau	(বাঁশ)	x	x	
	lau	(হারানো)	x	x	
n/ŋ	x		x	min	(পাকা)
	x		x	miŋ	(নাম)
n/c	nuŋ	(পিঠা)	x	x	
	cuŋ	(উপর)	x	x	
ŋ/h	ŋɔŋ	(গলা)	x	x	
	hɔŋ	(খোলা)	x	x	
l/r	lɔu	(ঘুম)	x	x	
	rɔu	(ধন)	x	x	
r/d	ril	(আঁতড়ি)	x	x	
	dil	(চাওয়া)	x	x	

২.খ। শব্দে ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থানঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/p/	pan	(ঘা)	mipa	(পুরুষ)	khap	(বাঁধা)
/ph/	phur	(বর্ষা)	x		x	
/b/	bal	(কচু)	kab	(চিবুক)	x	
/t/	tui	(পানি)	zɔtɛ	(বিড়াল)	lut	(কৃমি)
	tla	(পাহাড়)				
/th/	thur	(টক)	atha	(ভাল)	x	
/d/	diar	(গামছা)	adum	(কালো)	x	
/ṭ/	ṭiak	(চারা)	x		x	
/ṭh/	ṭhian	(বন্ধু)	x		x	

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্যে	
/k/	kum	(বছর)	saku	(শজারু)	nuk	(সুন)
/kh/	khua	(গ্রাম)	sakhua	(ধর্ম)	×	
/r/	ri	(সবুজ)	×		ruʔ	(হাড়)
	ria	(শোনা, জানা)	×			
/c/	cim	(দক্ষিণ)	×		×	
/f/	fapa	(পুত্র)	×		×	
	fiam	(চাট্টা করা)	×		×	
/v/	vɔk	(শূকর)	kuva	(সুপারী	×	
/s/	sɛr	(লেবু)	pasal	(স্বামী)	×	
/z/	zu	(মদ)	azam	(লতা)	×	
/h/	hrik	(উকুন)	×		×	
/m/	mɛi	(আগুন)	×		×	
/n/	nim	(ঘাম)	tunu	(ভাগিনী)	in	(বাড়ী)
/ŋ/	ŋɔŋ	(গলা)	aŋul	(ধন)	ɛŋ	(আলো)
			saŋa	(মাছ)	×	
/l/	lu	(মাথা)	nula	(যুবতী)	rul	(সাপ)
	lai	(নাভী, মধ্য)	×		×	
/r/	ram	(দেশ)	miriŋ	(মানুষ)		
					mar	(উত্তর)

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ বম উপভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি-চীন উপভাষাগুলোর মধ্যে বম উপভাষার কথা সর্বাগ্রে এসে পড়ে। এখানে কুকি-চীন ভাষাভাষীদের মধ্যে বম উপভাষাতেই সর্বাধিক লোক কথা বলে । পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশেই বমদের বেশীর ভাগ লোক বাস করে । এখানে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা, রোয়াংছড়ি, থানচি ইত্যাদি থানায় তাদের বসতি রয়েছে । কিছু সংখ্যক বম রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি থানায় রয়েছে । এখানে বমরা লুসেইদের সংস্পর্শে এসে তাদের মাধ্যমে কেবল খৃষ্টান ধর্মই গ্রহণ করেনি, তারা লুসেইদের কাছ থেকে লুসেই ভাষা লেখার কাজে ব্যবহৃত রোমান বর্ণগুলিও গ্রহণ করে । পরবর্তী কালে ১৯৫৯ সাল থেকে Bible Society of Bangkok -এর তত্ত্বাবধানে লুসেই ভাষায় লিখিত বাইবেল থেকে বম উপভাষায় বাইবেল অনুবাদ করার কাজ শুরু হয় । তবে এ বিষয়ে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি । বর্তমানে কেবল চিঠি লেখার কাজেই বম উপভাষায় রোমান বর্ণের ব্যবহার হচ্ছে । নিম্নে প্রথমে গঠিত বম স্বর-ধ্বনি এবং ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলো সহ এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় প্রদান করা গেল ।

১। **বম স্বরধ্বনিঃ** বম উপভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায় । এগুলো হলো- /i/, /ɛ/, /a/, /ɔ/ এবং /u/. নিম্নে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের একটি তালিকা প্রদান করা গেল ।

	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চ	i		u
মধ্য	ɛ		ɔ
নিম্ন		a	

Dhaka University Institutional Repository

১.ক। স্বরধ্বনি দিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
i/ɛ	in	(বাড়ী	×		×	
	ɛŋ	(হলদে)	×		×	
i/a	×		tin	(নখ)	khi	(বাঁধা)
	×		tan	(কাটা)	kha	(চিবুক)
i/u	×		thir	(চর্কা)	ni	(সূর্য)
	×		thur	(টক)	nu	(মা)
ɛ/a	×		kɛl	(ছাগল)	×	
	×		kal	(যাওয়া)	×	
ɛ/ɔ	ɛŋ	(আলো)	×		×	
	ɔŋ	(ঘোলা)	×		×	
ɔ/a	×		tɔŋ	(খাওয়া)	×	
	×		taŋ	(নীচে)	×	
u/a	×		cuŋ	(উপর)	×	
	×		caŋ	(শক্ত)	×	

Dhaka University Institutional Repository

২। বম ব্যঞ্জন ধ্বনিঃ বম উপভাষায় ২২টি ব্যঞ্জন ধ্বনি পাওয়া যায় । এগুলো হলো - /p/, /ph/, /b/, /t/, /th/, /d/, /ṭ/, /ṭh/, /k/, /kh/, /ʔ/, /h/, /c/, /s/, /z/, /f/, /v/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, এবং /r/.

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এদের একটি তালিকা প্রদান করা গেল ।

বঙ্গ ব্যঞ্জন ধ্বনি : ২২

		ওষ্ঠ্য	দন্তৌষ্ঠ্য	দন্ত্য	মূর্ধণ্য	তালব্য-দন্তমূলীয়	জিহ্বা-মূলীয়	কণ্ঠ্য
স্পৃষ্ট	অঘোষ	p		t	ṭ		k	ʔ
	ঘোষ	b		d				
মহা-প্রাণিত	অঘোষ	ph		th	ṭh		kh	
ঘৃষ্ট	অঘোষ					c		
উষ্ম	অঘোষ		f	s				h
	ঘোষ		v	z				
নাসিক্য	ঘোষ	m		n			ŋ	
পার্শ্বিক	ঘোষ			l				
কম্পন-জাত	ঘোষ			r				

২.ক। ব্যঞ্জন ধ্বনি গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড় :

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
p/b	pa	(বাবা)	×	×
	ba	(কচু)	×	×
ph/th	phɛi	(বর্শা)	×	×
	thɛi	(চিনা, জানা)	×	×
t/d	tai	(কোমর)	×	×
	dai	(জিজ্ঞেস করা)	×	×
ṭ/ṭh	ṭa	(ভাগিনা)	×	×
	ṭha	(বল)	×	×

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে	
ṭ/t	ṭɔŋ	(বলা)	×	×	
	tɔŋ	(পাওয়া)	×	×	
th/s	tha	(ভাল)	×	×	
	sa	(গরম)	×	×	
k/kh	kɛŋ	(পিঠা)	×	×	
	khɛŋ	(থালা)	×	×	
ʔ/r	thiʔ	(মরা)	×	×	
	thir	(লোহা)	×	×	
c/z	cal	(কপাল)	×	×	
	zal	(থলি)	×	×	
f/th	far	(ভগিনী)	×	×	
	thar	(নতুন)	×	×	
v/ŋ	vun	(চামড়া)	×	×	
	ŋun	(সোনা)	×	×	
h/p	hɛr	(ফিরা)	×	×	
	pɛr	(লাফানো)	×	×	
m/ŋ	×		×	ram	(দেশ)
	×		×	raŋ	(ঘোড়া)
m/l	mɛi	(আগুন)	×	lam	(পথ)
	lɛi	(জিত)	×	lal	(রাজা)
n/th	ni	(সূর্য)	×	×	
	thi	(মালা)	×	×	
l/d	lam	(পথ)	×	×	
	dam	(ভাল)	×	×	
l/n	lu	(মাথা)	×	×	
	nu	(মা)	×	×	
r/th	riŋ	(সবুজ)	×	×	
	thiŋ	(গাছ)	×	×	

Dhaka University Institutional Repository

২.খ। শব্দে ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থানঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/p/	pu	(মামা)	mipa	(পুরুষ)	dip	(হৃদ)
/ph/	phɔ	(অনাবৃত মাটি, ঢাল)	×		×	
/b/	bɔn	(বেগুন)	×		×	
/t/	ti	(পানি)	pate	(কাকা)	mit	(চোখ)
/th/	thir	(লোহ)	aithi	(আদা)	×	
/d/	dar	(সীসা)	×		×	
/t̪/	t̪laŋ	(পর্বত)	×		×	
/th/	tha	(ভাল)	×		×	
/k/	kum	(বছর)	×		thɛ	(বুঝা)
/kh/	khup	(হাঁটু)	×		×	
/ʔ/	ʔ li	(বাতাস)	×		buʔ	(ভাত)
/c/	cauŋ	(পিঠা)	ci	(বীজ)	×	
/f/	faŋ	(ধান)	arfi	(নক্ষত্র)	×	
/v/	vɔk	(শূকর)	tiva	(নদী)	×	
/s/	sai	(হাতী)	pasal	(স্বামী)	zuŋ nam	(ইঁদুর)
/z/	zu	(মদ)	sizɔ	(বিড়াল)	×	
/h/	haŋ	(রস)	×		×	
/m/	man	(দাম)	kamk	(পেঁপে)	dum	(কালো)
/n/	nuk	(দুধ)	mianu	(মানুষ)	rian	(কাজ)
/ŋ/	ŋa	(মাছ)	nuŋak	(যুবত)	×	
/l/	lin	(গরম)	pali	(চালুনী)	ɛl	(উরুন)
/r/	rul	(সাপ)	varak	(হাঁস)	nar	(নাক)

Dhaka University Institutional Repository

৩.১০ খ্যাং উপভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙাঁমাটি পার্বত্য জেলার কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীরে রাজস্থলী থানার পাহাড়ী এলাকায় খ্যাংদের গ্রামগুলো দেখতে পাওয়া যায়। এখানে স্বল্প সংখ্যক লোক খ্যাং উপভাষায় কথা বলে। কাপ্তাইয়ের অনতিদুরে চন্দ্রঘোনায় খ্রীস্টিয়ান মিশনারী হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় খ্যাংদের একটি গ্রাম রয়েছে। এই গবেষণায় তাদের কাছ থেকে খ্যাং উপভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে খ্যাং উপভাষার মৌখিক স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জন ধ্বনি ও এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা হলো।

১। **খ্যাং স্বরধ্বনিঃ** খ্যাং উপভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো - /i/, /ɛ/, /a/, /ɔ/ এবং /u/. নিম্নে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের একটি ছক প্রদান করা হলো।

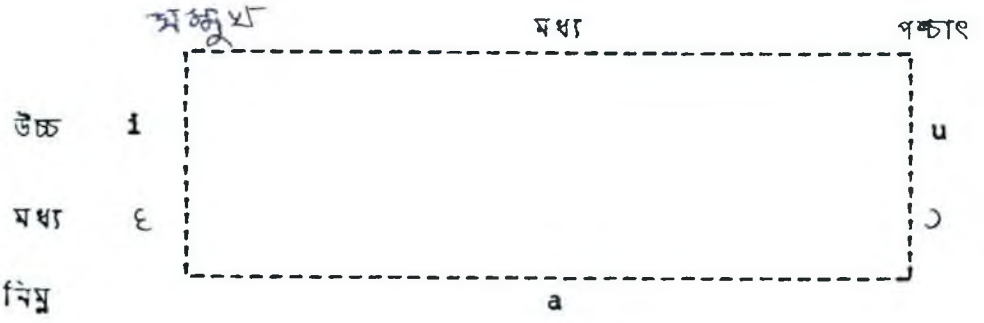

১.ক। স্বরধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
i/ɛ	×		×		zi	(বাজার)
	×		×		zɛ	(বেচা)
i/a	×		×		pi	(পোকা)
	×		×		pa	(কাঁধ)
ɛ/u	ɛi	(ইহা)	lɛɔ	(গরম)	×	
	ui	(কুকুর)	luɔ	(মন)	×	
a/ɔ	×		lam	(পথ)	kha	(উই)
	×		lɔm	(নাচা)	khɔ	(তিক্ত)
u/ɔ	um	(ঝর্ণা)	kut	(হাত)	×	
	ɔm	(বসা)	kɔt	(ক্ষীর)	×	
u/a	×		×		pu	(মামা)
	×		×		pa	(বাবা)

Dhaka University Institutional Repository

২। খ্যাং ব্যঞ্জন ধ্বনিঃ খ্যাং উপভাষায় ১৮টি ব্যঞ্জন ধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো- /p/, /ph/, /b/, /t/, /th/, /d/, /k/, /kh/, /g/, /c/, /s/, /z/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/ এবং /l/.

২.ক। খ্যাং ব্যঞ্জন ধ্বনির তালিকাঃ ১৮

	ওষ্ঠ্য		দন্তমূলীয়		তালব্যদন্তমূলীয়		জিহ্বামূলীয়		কণ্ঠ্য
	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	
স্পৃষ্ট	p	b	t	d			k	g	
মহাপ্রাণিত	ph		th				kh		
ঘৃষ্ট					c				
উষ্ম	s	z							h
নাসিকা		m		n				ŋ	
কম্পনজাত				r					
আনু				l					

২.খ। খ্যাং ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে	শব্দের অন্ত্যে
p/ph	pi	(পোকা)	×	×
	khi	(কবুতর)	×	×
ph/k	phɛi	(উরু)	×	×
	kɛi	(বাঘ)	×	×
b/s	bɛl	(ঘাস)	×	×
	sɛl	(গরু)	×	×
t/th	tin	(নখ, ক্ষুর)	×	×
	thin	(আদা)	×	×
t/kh	tɔu	(পঁচা)	×	×
	khɔu	(টক)	×	×
t/l	×		×	rit (ভারী)
	×		×	ril (আঁতড়ি)

Dhaka University Institutional Repository

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
th/d	thi	(রক্ত)	×		×	
	di	(শন)	×		×	
k/kh	kri	(পিতল)	×		×	
	khri	(বাতাস)	×		×	
k/c	kaŋ	(চিবুক)	iki	(শিং)	×	
	caŋ	(পিসী)	ici	(সুন)	×	
g/b	gun	(ঝিনুক)	×		×	
	bun	(ডাংগা)	×		×	
c/z	cal	(কেঁচো)	×		×	
	zal	(যুদ্ধ)	×		×	
s/m	sɛt	(ডান)	×		×	
	mɛt	(মরিচ)	×		×	
s/l	suŋ	(কাছিম)	×		×	
	luŋ	(পাথর)	×		×	
h/s	ha	(পাখী)	×		×	
	sa	(মাংস)	×		×	
m/ŋ	×		×		lɔm	(নাচা)
	×		×		lɔŋ	(নৌকা)
m/h	mɛi	(আগুন)	×		×	
	hɛi	(কুঠার)	×		×	
n/h	nɔŋ	(কুয়াশা)	×		×	
	hɔŋ	(রস)	×		×	
l/th	lɛi	(জিভ)	×		×	
	thɛi	(ফুল)	×		×	

Dhaka University Institutional Repository

৩। ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থান:

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/p/	pum	(শরীর)	apai	(উড়া)	ɔp	(বাবা)
					isip	(উত্তর)
/ph/	phɛi	(উরু)	lɔpha	(লোভ)	×	
	phɔul	(সাপ)	ɛphɛi	(শেষ)	×	
/b/	bɔl	(কচু)	abuk	(সাদা)	×	
	buŋ	(ভাত)	×		×	
/t/	tui	(পানি)	ata	(দাদু, নানা)	cut	(পড়া)
/th/	thum	(তিন)	atha	(বল)	×	
/d/	di	(শন)	kadɔŋ	(ঢাল)	×	
/k/	kai	(আমি)	luki	(মাথা)	sɔk	(জীবন)
/kh/	khra	(ডানা)	×		×	
/g/	gun	(ঝিনুক)	l ga	(রোগ)	×	
/c/	cɔŋ	(ধান)	kacci	(আমরা)	×	
/s/	sa	(মাংস)	lasi	(পরী)	×	
	sɛi	(পাতা)	×		×	
/z/	zɛ	(বেচা)	izɛ	(ভারি)	×	
/h/	huŋ	(রাত)	tahu	(পাখী)	×	
	hɔn	(আকাশ)	×		×	
/m/	miŋ	(যকৃৎ)	kami	(ব্যক্তি)	im	(বাড়ী)
/n/	naŋ	(তুমি)	khɔni	(সূর্য)	tin	(নখ, ক্ষুর)
/ŋ/	ŋa	(মাছ)	×		buŋ	(চাল)
/r/	×		kri	(পিতল)	×	
	×		khrɔn	(ঘাম)	×	
/l/	lam	(পথ)	pɔlɛk	(কাকা)	thɔl	(ধনু)
	×		×		mul	(পালক)

Dhaka University Institutional Repository

৩.১১ খুমি উপভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবান পার্বত্য জেলার একটি উপভাষা হলো খুমি উপভাষা। খুমিরা সেখানে থানচি, রুমা, রোয়াংছড়ি ইত্যাদি দুর্গম পার্বত্য এলাকায় বাস করে। এই কারণে তাদের ভাষা সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের লোকেরাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতীয় লোকেরাও খুব বেশী কিছু জানে না। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের সাথে যোগাযোগ করে খুমি উপভাষা সম্পর্কে আমরা যে সকল তথ্য পেয়েছি নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, খুমি উপভাষা সিনো-টিবেটান পরিবারের কুকি-চীন দলের দক্ষিণ কুকি-চীন উপদলের অনুর্গত। নিম্নে খুমি উপভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি এবং এদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি শব্দের ন্যূনতম জোড় প্রদান করা গেল।

১। **খুমি স্বরধ্বনিঃ** খুমি উপভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো- /i/, /ɛ/, /a/, /ɔ/ এবং /u/. নিম্নে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের একটি তালিকা প্রদান করা গেল।

	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চ	i		u
মধ্য	ɛ		ɔ
নিম্ন		a	

২.ক। স্বরধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

i/a	:	hi	(ইহা)	শব্দের অন্যে
		ha	(দাঁত)	
ɔ/a	:	nɔ	(বিয়ে করা)	শব্দের মধ্যে
		na	(তুমি)	
a/ɔ	:	kɔna	(জানা)	শব্দের অন্যে
		kɔnɔ	(কান)	
u/a	:	mui	(পর্বত)	শব্দের মধ্যে
		mai	(আগুন)	

Dhaka University Institutional Repository

২. খুমি উপভাষায় ১৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি পাওয়া যায়। এগুলো হলো যথাক্রমে - /p/, /ph/, /b/, /t/, /th/, /d/, /k/, /kh/, /c/, /f/, /v/, /s/, /z/, /m/, /ŋ/ /n/, /ɔ/, /l/ এবং /r/.

খুমি ব্যঞ্জনধ্বনি : ১৯

		ওষ্ঠ্য	দন্তৌষ্ঠ্য	দন্ত্য	তালব্য-দন্তমূলীয়	জিহ্বা-মূলীয়	কণ্ঠ্য
স্পৃষ্ট	অঘোষ	p		t		k	
	ঘোষ	b		d			
মহাপ্রাণিত	অঘোষ	ph		th		kh	
ঘৃষ্ট	অঘোষ				c		
উষ্ম	অঘোষ		f	s			h
	ঘোষ		v	z			
নাসিক্য	ঘোষ	m		n		ŋ	
পার্শ্বিক	ঘোষ			l			
কম্পনজাত	ঘোষ			r			

Dhaka University Institutional Repository

২.ক। ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে গঠিত শব্দের ন্যূনতম জোড়ঃ

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্যে
p/m	×		apik	(চামড়া)	×
	×		amik	(চোখ)	×
ph/b	phai	(বাবা)	×		×
	bai	(ডাকা)	×		×
t/d	tui	(পানি)	×		×
	dui	(ডিম)	×		×
th/kh	×		athai	(বীজ)	×
	×		akhai	(উড়া)	×
k/z	kɔna	(জানা)	×		×
	zɔna	(সাঁতরানো)	×		×
c/ɲ	ca	(খাওয়া)	×		×
	ɲa	(মাছ)	×		×
v/h	vi	(কেঁচো)	×		×
	hi	(ইহা)	×		×
s/l	saŋ	(চুল)	×		×
	laŋ	(পথ)	×		×
n/l	naŋ	(তুমি)	×		×
	laŋ	(পথ)	×		×

Dhaka University Institutional Repository

২.খ। খুমি শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান:

	শব্দের আদিতে		শব্দের মধ্যে		শব্দের অন্ত্যে	
/p/	pɛ	(দেওয়া)	×		×	
/b/	bain	(ডাকা)	×		×	
/t/	ta	(মুখ)	ati	(কি)	×	
/th/	×		ɔthi	(রক্ত)	×	
/d/	×		kudui	(ডিম)	×	
/k/	kɔni	(সূর্য)	×		×	
/kh/	×		pikhi	(পালক)	×	
/c/	×		acɔk	(উঁচু)	×	
/f/	fun	(শুকনো)	×		×	
/v/	×		navaŋ	(বাঁধর)		
/s/	sam	(চুল)	×		×	
/z/	zuŋ	(রাত)	×		×	
/h/	huni	(সে)	ɔhɔm	(কালো)	×	
/m/	miŋ	(যকৃত)	tɔmɔu	(লোহ)	im	(বাড়ী)
/n/	×		×		mun	(নাম)
/ŋ/	×		aŋa	(মাচঙ)	ɔkuŋ	(গাছ)
/l/	lɔkaŋ	(পাতা)	palai	(জিভ)	×	
/r/	×		kruk	(ছয়)	×	

Dhaka University Institutional Repository

৩.১২ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষার এবং উপভাষার মূল-ধ্বনির তুলনামূলক বিবরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা, ত্রিপুরা এবং চাকদের ভাষা ও উপভাষা-গুলোতে ৭টি করে স্বরধ্বনি পাওয়া গেছে। আর ম্রো, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং এবং খুমিদের ভাষা ও উপভাষাগুলিতে ৫টি করে স্বরধ্বনি রয়েছে। ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে চাকমাতে ২৬টি, তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমাতে ২৫টি করে, চাক ও পাংখুয়াতে ২৩টি করে, ত্রিপুরা, লুসেই ও বমে ২১টি করে, ম্রোতে ১৯টি খ্যাং এবং খুমিতে ১৮টি করে। নিম্নে এগুলোর একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষার ও উপভাষার তুলনামূলক চিত্র

ভাষা/উপভাষার নাম	স্বরধ্বনির সংখ্যা	ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা	অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
চাকমা	৭	২৬	শব্দের আদিতে / ঽ / ধ্বনি ব্যবহৃত হয় না।
তঞ্চঙ্গ্যা	৭	২৫	"
মারমা	৭	২৫	শব্দের আদিতে /ঽ / ধ্বনি ব্যবহৃত হয়।
ত্রিপুরা	৭	২১	শব্দের আদিতে /ঽ / ধ্বনি ব্যবহৃত হয়।
ম্রো	৫	১৯	শব্দের আদিতে /ঽ / ধ্বনি ব্যবহৃত হয়।
চাক	৭	২৩	"
পাংখুয়া	৫	২৩	"
লুসেই	৫	২১	শব্দের আদিতে /ঽ / ধ্বনি ব্যবহৃত হয় না।
বম	৫	২১	"
খ্যাং	৫	১৮	শব্দের আদিতে /ঽ / ধ্বনি ব্যবহৃত হয়
খুমি	৫	১৮	"

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাপ্ত ভাষাতাত্ত্বিক উপকরণের সাদৃশ্য বিচার পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার শ্রেণীকরণ প্রয়াসঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন ১১টি জনগোষ্ঠীর লোকদের কাছ থেকে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষাগুলোর প্রাথমিক শ্রেণীকরণের জন্য ১০৮টি মৌলিক শব্দের প্রতিশব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে (১ নং তালিকা দ্রঃ) এবং এগুলোতে তাদের মধ্যেকার ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্যের মাপকাঠিতে বিচার করে বিভিন্ন পরিবার, শাখা, দল ও উপদলের অন্তর্ভুক্ত করে শ্রেণী-করণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে যে ফল পাওয়া গেছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

৪.১ ভাষা পরিবারগুলোর সংখ্যা নির্ধারণ ও শাখা নির্ণয়ঃ

আমরা প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি ভাষা পরিবার রয়েছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি এবং সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলো কোনটি কোন পরিবারের এবং কোন শাখার অন্তর্গত তা জানার চেষ্টা করেছি। এই উদ্দেশ্যে চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং ও খুমি মৌলিক শব্দগুলোকে বাংলা মৌলিক শব্দগুলোর বিপরীতে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছে। বাংলা মৌলিক শব্দগুলোকে সুষ্ঠু আকারে সাজানোর সময় বাংলা বর্ণগুলোর ক্রম অনুসারে এদের সাজানো হয়। অতঃপর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা সমূহের শব্দগুলোর মধ্যে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্যের অনুসন্ধান করা হয়। এতে দেখা যায় যে, বাংলা মৌলিক শব্দগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা শব্দগুলোর ধ্বনিগত যে রকম গভীর সাদৃশ্য রয়েছে সে রকম কোন প্রকার ধ্বনিগত সাদৃশ্য বাংলা শব্দগুলোর সাথে মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং ও খুমি শব্দগুলোর নেই (সারণী ১ দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৩৩	চোখ	cok	cok	myaci	mik	mɔkɔɬ	amik	mit	mit	mit	mit	amik
৩৮	তুমি/তুই	tui	tui	maŋ (পুং) naŋ (স্ত্রী)	ɛn	nuŋ	naŋ	naŋma	naŋ	naŋ	naŋ	naŋ
৪২	(দুই)	dui	di	nɔy	prɛ	noi	na	panika	pahni	pani	hni	nuʔ
৫১	(নাম)	naŋ	naŋ	name	miŋ	muŋ	amiŋ	ramiŋ	miŋ	min	imiŋ	amuŋ
৫৬	(পাঁচ)	pac	pac	ŋa:	taŋa	ba	ŋa	paŋa	paŋa	paŋa	ŋɔ	paŋ
৬২	(পানি)	pani	pani	ri	tui	tui toi	i:	tui	tui	ti	tui	tui

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ২টি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভাষা ও উপভাষা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে যে দু'টি পরিবারের ভাষা ও উপভাষা রয়েছে সে দু'টি পরিবারের নামগুলো কিভাবে জানা যাবে। এ বিষয়ে আমরা জানি যে, ইতোমধ্যে পন্ডিতদের দ্বারা বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ান পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখাভুক্ত একটি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এমতাবস্থায়, বাংলা মৌলিক শব্দগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা মৌলিক শব্দগুলোর ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থেকে এ কথা বলা সংগত হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইন্দো-ইউরোপীয়ান পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান (Indo-Aryan) শাখাভুক্ত ভাষার শব্দ রয়েছে এবং সেগুলো চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা তাদের কথাবার্তায় ব্যবহার করছে। এবার আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অপর ভাষা পরিবারটির পরিচয় জানার চেষ্টা করি। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা শব্দগুলো ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং ও খুমি শব্দগুলোর কোন কোনটির ক্ষেত্রে যে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য আছে তা উপরে প্রদত্ত শব্দগুলোকে লক্ষ্য ও বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে। এমতাবস্থায়, এদেরকে একটি সাধারণ শাখার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গ্রীয়ার্সন (১৯০৩-২৭) ত্রিপুরা ভাষাকে বৃহত্তর সিনো-টিবেটান বা ভোট-চীন পরিবারের টিবেটো-বার্মেন (Tibeto-Burman) বা ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা হিসেবে শ্রেণীকরণ করেছেন। এখানে ত্রিপুরা শব্দগুলোর সাথে মারমা, ম্রো, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং ও খুমি কোন কোন শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য রয়েছে। ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্যের বিচারে এ সকল ভাষা ও উপভাষাগুলোকেও ভোট-চীন পরিবারের ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্গত করা সংগত হবে। সুতরাং, আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইন্দো-ইউরোপীয়ান এবং সিনো-টিবেটান বা ভোট-চীন পরিবারের ভাষা ও উপভাষা রয়েছে।

৪.২ বাংলা মৌলিক শব্দগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা মৌলিক শব্দগুলোর সাদৃশ্যের বিচার :

এ বিষয়ে প্রথমে ১নং সারণীতে প্রদত্ত শব্দগুলোর ধ্বনিগত সাদৃশ্যের তুলনা করার জন্য উপরে উল্লেখিত ৬টি মৌলিক শব্দের বাংলা, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা প্রতিশব্দগুলোকে নিম্নলিখিত ২নং সারণীতে বিন্যাস করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ২

ক্রমিক	বাংলা	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা
৩০ (চোখ)	cokh	cok	cok
৩৮ (তুমি/তুই)	tumi/tui	tui	tui
৪২ (দুই)	dui	dui	di
৫১ (নাম)	nam	naŋ	naŋ
৫৬ (পাঁচ)	pā̃c	paç	paç
৬২ (পানি)	pani	pani	pani

উপরে প্রদত্ত শব্দগুলোর ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, ৩৮ নং ও ৬২ নং ক্রমিকে প্রদত্ত চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা দের 'tui' শব্দের সাথে বাংলায় মধ্যম পুরুষে একবচনে অগৌরবার্থে ব্যবহৃত 'tui' শব্দের সাদৃশ্য আছে এবং 'pani' শব্দটি বাংলা, চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যা শব্দের তিনটিতেই স্থান পেয়েছে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা সাধারণতঃ মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'tumi' শব্দটি ব্যবহার করে। তবে তারা সম্মানার্থে একবচনেও 'আপনি' অর্থে 'tumi' শব্দটি ব্যবহার করে। ৩১নং শব্দটির ধ্বনিগত বিচার করলে দেখা যায় বাংলায় শব্দের শুরুতে যে স্থলে ঘৃষ্ট ধ্বনি /c/ব্যবহৃত হয়েছে তদস্থলে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা শব্দগুলোতে উষ্মা ধ্বনি /ç/ ব্যবহৃত হয়েছে এবং শব্দের শেষে বাংলায় যেখানে /kh/ধ্বনিটি ব্যবহৃত হয়েছে তদস্থলে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাতে /k/ ধ্বনিটি ব্যবহৃত হয়েছে। ৪২নং ক্রমিকে প্রদত্ত 'dui' শব্দটি চাকমাতে 'dui' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তঞ্চঙ্গ্যাদের ধন্যা-গসা নামে একটি 'গসা' (গোষ্ঠী বিশেষ) আছে। তারা দুইঅর্থে 'di' শব্দটি ব্যবহার করে। এতে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে শব্দের মধ্যস্থিত /u/স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়েছে। ৫১ নং ক্রমিকে প্রদত্ত শব্দগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলা, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা শব্দগুলোর সর্বত্র শব্দের শুরুতে /n/ ধ্বনি এবং মধ্যে /a/ধ্বনিটি স্থান লাভ করেছে। তবে এই একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দটির বেলায় বাংলায় শব্দের শেষে /m/ ধ্বনি এবং চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাতে তদস্থলে /ŋ/ ধ্বনিটি ব্যবহৃত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ৫৬ নং ক্রমিকে প্রদত্ত শব্দগুলোর ক্ষেত্রে তিনটি করে ধ্বনি রয়েছে। এদের মধ্যে বাংলা শব্দটির মধ্যম ধ্বনিটি /ā/, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যায় কিন্তু এক্ষেত্রে মধ্যম ধ্বনিটি হলো /a/। লক্ষণীয় যে এতে অনুনাসিকতা নেই। তা সত্ত্বেও বাংলা মৌলিক শব্দগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের মৌলিক শব্দগুলোর যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ও সাদৃশ্য রয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

৪.২১ চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যার শ্রেণীকরণ ঃ

আমরা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাতে যে ১০৮টি মৌলিক শব্দের প্রতিশব্দ সংগ্রহ করেছি সেগুলোকে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ঐ ১০৮টিশব্দের সব ক'টিতেই চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা শব্দগুলোর মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রে ধ্বনিগত সাদৃশ্য রয়েছে। এ থেকে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাকে একই উপভাষার অনুর্গত করা সংগত হবে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৬৫) প্রমুখ ভাষাবিদেরা বাংলার একটি উপভাষা হিসেবে চাকমাকে চিহ্নিত করেছেন। এমতাবস্থায়, তঞ্চঙ্গ্যাকে চাকমার একটি উপ-উপভাষা হিসেবে অনুর্ভুক্ত করা সংগত হবে বলে মনে হয়।

৪.২২ প্রাপ্ত শব্দগুলোতে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা শব্দগুলোর মধ্যেকার কিছু পার্থক্যের আলোচনাঃ

চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা শব্দগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ প্রায় ক্ষেত্রে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকলেও কোন কোন শব্দের বেলায় ধ্বনিগত পার্থক্যও রয়েছে। এই জাতীয় দু'টি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নে প্রদান করা হলো।

(১) যে সকল মৌলিক শব্দে চাকমাতে স্বরযুক্ত অবস্থায় শব্দের মধ্যে /d/ ও /dh/ ধ্বনি উচ্চারিত হয় তদস্থলে তঞ্চঙ্গ্যাতে /r/ ধ্বনি উচ্চারিত হয় (৩ নং সারণী দ্রঃ)।

(২) আবার যে সকল মৌলিক শব্দের চাকমাতে স্বরযুক্ত অবস্থায় শব্দের মধ্যে /r/ ধ্বনি উচ্চারিত হয় তদস্থলে তঞ্চঙ্গ্যাতে উক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিটি উচ্চারণ কালে লুপ্ত হয় (৪ নং সারণী দ্রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩

ক্রমিক	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মন্তব্য
৩৬ (ডিম)	bɔda	bɔra	চাকমায় / d /, তঞ্চঙ্গ্যায় / r /
৫৯ (পাতা)	pada	para	চাকমায় / d /, তঞ্চঙ্গ্যায় / r /
৮১ (মাথা)	madha	mara'	চাকমায় /dh /, তঞ্চঙ্গ্যায় / r /
১০৪ (হাঁটু)	á'du	á'ru	চাকমায় / d /, তঞ্চঙ্গ্যায় / r /
১০৫ (হাঁটা)	á'dana	á'rana	চাকমায় / d /, তঞ্চঙ্গ্যায় / r /

উল্লেখ্য যে, ৩৬ নং ক্রমিকে প্রদত্ত 'ডিম' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায়ও bɔda শব্দটি পাওয়া যায়। এটি আরবী 'bɔyda' শব্দ থেকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় একটি কৃতঋণ শব্দ হিসেবে স্থান লাভ করেছে এবং তা থেকে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাতে কৃতঋণ শব্দ হিসেবে স্থান লাভ করেছে।

সারণী - ৪

ক্রমিক	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মন্তব্য
৮ (উড়া)	urána	uána	চাকমাতে শব্দের মধ্যে স্বরযুক্ত অবস্থায় /r/ ধ্বনি পাওয়া যায়।
১৮ (কুড়ি/বিশ)	xuri	xu-i	
৩৭ (তারা/তাহারা)	tará'	ta-á'	
৪৭ (নক্ষত্র/তারকা)	tara	ta-a	তঞ্চঙ্গ্যায় শব্দের মধ্যে / r / ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে।
৬৫ (পূর্ণ)	pura	pu-a	
৬৮ (পোড়ানো)	purana	puana	
৮৪ (মূল/শিকড)	siɔ̃ɔr	siɔ̃ɔ	
৮৫ (শোয়া)	pɔrána	pɔána	
৯৩ (শীতল/ঠান্ডা)	zurɔ	zuɔ	
১০২ (হত্যা করা/মেরে ফেলা)	mari-phɛlana	ma-i-phɛlana	

Dhaka University Institutional Repository

৪.২৩ বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দ ও সর্বনামগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সংখ্যাবাচক শব্দ ও সর্বনামগুলোর তুলনা :

আমরা প্রথমে বাংলা সংখ্যাবাচক কয়েকটি শব্দের সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর তুলনা করবো। এই উদ্দেশ্যে নিম্নে ৫ নং সারণীতে বাংলা, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সংখ্যাবাচক শব্দগুলো প্রদান করা হলো।

সারণী - ৫

বাংলা	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা
ɛk (১০)	ɛk	ɛk
dui (৪২)	dui	di
tin	tin	tin
car	çer	çar
pãc (৩৬)	paç	paç
chɔ y (৩১)	chɔ	chɔ
sat (১১)	sat	sat
aṭ (৩)	attyɔ	attyɔ
nɔ y (৪৮)	nɔ	nɔ
dɔ sh (৩১)	dɔç	dɔç
kuri/bish (১৮)	xuri	xuri
pɔncas (৫৩)	pɔnzaç	pɔncas
ɛkshɔ (১১)	ɛksɔ	ɛksɔ
hazar	ázar	ázar

উপরে প্রদত্ত বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থেকে বলা যায় যে, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যায় ব্যবহৃত শব্দগুলো কৃতঋণ শব্দ এবং এগুলো বাংলা থেকে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যায় কৃতঋণ শব্দ হয়ে স্থান লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬

	বাংলা	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা
উত্তম পুরুষ একবচন	ami (৫) /mui (রংপুরে প্রচলিত)	mui (৫)	mui (৫)
উত্তম পুরুষ বহুবচন	amora (৪)	ami´ (৪)	ami´ (৪)
মধ্যম পুরুষ একবচন	tumi (৩৮) /tui	tui (৩৮) tumi´ (সম্মানার্থে)	tui (৩৮) tumi´ (সম্মানার্থে)
মধ্যম পুরুষ বহুবচন	tomo ra	tumi´	tumi´
প্রথম পুরুষ একবচন	se/hite (অগৌরবার্থে)	tɛ/tará (সম্মানার্থে)	tɛ/tará (সম্মানার্থে)
প্রথম পুরুষ বহুবচন	tara/tahara (৩৭)	tará (৩৭)	tará (৩৭)

উপরে প্রদত্ত সর্বনামগুলোর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা উত্তম পুরুষের একবচনে 'mui' শব্দটি ব্যবহার করে। 'ami' শব্দটি বাংলায় উত্তম পুরুষের একবচনে ব্যবহৃত হলেও চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যায় তা বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় উত্তম পুরুষে বহুবচনে ব্যবহৃত amora এবং মধ্যম পুরুষে বহুবচনে ব্যবহৃত 'tomora শব্দ দু'টি চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাতে নেই। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা আমরা অর্থে 'ami' তোমরা অর্থে 'tumi' শব্দগুলোর ব্যবহার করে। এবার প্রথম পুরুষের সর্বনামগুলোর কথায় আসা যাক। বাংলায় প্রথম পুরুষের একবচনে 'se' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাতে 'se' শব্দটি নেই, তদস্থলে 'tɛ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে চট্টগ্রামেও tɛ /itɛ /hitɛ শব্দগুলো সে অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ব্যবহৃত tɛ শব্দের সাথে tɛ/itɛ /hitɛ শব্দগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পুরুষে বহুবচনে বাংলা, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যায় তিনটিতেই 'tara'শব্দটির ব্যবহার আছে। তবে বাংলায় ব্যবহৃত 'tahara' শব্দটি চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাতে নেই। আবার চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা তিনি এবং ওনারা অর্থেও 'tará' শব্দটিকে ব্যবহার করে। এতদসত্ত্বেও একথা বলা যাবে যে সর্বনাম শব্দগুলোর ক্ষেত্রে বাংলা সর্বনামগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সর্বনামগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে।

৪.১৩ ভোট-বর্মী শব্দগুলোর সাদৃশ্যের বিচার :

অতঃপর আমরা ১ নং সারণী থেকে ভোট-বর্মী শব্দগুলো নিয়ে আলাদা একটি সারণী তৈরি করে এদের মধ্যেকার সাদৃশ্যের বিচার করবো।

সারণী - ৭

প্রাপ্ত ভোট-বর্মী শব্দগুলোর মধ্যেকার ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিচার :

ক্রমিক	মৌলিক শব্দ	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৩০	চোখ	myaci	mik	mɔkɔl	amik	mit	mit	mit	mit	amik
৩৮	তুমি/তুই	maŋ (পুং) naŋ (স্ত্রী)	ɛn	nuŋ	naŋ	naŋma	naŋ	naŋ	naŋ	naŋ
৪২	(দুই)	nɔy	pr ɛ	noi	na	panika	pahni	pani	hni	nuɔ
৫১	(নাম)	name	miŋ	muŋ	amiŋ	ramiŋ	miŋ	miŋ	imiŋ	amuŋ
৫৬	(পাঁচ)	ŋa	taŋa	ba	ŋa	paŋa	paŋa	paŋa	ŋɔ	paŋ
৬২	(পানি)	ri	tui	tui toi	i :	tui	tui	ti	tui	tui

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

উপরে ৩৩নং ক্রমিকে প্রদত্ত 'চোখ' শব্দের তোট-বর্মী প্রতিশব্দগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল তোট-বর্মী ভাষা ও উপভাষাগুলোতে চোখ শব্দের প্রতিশব্দ-গুলোতে /m / ধ্বনিটি ব্যবহৃত হয়েছে। মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, পাংখুয়া, লুসেই, বম ও খ্যাং শব্দগুলোতে শব্দের শুরুতে /m / ধ্বনিটি স্থান লাভ করেছে। চাক ও খুমি শব্দগুলোর ক্ষেত্রে /m / ধ্বনিটি শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। ৩৮ নং ক্রমিকে প্রদত্ত তুমি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে মারমা, চাক, লুসেই, খ্যাং ও খুমিতে 'naɔ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি পাংখুয়াতে naɔma হিসেবেও পাওয়া যায়। তাতেও শব্দের শুরুতে naɔ আছে। ৪২ নং ক্রমিকে প্রদত্ত দুই শব্দের তোট-বর্মী প্রতিশব্দগুলোতে প্রায়ই /n / ধ্বনিটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ৫১নং ক্রমিকে প্রদত্ত নাম শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ম্রো, লুসেই ও বমে miɔ শব্দটি পাওয়া যায়। এটি ত্রিপুরায় muɔ, চাকে amiɔ, পাংখুয়াতে ramiɔ, খুমিতে amuɔ হিসেবে পাওয়া গেলেও এদের মধ্যে যে সর্বত্র / m / ও / ɔ / ধ্বনিটির সাদৃশ্য রয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়। ৫৬ নং ক্রমিকে প্রদত্ত পাঁচ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে মারমা ও চাকে 'ɔa', পাংখুয়া, লুসেই ও বমে 'paɔ a', ম্রোতে taɔa এবং খ্যাং-এ 'ɔɔ' পাওয়া যায়। এই শব্দগুলোর সর্বত্রই / ɔ / ধ্বনিটির ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে ত্রিপুরায় / ɔ / ধ্বনির স্থলে / b / ধ্বনিটি স্থান অধিকার করায় আমরা ত্রিপুরায় পাঁচ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'ba' পেয়ে থাকি। তা সত্ত্বেও মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং ও খুমি শব্দগুলোর মধ্যে এক্ষেত্রে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য যে রয়েছে তা লক্ষ্য করা যায়।

৪.৩১ পার্বত্য চট্টগ্রামের তোট-বর্মী শব্দগুলোকে বিভিন্ন দলে পৃথকীকরণঃ

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং এবং খুমি নামে ৯ টি তোট-বর্মী ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর শব্দ সংগ্রহ করেছি। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, এগুলোকে কয়টি দলে পৃথক করা যেতে পারে? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পেরেছি যে, উক্ত ৯টি তোট-বর্মী ভাষা ও উপভাষার শব্দগুলোর মধ্যে পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং ও খুমি শব্দগুলোর মধ্যে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য রয়েছে (সারণী-৮ দ্রঃ)। পূর্বে এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা সকলেই বাংগালী ও চাকমাদের কাছে 'কুকি' নামে পরিচিত ছিল। বর্মীরা 'খ্যাং'দের নাম যে ভাবে উচ্চারণ করে তাতে অনেক সময় শব্দটি 'চীন' হিসেবেও শোনা যায়। তাই এই ৫টি জনগোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত শব্দগুলোকে একই দলের অন্তর্ভুক্ত করা সংগত

Dhaka University Institutional Repository

হবে । গ্রীয়ার্সন (১৯০৩-২৭) এদের জন্য যে কুকি-চীন দল নামটি ব্যবহার করেছেন তদপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য নাম না পাওয়া পর্যন্ত এদের জন্য কুকি-চীন দল নামটি ব্যবহার করা যেতে পারে । প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, আমরা মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, চাক এবং কুকি-চীন দলের শব্দগুলোর মধ্যে আনুঃমিল খুব কমই খুঁজে পেয়েছি । (সারণী-১০ দ্রঃ) । যার জন্য এদেরকে আলাদা দলে অনুর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে।

৪.৩২ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোট-বর্মী শব্দগুলো থেকে কুকি-চীন দলের শব্দগুলোকে পৃথকীকরণ ঃ

আমার পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, চাক, পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং ও খুমি যে ৯টি ভোট-বর্মী শাখার অনুর্ভুক্ত ভাষা ও উপভাষা পাই, তাদের মধ্যে থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দগুলোর ধ্বনিগত বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, এদের মধ্যে পাংখুয়া, লুসেই, বম, খ্যাং ও খুমি শব্দগুলোর মধ্যেই অধিক সাদৃশ্য রয়েছে । এই সাদৃশ্যের বিষয়টি তুলে ধরার জন্য নিম্নে ৮ নং সারণীতে সংগৃহীত তালিকার ৫ (আমি), ১২ (এটা), ২৬ (চাঁর্ব), ২৯ (চুল), ৪৬ (নতুন) এবং ৯২ (শিং) শব্দগুলোর বিভিন্ন ভোট-বর্মী প্রতিশব্দগুলো ৮নং সারণীতে প্রদান করা হলো এবং কুকি-চীন দলের শব্দগুলোকে অন্যান্য ভোট-বর্মী দলের শব্দগুলো থেকে পৃথক করে দেখানোর জন্য তাদের মাঝখানে || চিহ্নটি প্রদান করা হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৮

ক্রমিক	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৫ (আমি)	ŋa	aŋ	aŋ	ŋa	kɛi kɛima	kɛi	kɛi	kɛi	kai
১২ (এটা)	dithu disaŋ	mami	imɔ	ma	hihi	hɛihi	himi	hi	hihi
২৬ (চর্বি)	chi achi	acau	thɔk	asa	thau	thau	thau	thɔu	thɔ
২৯ (চুল)	cemba	cam	khnai	afumiŋ	sam	sam	sam	sɔm	sam
৪৬ (নতুন)	asah	acar	katal	aɛ	thar	thar	thar	tha	katha
৯২ (শিং)	agro	naŋ	bɔkɔrɔŋ	aruŋ	raki	ki	ki	khi	tiki

উপরে প্রদত্ত শব্দগুলোকে সাদৃশ্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে এটি স্পষ্ট হয় যে উপরোক্ত শব্দগুলোর ক্ষেত্রে কুকি-চীন দলের শব্দগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু এদের সাথে অন্যান্য ভোট-বর্মী মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা ও চাক শব্দগুলোর কোন মিল নেই।

৪.৩৩ ভোট-বর্মী সর্বনামগুলোর ধ্বনি বিচার এবং যে সব ক্ষেত্রে কুকি-চীন দলের সর্বনামগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা নির্ণয় :

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল ভোট-বর্মী বিষয়ক শব্দ সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্যে ৪ (আমরা), ৫ (আমি), ১২ (এটা), ১৩ (ওটা) এবং ৩৮ (তুমি) সর্বনামগুলো রয়েছে। এই সকল সর্বনাম বিষয়ক শব্দগুলোর সাথে আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বনাম বিষয়ক শব্দ 'তোমরা', 'তারা' এবং 'সে' শব্দ দু'টির প্রতিশব্দও যুক্ত করে নিম্নে ৯ নং সারণীতে প্রদান করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৯

সর্বনাম	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
আমি (৫)	ŋa	aŋ	aŋ	ŋa	kɛi kɛima	kɛi kɛima	kɛi kɛima	kɛi	kai
আমরা (৪)	ŋɔro	aŋiŋ	cuŋ	ŋiak	kɛini	kɛini kɛinimari	kanni kanma	kɛini	kaci kaicɛ
তুমি (১৮)	maŋ(পুং) naŋ(স্ত্রী)	ɛn	nuŋ	naŋ	naŋ na naŋ	naŋ	naŋ	naŋ	naŋ
তোমরা	naŋ ro	ɛniŋ	nɔk	nanni	naŋni	naŋni	naŋni	naŋni	na . cchi
সে	yãsu	paimi	bɔ	ama	anni	anni	anni	anila	huni
তারা (১৭)	yãsuro	Kabua	bɔk	amma-rak	annihau	annimani	anitla	anila	hunilu-cchi
এটা (১২)	dithu disaŋ	mami	imɔ	ima	hihi	hɛihi	himi	hi	hihi
ওটা (১৩)	thusaŋ	paimi	ubɔ	huŋma	huhua	sɔsɔ	khikhi khi	ɔui	hi

আমরা উপরোক্ত সর্বনামগুলোর ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিচার করলে করলে দেখতে পাই যে, যেখানে ৫নং ক্রমিকে আমি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে কুকি-চীন দলের শব্দগুলোর মধ্যে kɛi/kai রয়েছে সেখানে অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোতে ŋa/aŋ রয়েছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে আমি সর্বনামের ক্ষেত্রে কুকি-চীন দলের শব্দগুলোতে সর্বত্রই /k/ ধ্বনিটি স্থান লাভ করেছে। আর অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোতে /ŋ/ ধ্বনিটি স্থান লাভ করেছে। ১২নং ক্রমিকে প্রদত্ত এটা শব্দের প্রতিশব্দগুলোর বেলায়ও কুকি-চীন শব্দগুলোকে অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলো থেকে আলাদা করা যায়। যেখানে কুকি-চীন শব্দগুলোতে /hi/ ধ্বনি যুগল স্থান পেয়েছে অন্যদের ক্ষেত্রে সেভাবে তা স্থান পায়নি। ৪নং ক্রমিকে প্রদত্ত 'আমরা' শব্দের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি যে, পাংখুয়া, লুসেই, বম ও খ্যাং-এ kɛini/kanni শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল এর খুমি শব্দ হলো kaci। লক্ষণীয় যে এক্ষেত্রে সর্বত্রই /k/ ধ্বনিটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোতে এক্ষেত্রে /k/ ধ্বনিটি স্থান লাভ করেনি। তাই আমি (৫), আমরা (৪), এটা (১২) এ সকল সর্বনামগুলোর প্রতিশব্দ বিচার করে এ কথা বলা সংগত হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯টি ভোট-বর্মী ভাষা ও উপভাষার মধ্যে খ্যাং লুসেই, পাংখুয়া, বম ও খুমি এই ৫টি কুকি-চীন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে ভাষাগত যোগসূত্র রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩৪ কুকি-চীন দলের শব্দগুলোকে উপদলে পৃথকীকরণঃ

আমরা কুকি-চীন দলের প্রাপ্ত শব্দগুলোর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিচার করলে দেখতে পাই যে লুসেই, বম ও পাংখুয়া শব্দগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অনুঃমিল লক্ষ্য করা যায়। প্রাপ্ত ১০৮টি শব্দের ক্ষেত্রে লুসেই-পাংখুয়াঃ ৬৫, লুসেই-বমঃ ৬৯ ও পাংখুয়া-বমঃ৬২টি শব্দের প্রতিশব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত সাদৃশ্য রয়েছে, যা অন্যদের ক্ষেত্রে ২৩ -এর অধিক নয়। এমতাবস্থায়, লুসেই, বম ও পাংখুয়া শব্দগুলোকে একই উপদলের অনুর্গত করা যায়। গ্রীয়ার্সন (১৯০৩-২৭) এদেরকে মধ্য কুকি-চীন দল (Central Kuki-Chin group-এর অনুর্গত করেছেন। আর স্বাভাবিকভাবে খ্যাং ও খুমিদেরকে অন্য একটি উপদলের অনুর্গত করতে হয়। গ্রীয়ার্সন এদেরকে দক্ষিণ কুকি-চীন উপদল (Southern Kuki-Chin group) এর অনুর্ভুক্ত করেন। এক্ষেত্রে সংগত কারণে তা গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

৪.৩৫ বর্মী ও মারমা শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বিচারঃ

আমরা যে ১০৮টি শব্দের ভোট-বর্মী শব্দ সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্যে মারমা শব্দগুলোর সাথে অন্যান্য শব্দগুলোর সাদৃশ্যের পরিমাণ মাত্র ৭ থেকে ২৩ টি। যেমন- মারমা-ম্রো ;১৫, মারমা- ত্রিপুরা ১২, মারমা-চাক :২৩, মারমা-পাংখুয়া/লুসেই/বম/খ্যাংঃ ১০, মারমা-খুমিঃ ৭। এমতাবস্থায়, এই সংখ্যক সাদৃশ্যকে নগণ্য বলতে হয়। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার (১৮৬৮) তাঁর লিখিত A Comparative Dictionary of the non-Aryan Languages of India and High Asia অভিধানটিতে যে ১১০টি বর্মী শব্দ প্রকাশ করেছেন সেগুলোর সাথে আমাদের সংগৃহীত মারমা শব্দগুলোর মধ্যে ৪১টি সাধারণ শব্দ রয়েছে। এই ৪১টি মৌলিক শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিচার করলে উক্ত ৪১টি শব্দের মধ্যে ৩১টি শব্দের বর্মী ও মারমা শব্দগুলোর মধ্যে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য আছে। এ থেকে বলা সংগত হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্মী ভাষার একটি উপভাষা আছে এবং তা মারমা উপভাষা। হান্টারের সংগৃহীত শব্দগুলোর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা শব্দগুলোর মধ্যেকার ৪১টি সাধারণ শব্দের তুলনার জন্য একটি তালিকা প্রণয়ন করা হলো (নমুনা অংশে প্রদত্ত ২নং তালিকা দ্রঃ)।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩৬ বোড়ো ও ত্রিপুরা শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বিচারঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরা শব্দগুলোর সাথে অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোর ধ্বনিগত সাদৃশ্যও নগণ্য সংখ্যক বলতে হবে। যেমন- ত্রিপুরা-চাকঃ ১৫, ত্রিপুরা-ম্রোঃ১২, ত্রিপুরা-লুসেই/ব্রম/পাংখুয়া/খুমি : ১০। এবং ত্রিপুরা-খ্যাং : ৯। ত্রিপুরা শব্দগুলোর সাথে অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোর সাদৃশ্যের এই সংখ্যা থেকে সহজেই বোধগম্য হয় যে ত্রিপুরা ভাষা এখানে অন্যদের চেয়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষা। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য শব্দগুলোর সাথে ত্রিপুরা শব্দগুলোর সাদৃশ্যের সংখ্যা কম হলেও আসামের বোড়ো শব্দগুলোর সাথে ত্রিপুরা শব্দগুলোর যথেষ্ট ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। গ্রীয়ার্সন (১৯০৩-২৭) Linguistic Survey of India, Vol.1 গ্রন্থে জনৈক এন্ড্যারসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক যে বোড়ো শব্দগুলো প্রকাশ করেন সেগুলোর সাথে আমাদের সংগৃহীত ত্রিপুরা শব্দগুলোর মধ্যে ২৭টি সাধারণ শব্দ আছে। এই ২৭টি শব্দের প্রতিশব্দগুলোর মধ্যে বোড়ো শব্দের সাথে ত্রিপুরা শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্যের সংখ্যা ২৪ (নমুনাজন্য ৩নং তালিকা দ্রঃ)।এ দিক থেকে ত্রিপুরা ভাষাকে বোড়ো দলের অনুর্গত করা সংগত হবে।

৪.৩৭ ভোট-বর্মী শব্দগুলো থেকে ম্রো শব্দগুলোকে পৃথকীকরণঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো শব্দগুলো ভোট-বর্মী শব্দসমূহের সাথে একই শাখাভুক্ত হলেও প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোর সাথে ম্রো শব্দগুলোর সাদৃশ্যের পরিমাণ সংখ্যার বিচারে নগণ্য বলতে হবে। যেমন - ম্রো-মারমা/ত্রিপুরাঃ ১২, ম্রো-পাংখুয়া/লুসেই : ৮, ম্রো-ব্রম : ৯, ম্রো-খ্যাং : ৬, ম্রো-চাক/খুমি : ১১। ম্রো শব্দগুলোকে অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলো থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করার জন্য নিম্নে ১০ নং সারণীতে কতগুলো শব্দের প্রতিশব্দ তুলনামূলক বিচারের জন্য প্রদান করা হলো।

সারণী - ১০

ক্রমিক	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	ব্রম	খ্যাং	খুমি
৪২ (দুই)	hɔ y	prɛ	noi	na	panika	pahni	pani	hni	nu
৮০ (মাছ)	ŋa:	dam	a	tana	ŋa	saŋ a	ŋa	ŋɔ	ŋɑ
৮৭ (রক্ত/লোহু)	thui	yi	thui	sɛ	thi	thisɛn	thi	thi	thi

Dhaka University Institutional Repository

উপরে প্রদত্ত শব্দগুলোর ধ্বনিগত বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ৪২ নং ক্রমিকে প্রদত্ত 'দুই' শব্দের ভোট-বর্মী প্রতিশব্দগুলোর ক্ষেত্রে সব ক'টিতেই prɛ শব্দটি ব্যতীত অন্য শব্দগুলোতে /n/ ধ্বনিটি স্থান লাভ করেছে. অথচ ম্রো শব্দটির ক্ষেত্রে /p/ ধ্বনিটি স্থান লাভ করেছে যা অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোতে এ ক্ষেত্রে স্থান লাভ করেনি।

আবার ৮০ নং ক্রমিকে প্রদত্ত মাছ শব্দের প্রতিশব্দগুলোর ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিচার করলে দেখা যায় যে, ম্রো এবং ত্রিপুরা শব্দ দু'টি ব্যতীত অন্যান্য সকল ভোট-বর্মী শব্দগুলোতে /ŋ/ ধ্বনিটি স্থান লাভ করেছে। মারমা, পাংখুয়া ও খুমিতে মাছ শব্দের প্রতিশব্দ 'ŋɑ' এর সাথে ত্রিপুরায় ব্যবহৃত মাছ শব্দের প্রতিশব্দ 'ɑ' তুলনা করলে এ কথা বলা সংগত হবে যে ত্রিপুরায় শব্দের আদিতে /ŋ/ ধ্বনিটি লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো এক্ষেত্রে ম্রো শব্দটিতে /d/ ধ্বনিটি শব্দের শুরুতে স্থান লাভ করেছে, যা অন্যান্য শব্দগুলোর ক্ষেত্রে স্থান লাভ করেনি।
উপরে প্রদত্ত ৮৭নং ক্রমিকের রক্ত শব্দের প্রতিশব্দগুলোর ধ্বনিগত বিচার করলে দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে ম্রো ও চাক শব্দ দু'টি ব্যতীত অন্যান্য সকল ভোট-বর্মী শব্দগুলোতে /th/ ধ্বনিটি স্থান লাভ করেছে। রক্ত শব্দের চাক প্রতিশব্দ 'sɛ' শব্দটির সাথে লুসেই শব্দ 'thisɛn' শব্দটির /s/ ধ্বনির ক্ষেত্রে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। কিন্তু রক্ত শব্দের ম্রো প্রতিশব্দ 'yi' শব্দটির সাথে অন্য কোন ভোট-বর্মী শব্দের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায়, ম্রো শব্দগুলোকে আলাদাভাবে একটি স্বতন্ত্র দলের দলভুক্ত করা সংগত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৩১ সালে সেনসাস অব ইন্ডিয়া গ্রন্থের ১১ নং ভল্যুমের ১নং খন্ডে বার্মা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়, তাতে ম্রো ভাষা সম্পর্কে বলা হয় যে, ''এ বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত না হওয়া পর্যন্ত এটিকে একটি স্বতন্ত্র দলে স্থান দিয়ে আলাদাভাবে দলভুক্ত করা হলো" (সেনসাস অব ইন্ডিয়া ১৯৩১, ভল্যুম ১১, পার্ট ১, বার্মা রিপোর্ট, পৃ: ১৮৭ দ্র:)।

৪.৩৮ ভোট-বর্মী শব্দগুলো থেকে চাক শব্দগুলোকে পৃথকীকরণ:

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগৃহীত শব্দগুলোকে এখানকার অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোর সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, কোন কোন মৌলিক শব্দের প্রতিশব্দের ক্ষেত্রে চাক শব্দগুলোর সাথে এখানকার কোন কোন ভোট-বর্মী শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। তবে এই সাদৃশ্যের পরিমাণ সংখ্যাগত বিচারে নগণ্য বলতে হবে। প্রাপ্ত শব্দগুলোর মধ্যে চাক শব্দের সাথে অন্যান্য ভোট-বর্মী শব্দগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যের সংখ্যা হলো যথাক্রমে - চাক-ত্রিপুরা: ১৫, চাক-পাংখুয়া/লুসেই/বম/খ্যাং: ১৬, চাক-মারমা: ২৩ এবং চাক-খুমি: ১০। চাক শব্দগুলোর সাথে অন্যান্য ভোট-বর্মী

Dhaka University Institutional Repository

শব্দগুলোর মধ্যেকার এই নগণ্য সংখ্যক সাদৃশ্যের কারণে চাক শব্দগুলোকে ভোট-বর্মী শাখার অনুর্গত করলেও অন্য কোন দলের অনুর্গত করা যাচ্ছে না । এখানে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জনগোষ্ঠীর লোকেরা 'চাক' (Chak) নামে পরিচিত তাদেরই সগোত্রীয় লোকেরা আরাকানে 'সাক' (Sak) নামে বর্মী ও আরাকানীদের কাছে পরিচিত । পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকরা নিজেদের 'আসাক' (Asak) বলে থাকে । আবার উত্তর বার্মায় কাদু (Kadu) নামে আরও একটি জনগোষ্ঠীর লোকেরাও নিজেদের 'আসাক' বলে । কাদুরা উত্তর বার্মার মিটকিনা এবং কাথা জেলায় বাস করে । মিটকিনা জেলাটি চীনের ইউনান প্রদেশের সীমানুবর্তী জেলা । আবার কাথা জেলাটি ভারতের নাগাল্যান্ড ও মনিপুর রাজ্যের সীমানুবর্তী । বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে সুদুর উত্তরে অবস্থিত চীনের ইউনান প্রদেশের সীমানুবর্তী বার্মার মিটকিনা জেলা পযনু বিস্তৃত ভুখন্ডে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা নিজেদের 'আসাক' হিসেবে পরিচয় দানকারী লোকদের শব্দগুলোকে গবেষণার জন্য অত্যনু গুরুত্বপুর্ণ বলতে হবে । কারণ, এদেরই শব্দগুলো এই বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যা অন্য দলের শব্দগুলোর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না । এই প্রেক্ষিতে চাক শব্দগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে । তাই এ বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা না হওয়া পর্যনু আপাততঃ চাক উপভাষাকে অশ্রেণীভুক্ত রাখা সঙ্গত হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ১. চাকমা (২,৩৯,৪৯৭), ২. মারমা (১,৪২,৩৩৪), ৩. ত্রিপুরা (৬১, ১২৯), ৪. ম্রো (তাদের অনেকে মুরং নামেও তালিকাভুক্ত, ২২,১৬৭), ৫. তঞ্চঙ্গ্যা (২২, ০৪১), ৬. বম (৬, ১৭৮), ৭. পাংখুয়া (৩,২২৭), ৮. চাক (২,০০০), ৯. খ্যাং (তাদের অনেকে খিয়াং নামেও তালিকাভুক্ত, ১,১৫০), ১০. খুমি (১, ২৪১) এবং ১১. লুসেই (তাদের অনেকে লুসাই নামেও তালিকাভুক্ত, ৬৬২) নামে যে ১১টি জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে কয়টি ভাষা কিংবা উপভাষা প্রচলিত রয়েছে সে সম্পর্কে কোন বিজ্ঞান-সম্মত তথ্য আমাদের জানা ছিলনা। তাই এই বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে দেখা এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য। আমাদের এই গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে তুলনাত্মক কাজ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ও উপভাষাগুলিকে প্রাথমিকভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এই গবেষণার কাজে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সদস্যদের থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে ব্যবহার করেছি। এতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তার একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদান করা হলো-

৫.১। পার্বত্য চট্টগ্রামে ২টি বৃহৎ ভাষা পরিবারের ভাষা ও উপভাষা রয়েছে। একটি হলো- ইন্দো-ইউরোপীয়ানভাষা পরিবার এবং ২. অন্যটি হলো সিনো-টিবেটান বা ভোট-চীন ভাষা পরিবার। প্রথমটি পার্বত্য চট্টগ্রামে পশ্চিম পার্শ্ববর্তী ভূখন্ড থেকে এবং দ্বিতীয়টি প্রধানতঃ পূর্ব পার্শ্ববর্তী ভূখন্ড বিশেষতঃ বার্মা বা মায়ানমার থেকে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয়। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী-ভুক্ত পার্বত্য চটগ্রামের এই সকল জনগোষ্ঠীর অভিবাসন এখানে ইতিহাসের কোন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। কারণ, এই সব অভিবাসনের লিখিত কোন দলিল নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে অস্ট্রিক পরিবারের কোন ভাষা আছে কিনা জানা যায়নি।

৫.২ এই গবেষণায় আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ২টি ভাষা, ৮টি উপভাষা এবং ১টি উপ-উপভাষার সন্ধান পেয়েছি। এই ২টি ভাষা হলো যথাক্রমেঃ ১. ত্রিপুরা[১] বা ককবরক ও ২. ম্রো[২] বা মু। উপরোক্ত ২টি ভাষা ভোট-চীন পরিবারের ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষা। আর ৮টি উপভাষা হলো ঃ- ১. চাকমা, ২. মারমা, ৩. পাংখুয়া, ৪. লুসেই, ৫. বম, ৬. খ্যাং, ৭. খুমি এবং ৮. চাক। আর ১টি উপ-উপভাষা হলো তঞ্চঙ্গ্যা উপ-উপভাষা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপভাষাগুলোর মধ্যে কেবল চাকমা উপভাষা ও তঞ্চংগ্যা উপ-উপভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ান পরিবারের মধ্যে পড়ে। গ্রীয়ার্সন[৩] চাকমাকে বাংলার একটি উপ-উপভাষা, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়[৪] উপভাষা এবং মুহ দ শহীদুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন - "চাকমা প্রশাখা, ইহা জাতিগত একটি উপশাখা হইলেও ইহাতে চট্টগ্রামী উপভাষার সাদৃশ্য আছে"।[৫]

অবশ্য গ্রীয়ার্সন এটিকে আলাদা ভাষা হিসেবে শ্রেণীকরণ করার জন্য মন্তব্য করেন।[৬] সুকুমার সেনও এ জাতীয় মন্তব্য করে বলেন- "বঙ্গালীর প্রধান বিভাষা চট্টগ্রামী... চাকমা ভাষা চট্টগ্রামীর সংগে সম্পৃক্ত"।[৭] আলোচ্য গবেষণায় যে ১০৮টি মৌলিক শব্দ তুলনার কাজের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, এতে দেখা যায় যে - বাংলা শব্দগুলোর সাথে চাকমা ও তঞ্চংগ্যা শব্দগুলোর ধ্বনি ও অর্থের ক্ষেত্রে প্রায়ই মিল রয়েছে। আবার চাকমা ও তঞ্চংগ্যাদের শব্দগুলোকে তুলনা করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে মিলের হার ১০০%।

৫.৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোট-চীন পরিবারের ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্গত বর্মী ভাষার একটি উপ-ভাষা হলো মারমা। আলোচ্য গবেষণায় যে ১০৮টি মৌলিক শব্দের মারমা প্রতিশব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে এগুলোর সাথে হান্টার (১৮৬৮ইং)[৮] কর্তৃক সংগৃহীত বর্মী শব্দাবলীর মধ্যে ৪১টি সাধারণ শব্দ রয়েছে। ঐ ৪১টি বর্মী শব্দের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা শব্দগুলোর তুলনা করলে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে ৩৯টি শব্দের ধ্বনি ও অর্থের ক্ষেত্রে মিল রয়েছে (নমুনা অংশের ২নং তালিকা দ্রঃ)। এক্ষেত্রে বর্মী ও মারমা শব্দগুলোর মধ্যে মিলের হার ৯৫.১২%।

৫.৫। এই গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোট-চীন পরিবারের ভোট-বর্মী শাখার কুকি-চীন দলের ৫টি উপভাষা পাওয়া গেছে। এগুলো হলো - ১. পাংখুয়া, ২. লুসেই, ৩. বম, ৪. খ্যাং ও ৫. খুমি। এদের মধ্যে মধ্য কুকি-চীন উপদলের উপভাষা হলো পাংখুয়া, লুসেই এবং বম। আর দক্ষিণ কুকি-চীন দলের উপভাষা হলো খ্যাং ও খুমি। এই গবেষণায় ব্যবহৃত ১০৮টি মৌলিক শব্দের মধ্যে ১০৮টি শব্দেরই প্রতিশব্দ পাংখুয়া ও বম উভয় উপভাষায় পাওয়া গেছে।

উক্ত ১০৮টি শব্দের বেলায় তাদের মধ্যে ৬২টি শব্দের ধ্বনি ও অর্থগত মিল রয়েছে। এতে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে মিলের হার ৫৭'৪৮%। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোট-চীন পরিবারের ভোট-বর্মী শাখার অশ্রেণীভূক্ত একটি উপভাষা হলো চাক। ইদানীং কেউ কেউ এটিকে আলাদা ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যও মন্তব্য করছেন।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে বংশানুগত শ্রেণীকরণের ভিত্তিতে বিচার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষার প্রাথমিক শ্রেণীকরণের সারসংক্ষেপ নিম্নলিখিত ছকে দেওয়া গেল:

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার		উপভাষা / উপ-উপভাষা
ইন্দো-এরিয়ান শাখা		১। চাকমা উপভাষা ও ২। তঞ্চঙ্গ্যা উপ-উপভাষা
সিনো-টিবেটান বা ভোট-চীন ভাষা পরিবার	দল	ভাষা
টিবেটো-বার্মেন বা ভোট-বর্মী শাখা	বোড়ো	১। ত্রিপুরা ভাষা বা ককবরক
	ম্রো	২। ম্রো ভাষা
		উপভাষা
	বর্মী	১। মারমা উপভাষা
	কুকি-চীন	২। পাংখুয়া উপভাষা
	"	৩। লুসেই উপভাষা
	"	৪। বম উপভাষা
	"	৫। খ্যাং উপভাষা
	"	৬। খুমি উপভাষা এবং
	অশ্রেণীভুক্ত	৭। চাক উপভাষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ সূত্র

১। G.A. Grierson (ed. & comp. 1927) : Linguistic Survey of India. Vol.1, Part 1, Calcutta. (Reprint, Delhi: Motilal Banarasidass. Indological Publishers & Book Sellers 1973).

২। J.J. Bennison (ed. 1933) : Census of India, Burma part Vol.XI, Part-I, Report p.187 Rangoon: Government Printing & Stationary.

৩। G.A. Grierson (ed. & Comp. 1903) : Linguistic Survey of India, Vol.V, Part-I, Calcutta.

৪। Suniti Kumar Chatterji (1926) : The Origin and Development of the Bengali Language. London: George Allen & Unwin Ltd. (Calcutta: Rupa & Co. 1972, 1978).

৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত ১৯৬৫) : পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ঢাকা: বাঙলা একাডেমী।

৬। G.A. Grierson (1903) : Ibid.

৭। সুকুমার সেন (১৯৭৫) : ভাষার ইতিবৃত্ত (১২শ সংস্করণ), পৃ: ১৮৭, কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

৮। W.W. Hunter (1868) : A Comparative Dictionary of the Non-Aryan Languages of India and High Asia. London: Trub & Co.

৯। Claus Dieter Braun & Lorenz G. Loffler (1986) : Mru. (translated from German to English by Doris Wagner Glenn, Berlin: Virkhauser Verlag, 1990).

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল কেবল দেশের এক দশমাংশ স্থান জুড়ে থাকার কারণে কিংবা এর এক বৃহদাংশ জুড়ে বনভূমি থাকার জন্য শুধু নয়, এটি এগারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীভুক্ত উপজাতি অধ্যুষিত বিশেষ অঞ্চল হিসেবেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি কেবল আকর্ষণীয় ও বর্ণাঢ্য নয়, তাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা এবং উপভাষাগুলোরও অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের এ সকল উপজাতি হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর বর্তমান ভাষিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে গবেষণা মোটেও সন্তোষজনক নয়। দেশান্তর, স্থানান্তর ও নানাবিধ কারণে বর্তমানে এখানে বসবাসকারী লুসেই, পাংখুয়া, খ্যাং, খুমি এবং চাক জনগোষ্ঠীর লোক সংখ্যা খুবই কম। এমনকি লুসেইদের জনসংখ্যা হাজারেরও নীচে। আর বাকী চারটি উপজাতির কারোরই জনসংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে সাড়ে তিন হাজার পর্যন্ত নেই। এমতাবস্থায়, এ সকল উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত উপভাষাগুলি ইতোমধ্যে বিপদাপন্ন ভাষা (endangered language) হিসেবে গণ্য হতে পারে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বমদের জনসংখ্যাও এখানে সাত হাজারের নীচে রয়েছে। ইদানীং তারা রোমান বর্ণে তাদের ভাষা লেখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তৎসত্ত্বেও বম উপভাষাকেও বিপদাপন্ন ভাষা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কেবল তাই নয়, যদিও ম্রোদের সংখ্যা এখানে বাইশ হাজারের কিঞ্চিতাধিক রয়েছে, তথাপি তাদের ভাষাকেও বিপদাপন্ন বলতে হবে। জনসংখ্যা হ্রাস এবং নানাবিধ কারণে দিন দিন এখানকার বিপদাপন্ন ভাষা ও উপভাষাগুলোর লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই এখনই যত দ্রুত এবং যত বেশী সম্ভব এ সকল ভাষা ও উপভাষাগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তা না হলে অচিরেই হয়তো এ সকল মানবীয়সম্পদের বহু মূল্যবান তথ্য সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাবে। প্রসংগত আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চটগ্রামে প্রায় সর্বত্রই উপজাতীয়দের মধ্যে কমবেশী দ্বিভাষিকতা প্রচলিত রয়েছে। পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্য এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিদের সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও ভাষা-উপভাষাগুলি এতকাল পর্যন্ত টিকে ছিল। কিন্তু এখন আর সে রকমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার পরিবেশ নেই। ফলে বিভিন্ন উপজাতীয়-দের মধ্যে দ্বিভাষিকতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাদের কর্তৃক ১৯২৬ সালে জে. মি. মিলসের রিপোর্টের বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেলের কাছে যৌথভাবে যে

Dhaka University Institutional Repository

পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তাতে মারমা সমাজভুক্ত 'লেম্রোসা' নামক দলের লোকেরা অতীতে ত্রিপুরা থেকে মারমা সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ পার্বত্য চটগ্রামের উপজাতি-দের তুলনায় ত্রিপুরাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় দ্বিভাষিকতা বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে রাঙ্গামাটি শহরের ত্রিপুরারা চাকমা উপভাষায় কথা বলে। অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যেও দ্বিভাষিকতার মাত্রা বাড়ছে। সত্তরের দশকে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বমদের উপর লুসেই (মিজো) ভাষার জোড় প্রভাব ছিল। যেহেতু ভারতের মিজোরাম রাজ্যে লুসেইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি এবং তাদের ভাষায় বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয় ও স্কুলগুলিতে পড়ানো হয় সেহেতু তাদের সাথে একই কুকি-চীন দলভুক্ত ভাষাভাষী বম ও পাংখুয়াদের উপর অনবরতভাবে লুসেই ভাষার প্রভাব পড়ছে। উল্লেখ্য যে, লুসেই, বম এবং পাংখুয়াদের অধিকাংশ এখন খ্রীষ্টান এবং এ কারণে তাদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে প্রায়ই মেলামেশা হয়ে থাকে। এভাবে দ্বিভাষিকতার প্রভাবেও দিন দিন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতীয়দের ভাষা ও উপভাষাগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলেছে। এর ফলে এখানকার ভাষিক পরিস্থিতির অনবরত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, এখানকার ভাষা ও উপভাষাগুলির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিপুল জনবল ও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু একক ব্যক্তির পক্ষে এতগুলি ভাষা ও উপভাষার তথ্য এই স্বল্প সময়ে সংগ্রহ করা কেবল অত্যন্ত দুরূহ কর্মই নয়, বিগত দু'দশকে সম্ভবও ছিল না। কারণ বিগত দু'দশকেরও বেশী সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ধরণের অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছিল তার ফলে সমস্ত উপজাতীয় জনপদগুলি অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল, তা গবেষণার কাজে পর্বত-প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করেছিল। তৎসত্ত্বেও এ সকল ভাষা ও উপভাষার অসাধারণ গুরুত্বের কারণে এবং এ বিষয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহের হেতু প্রতিকূল পরিবেশেও এই দুরূহ কর্মের জন্য যথাসম্ভব তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানকার চাক উপভাষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে চাকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব দক্ষিণে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় দু'হাজার লোক হলেও তাদের পার্শ্ববর্তী মায়ানমারের আরাকান রাজ্যেও চাক (সাক) উপজাতীয় লোক রয়েছে। উল্লেখ্য যে, চাকদের ভাষার সাথে মধ্য মায়ানমারের কাথা জেলায় বসবাসকারী এবং উত্তর মায়ানমারের চীনের ইউনান প্রদেশের নিকটবর্তী মিটকিয়না জেলায় বসবাসকারী কাদুদের ভাষার ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে (গ্রীয়ার্সন: ১৯২৭)। এমনকি ভারতের মণিপুর রাজ্যের আন্দ্রো, সেংমাই এবং (অধুনালুপ্তপ্রায়) চাইরেল উপভাষারও যোগসূত্র রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

বলে গ্রীর্য়াসন মনুব্য প্রকাশ করেছেন । মায়ানমারের গানান উপভাষাও চাক, কাদু এবং আন্দ্রোদের সাথে একই দলভুক্ত বলে কেউ কেউ মনুব্য করেছেন (গ্রীর্য়াসনঃ ১৯২৭)। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে মায়ানমার হয়ে চীনের ইউনান প্রদেশ পর্যন্ত যে অজস্র ভাষা ও উপভাষা রয়েছে এবং এগুলির মধ্যে যে অসংখ্য ভাষা এবং উপভাষা এখনও অশ্রেণীভুক্ত অবস্থায় রয়েছে, এদের সাথে এখানকার চাক, ম্রো এবং অন্যান্য ভাষা ও উপভাষাগুলির ঐতিহাসিক যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, এ বিষয়ে যথার্থ গবেষণা হলে ভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এই দৃষ্টিকোণ থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম ।

সবশেষে, উল্লেখ্য যে, এই গবেষণা কর্মটি একান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের । এতে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলির প্রাথমিকভাবে শ্রেণীকরণ করার কাজ করা হয়েছে । এখানে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভাষাবিদ ও গবেষকদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাগুলি নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে এখনও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ বিষয়ে যথোচিত জনবল ও অর্থবল প্রয়োগ করা হলে এ সকল ভাষা ও উপভাষা নিয়ে যথেষ্ট কাজ করা সম্ভব এবং তা যত দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় ততই সুফলপ্রদ হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

নমুনা

Dhaka University Institutional Repository

১ নং তালিকা

বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত ১০৮ টি			পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ (* চিহ্ন = খালিস্থান। এতে প্রতিশব্দ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি)										
ক্রমিক			ইন্দো-আরিয়ান শাখা (INDO-ARYAN BRANCH)		(ভোট - বর্মী (TIBETC-BURMAN BRANCH) শাখা								
					বর্মী দল	ম্রো-দল	বোড়ো দল	সাক দল	কুকি - চীন				
									মধ্য কুকি - চীন			দক্ষিণ কুকি-চীন	
	বাংলা	ইংরেজী	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
১।	অনেক	Many	bhalukkun	bhalukkun	amyah	hu:ma	kabaŋ basuk	buŋ buŋ	tamtak	tamtak	tamtak	ɔbɔŋ	gɔiprai
২।	আগুন	fire	agun	aguin	muin	main	hɔr	vaiŋ	mɛi	mi	mɛi mai	mɛi	mai
৩।	আট	eight	attyɔ	attyɔ	syoi	riat	car	saik	pariat	pariat	pariat	sɛt	acaik
৪।	আমরা	we	ami'	ami'	ŋɔro	aŋiŋ	cuŋ	ŋiak	kɛini	kɛnni kɛimani	kanni kanma	kɛini	kaiçɛ
৫।	আমি	I	mui	mui	ŋa	aŋ	aŋ	ŋa	kɛi kɛima	kɛi kɛima	kɛi kɛima	kɛi	kai
৬।	আসা	come	ɛzhana	asyana	la	waŋ	fai	vãihɛ	hɔŋkal	ɔukal	hɔŋ	lɔuɛ	*
৭।	উকুন	louce	ugun	ogoin	thẽ	cur	thuk	sik	rik lurik	hrik	rik	hɛk	hi
৮।	উড়া	fly	urana	uana	p̃iai	iyɔ	birɔ uriɔ	pãihɛ	vuaŋ	thiɔk	zuaŋ	apai	akhai
৯।	উষ্ণ/গরম	hot	gɔrɔm	gɔrɔm	apus	dɛn	kutub	aka	lum	alum	sa	lɛŋ	hiprai
১০।	এক	one	ɛk	ɛk	tɔy	tɔk	sa	ta	pakhat khaka	pakhat	pakhat	hãt	haɛ
১১।	একশ/একশত	hundred	ɛksɔ	ɛksɔ	tara	akɔm	rasa	tara	razaka	za	za		
১২।	এটা	this	ibha	ibha	dithu	mami	imɔ	ima	hihi	hɛihi	himi	hi	hihi
১৩।	ওটা	that	ian úbha, úan	ian úbha	disaŋ thusaŋ	paimi	ubɔ	huŋma	huhua	sɔsɔ	khikhi khi	ɔui	hi mɔha

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত ১০৮ টি			পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ										
ক্রমিক			ইন্দো-আরিয়ান শাখা (INDO-ARYAN BRANCH)		ভোট - বর্মী (TIBETC BURMAN BRANCH) শাখা								
									কুকি - চীন				
					বর্মী দল	ম্রো-দল	বোড়োদল	সাক দল	মধ্য কুকি-চীন			দক্ষিণ কুকি-চীন	
	বাংলা	ইংরেজী	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
১৪।	কান	ear	xan	xaⁿ	na:	param	khũzur khũzu	akna	na	bɛŋ	na	hnɔku	kɔnnu
১৫।	কামড়ানো	bite	xamarara	xama-ana	kɔy	mak	wai	akaiŋ	ɛi	sɛʔ	sɛʔ	ŋɔuɛi	kɛna
১৬।	কালো	black	xala	xala	amih	aiŋ	kusum	athiŋ	vɔn	dum	dum	ɔhɔm	kanu
১৭।	কি	what	xi	xi	jale	tɔŋ	tama	amza-a	imɛ	ɛŋŋɛ	zɛi	iyɔm	ati
১৮।	কুড়ি/ বিশ	twenty	xuri	xu-i	ŋɔce	pimi:	kurusa noici	nace	sɔmni	sɔmni	kul	kul	*
১৯।	কে	who	xɔnna´	xɔnna´	athule	*	sɔbɔ	ayuwa ayuya	tumɛ	tuŋŋɛ	au	uam	amimɔ
২০।	খাওয়া	eat	hana	hana	ca	ca	ca	cahɛ	sak	ɛi	ɛi	ɛisɔ	ça
২১।	গাছ	tree	gaç	gaiç	apãŋ	ciŋ	bɔfaŋ	fuŋfaŋ	thiŋ	thiŋ	thiŋkuŋ	thiŋ	ɔkuŋ aŋkyaŋ
২২।	গোল	round	gul	gul	aoyeŋ	alumna	kitiŋ	aluŋ	anbial	bial	bial	plun	amlukɔ
২৩।	ঘাড়, কাঁধ	shoulder	xana´	xana´	pakkhuŋ	paŋkɔt	farcku	arɛyak	maliyaŋ	kɔuki	liaŋ	apa	ŋari
২৪।	ঘেউঘেউ-করা	bark	bhugana	buŋana	hɔŋre	kui-uh	suŋ	sikhe	uiaak	bɔuh	ui-aau	nɔkshɔ	*
২৫।	ঘুমানো	sleep	ghumzana	ghumzana	oi	*	thu	ikta	in	mut	it	ipshɔ	ina
২৬।	চর্বি	grease	tɛl	tɛl	chi achi	acau	thɔk	asa	thau	thau	thau	thɔu	thɔ
২৭।	চামড়া	skin	çam	çam	ari	pik	bukur	alak	vun	vun	vun	uun	apik pi
২৮।	চাঁদ	moon	çan	çan	la	lama	tal	sadah	thiapa	thla	thlapa	khwɔ	hlɔ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত ১০৮ টি			পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ											
ক্রমিক	ইন্দো-আর্যান শাখা (INDO-ARYAN BRANCH)				ভোট - বর্মী (TIBETO BURMAN BRANCH) শব্দ								
					বর্মী দল	ম্রো-দল	বোড়োদল	সাক দল	কুকি - চীন				
									মধ্য কুকি-চীন			দক্ষিণ কুকি-চীন	
	বাংলা	ইংরেজী	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
২৯।	চুল	hair	çul	çul	cemba	cam	khanai	afumi	sam	sam	sam	sɔm	sam
৩০।	চোখ	eye	çok	çok	myaci	muk	mɔkɔl	amik	mit	mit	mit	mik	amik
৩১।	ছয়	six	sɔ	sɔy	khrɔ	taruk	dɔk	khrɔ	paruk	paruk	paruk	ʃɔk	kruk
৩২।	ছাই	ash	çhei	çhai	pra	plui	thapala	takabuk	ravut	vut	baçam	kuk	maiduŋ
৩৩।	ছোট	small	çigon	çigon	ase aŋye	acɔm	gina gira	apiksa	atɔm	*	kɛ	*	*
৩৪।	জানা	know	zana	zana	thire	tuk	si	tɔŋ hɛ	hɔy	hria	thiam	kɔmrɔt	kɔna
৩৫।	জিভ	tongue	zil	zil	syah	dai	salai	asalik	malɛi	lɛi	lɛi lai	lɛi	palai
৩৬।	ডিম	egg	bɔda	bɔra	u	wadui	butui	uki	ratui	tui	ti	tui	kudui dui
৩৭।	তাহারা/তারা	they	tara´	ta-a´	yasuro	kabua	bɔk	ammarak	annihau anni	anmo ni	annitla	anila	hunilucchi
৩৮।	তুমি/তুই	you	tui	tui	maŋ(male) naŋ (female)	ɛn	nuŋ	naŋ	naŋma naŋ	naŋ	naŋ	naŋ	naŋ
৩৯।	দশ	ten	dɔç	dɔç	ce	hamut	ci	ce	sɔm	sɔm	para	ha	*
৪০।	দাঁড়ানো	stand	thiana	thiana	rhaire	iyɔŋ	baca	caaŋ	diŋ	diŋ	dir	za	uŋdɔ
৪১।	দাঁত	tooth	dat	dat	thua	iyuŋ	bua	asava	ha	ha	ha	hɔ	hɔ
৪২।	দুই	two	dui	di dui	nɔy	prɛ	noi	na	panika	pahni	paniɔ	hni	nuʔ
৪৩।	দেওয়া	give	dɛna	dɛna	pire	pɛ	rɔ	ihɛ	pɛk	pɛk	pɛk	pɛk	pɛ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত ১০৮ টি			পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ										
ক্রমিক			ইন্দো-আরিয়ান শাখা (INDO-ARYAN BRANCH)		ভোট - বর্মী (TIBETO BURMAN BRANCH) শাখা								
					বর্মী দল	ম্রো-দল	বোড়োদল	সাক দল	কুকি - চীন				
									মধ্য কুকি - চীন			দক্ষিণ কুকি-চীন	
	বাংলা	ইংরেজী	চাকমা	তঞ্চংগ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৪৪।	দেখা	see	çana	çana	mraŋre	*	nai	bɔuhɛ	mɔuh	hmu	muʔ	sɔt	khyaŋna
৪৫।	নখ	finger nail	nɔk	nɔk	lathe	rutmi	yaisuku	takmiŋ	matin	tin	tin	tin	kupiuŋ
৪৬।	নতুন	new	nua	nua	asah	acar	katal	anaiŋ	thar	thar	thar	tha	katha
৪৭।	নক্ষত্র, তারকা	star	tara	ta-a	kre	khɛrɛk	hãdugri	sakriŋzɛ	arsi	*	arfi	*	*
৪৮।	নয়	nine	nɔ	nɔ	ko:	taku	cikɔk	ko	pakua	pakua	pakua	Kɔu	*
৪৯।	না	no	ĩhik na	ĩhik na	mɔhɔ	uhuk	ẽhe	ī hik	amalɔu	ai	mahlau	ɔ̃hɔ	naɔ
৫০।	নাক	nose	nak	nak	nakhɔŋ	nakɔŋ	bukuŋ kuŋ	asknuŋ	na:r	hnar	nar	hnɔktha	nɔtra
৫১।	নাম	name	naŋ	naŋ	name	imiŋ	muŋ	amiŋ	ramiŋ	miŋ	miŋ	miŋ	amuŋ
৫২।	নারী/মহিলা	woman	mila	mɛla	mamma	maciwa	birɔk	tasalɔŋ	nuna	mɛichi	nunau	mutɔ	nɔbuccɔ
৫৩।	পঞ্চাশ	fifty	pɔnzaç	pɔnĩas	ŋuce	akɔm	başi	ŋace	sampaŋa	*	sɔmŋa	ŋɔgip	ŋɛŋzi
৫৪।	পথ	path	pɔt	pɔt	lam	tlama	lama	laŋ	lampuk	Kɔŋ	lampi	lɔm	laŋ
৫৫।	পর্বত	mountain	mon	moin	tɔŋ	huŋ	hapɔŋ	tɔ go	tiaŋ	tlaŋ	tlaŋ muan	khuyuŋ	takun
৫৬।	পাঁচ	five	paç	paç	ŋa	taŋa	ba	ŋa	paŋa	paŋa	paŋa	ŋɔ	paŋ
৫৭।	পা	foot	thɛŋ	thɛŋ	akhri	klɔŋ	yathi	ata	paima-rai	kɛ	kɛ	khɔu	khɔu

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত ১০৮ টি		পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ										
			ইন্দো-এরিয়ান শাখা INDO-ARYAN BRANCH		ভোট - বর্মী (TIBETO BURMAN BRANCH) শাখা								
					বর্মী দল	ম্রো দল	বোড়ো দল	সাক দল	কুকি - চীন				
									মধ্য কুকি-চীন			দক্ষিণ কুকি-চীন	
	বাংলা	ইংরেজী	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৫৮।	পাখী	bird	pek	pait	ŋaʔ	wakliŋ	tɔk	use	va	sava	va	hɔ	tɔua
৫৯।	পাতা	leaf	pada	pata	ɔrɔk	arau	lai	atak	naʔ	hna hna	naʔ	sɛ	lɔkaŋ lɔ haŋ
৬০।	পাথর/ শিলা	stone	patthɔr shil	patthɔ sil	kyɔk	hua	hɔlɔŋ	taiuŋ	luŋ	luŋ	luŋ	luŋ	lumcɛi
৬১।	পানকরা	drink	pihana	piana	athɔre	kham	nuŋ	uhɛ	in	in	din	ɔuk	nɛina/ni
৬২।	পানি	water	pani	pani	ri	tui	tui toi	i:	tui	tui	ti	tui	tui
৬৩।	পালক	feather	phor	phu	ɔmun	apoi	bakum	muŋ	mul	mul	hla	khra	pikhi
৬৪।	পুরুষ	male	mɔrɔk	ŋɔrɔk	yɔkhya	kazakua	carɔk	tasavraiŋ	mafa	mipa	mipa	pɔlɔ	nɛcɔ
৬৫।	পূর্ণ	full	pura	pu-a	abre	ɛɛkmɔr burɛ	kupuluŋ	apriŋ	asip	khat	khat	lui	khyi
৬৬।	পৃথিবী	earth	pittimi	pittimbi	kabha	luca	ha	kaba praiŋ	khɔbɛl	khɔbɛl	laikul	ludul	pre krɔŋ
৬৭।	পেট	belly	pɛt	pɛt	wain	mu	ɔg bɔg	apik	midil	pum	pɔ	hɔun	kyɔui
৬৮।	পোড়ানো	burn	purana	puana	lɔŋre	tɔk	sɔkmuŋ	tik-hɛ	kaŋ	kaŋ	kaŋ	ɛɔchɔ	kaŋna
৬৯।	বড়	big	daŋɔr	deŋɔr	agri	ayuk	gɔrzha	buliliŋ	ankɔl	alian	lian	lɔn	l;anprai
৭০।	বলা	say	xɔna´	xɔna´	prɔ	tɛk	sa	ŋahɛ	ril	sui	sim	khirɔu	thuina
৭১।	বসা	sit	bɔzhana	bɔsana	thɔire	zɔm	acuk	tuŋhɛ	antau	thu	tau	ɔum	tɛ
৭২।	বালি	sand	balu xoroli	balu	te:	cɛ	haicin	sɛ	ravut	vaivut	valai	dɛ	ci-i

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত ১০৮ টি			পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ										
ক্রমিক			ইন্দো-এরিয়ান শাখা INDO-ARYAN BRANCH		ভোট - বর্মী (TIBETC BURMAN BRANCH) শাখা								
					বর্মীদল	ম্রো-দল	বোড়োদল	সাক দল	কুকি - চীন				
									মধ্য কুকি-চীন			দক্ষিণ কুকি-চীন	
	বাংলা	ইংরেজী	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৭৩।	বীজ	seek	bi zi	bi zi	aci	anuk	busului	atu	aci	aci	ici	ci	athai
৭৪।	বুক	chest	buk	buk	raŋ phe	cakmɔr	bakha	raŋ	caŋ	ɔm	ir thimaka	kaŋcaŋ	kyaŋha
৭৫।	বৃষ্টি	rain	zhɔr	zhɔr	mun	waŋ	wathui	hraŋ	khuacur	hrua	rua?	khɔu	kini-anai-ma kini
৭৬।	ব্যক্তি*	person	manuç	manuç	lu	marusa	bɔrɔk	lu	mi	mi	minuŋ	khrɔŋ	kami
৭৭।	ভালো	good	gɔm	gɔm	akɔŋ kɔŋ	iyuŋ	gam	mihɛ	asa?	aitha	tha?	pɔy	ahrui hɔina
৭৮।	মরা	die	mɔra	mɔ-a	thire	akɔŋ	thui	akamaŋ	thi	thi	thi	du	dina/dɛi
৭৯।	মাংস	flesh	éra	éra	hãŋna	ŋa	bakhan	asãi	mɛh	sa	mɛ?	sɔ	aŋa
৮০।	মাছ	fish	maç	maç	ŋa:	dam	a	tana	ŋa	saŋa	ŋa	ŋɔ	ŋa
৮১।	মাথা	head	madha	mara´	agɔŋ	lu	bɔkhɔrɔk	ahu	lu	lu	lu	luki	hlui
৮২।	মেঘ	cloud	mɛk	mɛk	morɛt	waŋnim	sumui	haŋgre	mɛisuŋ	chɔuŋ chum	vandɔm	khɔhu ŋ	khɔipnui
৮৩।	মুখ	mouth	mu	mu	paja	nɔr	bukhuk	aŋsɛ	maka ka	hmui	ka	muŋkhuk	kha
৮৪।	মূল/শিকড়	root	siŋɔr	siŋɔ	amrɔ	aprunhiŋ	beruŋ	akra	razuŋ	zuŋ	ram	zuŋkuŋ	*
৮৫।	শোয়া	lie	pɔrana	pɔana	ɔuire	iyuah	thu	iaŋ	in	mut	zan	hiɔl	iɔŋ na
৮৬।	যকৃৎ	liver	xol zya	zol zya	athe:	aplɔŋ	bakha	aŋsiŋ	inathin	thin	thin	thin	miŋ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত ১০৮ টি			পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ										
ক্রমিক			ইন্দো-আর্য্য শাখা INDO-ARYAN BRANCH		ভোট - বর্মী (TIBETC BURMAN BRANCH) শাখা								
					বর্মী দল	ম্রো-দল	বোডোদল	সাক দল	কুকি - চীন				
									মধ্য কুকি-চীন			দক্ষিণ কুকি-চীন	
	বাংলা	ইংরেজী	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৮৭।	রক্ত	blood	lo	lo	thui	ɔji	thui	sɛ	thi	thisɛn	thi	thi	ɔthi
৮৮।	রাত	night	ret	rait	ŋyɛ	war	hɔr	naktɛh	ziŋlai	zan	zan	iɔn	huŋ
৮৯।	লম্বা	long	lamba	lamba	arɛ	akiaŋ	kalɔk	akrusuŋ	ansaŋ	saŋ	saŋ	sɔu	chɔprai
৯০।	লাল/ রাংগা	red	raŋa	raŋa	ani	riŋ	kasak	asa	asɛn	asɛn sɛn	sɛn	shɛn	katsɛ
৯১।	লেজ	tail	lɛç	lɛc	moduŋ	amai	khitɔŋ	alɔmuŋ	rɔmɛi	mɛi	tamai	hɔumɛ	tamai
৯২।	শিং	horn	siŋ	siŋ	agro	naŋ	bɔkɔrɔŋ	aruŋ	raki	ki	ki	khi	tiki
৯৩।	শীতল/ ঠান্ডা	cold	zurɔ	zuɔ	akhyɛŋ	arua	hiŋ	shiŋhɛ	dai	dai	kik	zɛl	kisi
৯৪।	শুকনো	dry	suguna	suguna	akrɔ	akaŋ	karaŋ	arkhu	anrɔu	rɔu	hul	hul	funɔ
৯৫।	শুনা	hear	sunana	sunana	krare	ta	khana	taihɛ	thɛi	hnia	thɛi	khin	tahaina
৯৬।	সকল	all	bɛk	bɛk	ahluŋ	rauɛ	zɔtɔ	lucu	avain	avain	ɛktɛ	ukutni	bɔibɔi
৯৭।	সবুজ	green	él	él	aŋyo	acua	kakharaŋ	aŋyo	arhiŋ	ahriŋ	riŋ	hɛŋ ciŋ	hiɛ
৯৮।	সাঁতরানো	swime	sazurana	sazurana	riku	iau	toiyɔk	raka	liau	rakka	liau	zɔu	zɔna
৯৯।	সাত	seven	sat	sat	khnoi	rinit	sini	khna	pasɛri	pasari	pasri	sɛ	-
১০০।	সাদা	white	dhup	dhup	aphru	akɔ	kuphul	afro	ŋɔu	var	ŋau	bɔk	ka

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত ১০৮টি		পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা ও উপভাষাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শব্দ										
			ইন্দো-আর্যীয় শাখা INDO-ARYAN BRANCH		ভোট - বর্মী (TIBETO BURMAN BRANCH) শাখা								
					বর্মী দল	মো-দল	বোডো দল	পাক দল	কুকি - চীন				
									মধ্য কুকি-চীন			দক্ষিণ কুকি-চীন	
	বাংলা	ইংরেজী	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
১০১।	সূর্য	sun	bɛl	bɛl	ni	sat	saɹ	camik	ni	ni	ni	khɔmi	kɔni
১০২।	হত্যাকরা	kill	mari-phelana	mai-phelana	ataire	kɔŋta	buthal	kadaihɛ	thah	thah	thah	tukshɔ	klaina
১০৩।	হলুদ	yellow	olodya	óiodya	awa	cuama	kuromu	kɛkuŋ awa	ɛŋmi	anɔŋ	ɛŋ	ɔh	
১০৪।	হাঁটু	knee	ádu	áru	duchuay	kuŋ	yaisuku	dhuchɛk atɔfo	rɔku	khub	khub	khɔklu	khɛkhu
১০৫।	হাঁটা	walk	ádana	árana	alah	maŋ	hɛm	kahɛ	kal	kal	kal zi	cɛthɛi	tɔkɔna
১০৬।	হাড়	bone	a'r	a'r	ɔro:	hut	bekereŋ	amra	hru	ruʔ	ruɔ	khɔklu	khɛkhu
১০৭।	হাত	hand	a´t	a´t	alak	rut	biyak	tɔfu	ban puam	kut	kut	kut	ɔku
১০৮।	হৃদপিন্ড	heart	çit prangh ɔr	çit	athe	asak	bakhatai	asaluŋ	malum	luŋ	thinluŋ	luŋpum	piluŋ

২ নং তালিকা

ক্রমিক নং	বাংলা (ব্র্যাকেটে তালিকাভুক্ত শব্দের ক্রমিক২)	মারমা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	W. W. Hunter কর্তৃক বর্মী শব্দ (আরাকান অঞ্চল)		মন্তব্য
			লেখ্য	কথ্য	
১।	অনেক (১)	amyah	mya	mya. apon	সাদৃশ্যপূর্ণ
২।	আগুন (২)	muin	mi	mi	
৩।	আট (৩)	syoi	rhach	shyet/shyit	"
৪।	আমরা (৪)	ŋɔro	nga-to	nga-do	"
৫।	আমি (৫)	ŋa	nga	nga	"
৬।	এক (১০)	tɔy	taoh	titi, ta	"
৭।	একশ (১১)	tara	ta-ra	ta-ya/ta-yi	"
৮।	এটা (১২)	dithu	I.sim	I. thi	"
৯।	ওটা (১৪)	thusaŋ	tho. ho	tho/ho	"
১০।	কান (১৪)	na;	na	na, nan	"
১১।	কি (১৭)	zale	abhe	abhe, bha	সাদৃশ্যহীন
১২।	কুড়ি (১৮)	nɔce	nhach-chhe	nhit-t.se, nhit-shai	সাদৃশ্য
১৩।	চর্বি (২৬)	chi/ achi	achhi	shi	সাদৃশ্যপূর্ণ
১৪।	চাঁদ (২৮)	lah	la	la	"
১৫।	চুল (২৯)	cemba	chhangbang	s'haban, htsaban	"
১৬।	চোখ (৩০)	myaci	myokchi	myestsi, myet-se	"
১৭।	ছয় (৩১)	khrɔ	khyok	khyouk	"
১৮।	ছোট (৩৩)	ase/ aŋye	chhitkhale	scik-khate	"
১৯।	ডিম (৩৬)	u	u	u, o-o	"
২০।	তাহারা (৩৭)	yâsuro	su-to. thu-to	thu-do	"
২১।	তুমি (৩৮)	maŋ / naŋ	nang-mang	nen-men	"
২২।	দশ (৩৯)	ce	chhe	s'he.ta-t'se	"
২৩।	দুই (৪২)	nɔy	nhaeh	nhit	"
২৪।	নয় (৪৮)	ko	ko	ko	"

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	বাংলা (ব্র্যাকেটে তালিকা-ভুক্ত শব্দের ক্রমিক)	মারমা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	W.W. Hunter কর্তৃক বর্মী শব্দ (আরাকান অঞ্চল)		মন্তব্য
			লেখ্য	কথ্য	
২৫।	নাম (৫১)	nahmeh	amin	ami	সাদৃশ্যপূর্ণ
২৬।	পুরুষাঙ্গ (৫৩)	ŋace	nga-chhe	nga-tse	"
২৭।	পথ (৫৪)	lam	lam	lan, lam	"
২৮।	পর্বত (৫৫)	toŋ	tong	talm	"
২৯।	পাঁচ (৫৬)	a	nga	nga	"
৩০।	পা (৫৭)	akhri	khre	khye, khya	"
৩১।	পাখী (৫৮)	ŋa	nahak	nget, hnget	"
৩২।	পাতা (৫৯)	ɔrok	kwak	yuet. anyet	"
৩৩।	পৃথিবী (৬৮)	kabha	mre	mye.mya-ghi	সাদৃশ্যহীন
৩৪।	ব্যক্তি (৭৫)	lu	lu	lu	সাদৃশ্যপূর্ণ
৩৫।	মাছ (৮০)	ŋaː	nga	nga	"
৩৬।	মাথা (৮১)	agoŋ	khong	ghaung, o-kaung	"
৩৭।	মুখ (৮৬)	paja	nhup	nhok, pazat	"
৩৮।	রক্ত (৮৭)	thui	swe	thwe	"
৩৯।	শিং (৯২)	agro	khyo	ghyo, gyo	"
৪০।	সাত (৯৯)	khnoi	khwan-nhach	khun-nith	"
৪১।	হাড় (১০৬)	ɔroː	aro	ayo	"

Dhaka University Institutional Repository

৩ নং তালিকা

ক্রমিক নং	বাংলা (ব্র্যাকেট তালিকাভুক্ত শব্দের ক্রমিক)	ত্রিপুরা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	গ্রীয়ার্সন কর্তৃক সংগৃহীত বোড়ো শব্দ	মন্তব্য
১।	আগুন (২)	hɔr	at, ar	সাদৃশ্যহীন
২।	কালো (১৬)	kushum	g-sam	সাদৃশ্যপূর্ণ
৩।	গাছ (২১)	bɔfaŋ	f-fang	"
৪।	চর্বি (২৬)	thɔk	than	"
৫।	চামড়া (২৭)	bukur	bigur	"
৬।	চাঁদ (২৮)	tal	nakha-bir	"
৭।	চুল (২৯)	khanai	khene	"
৮।	ছাই (৩২)	thapala	ha-thapla	"
৯।	জিভ (৩৫)	salai	salai	"
১০।	ডিম (৩৬)	butui	bidui	"
১১।	দেওয়া (৪৩)	rɔ	hu	সাদৃশ্যহীন
১২।	দেখা (৪৪)	nai	nu. nai	সাদৃশ্যপূর্ণ
১৩।	নক্ষত্র (৪৭)	hãdugri	ha-thar-khi	"
১৪।	পর্বত (৫৫)	hapɔŋ	ha-zo	"
১৫।	পানি (৬২)	toi/ tui	dui	"
১৬।	পুরুষ (৬৪)	carɔk zala (প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত)	z la	"
১৭।	পৃথিবী (৬০)	ha	ha	"
১৮।	ভালো (৭৭)	gam	g ham	"
১৯।	মরা (৭৮)	thui	thoi	"
২০।	মাছ (৮০)	a	na	"
২১।	মুখ (৮৩)	bukhuk	khu-ga	"
২২।	যকৃৎ (৮৬)	bakha	bikha	"
২৩।	রক্ত (৮৭)	thui	thoi	"
২৪।	রাত (৮৮)	hɔr	han	"
২৫।	শীতল (৯৩)	hiŋ	g - zang	সাদৃশ্যহীন
২৬।	সূর্য (১০১)	sal	san	সাদৃশ্যপূর্ণ
২৭।	হাড় (১০৬)	bekereŋ	begeng	"

Dhaka University Institutional Repository

HOCCHYƆ BƐŊŊYƆ XITTHYA
কুনোব্যাঙের কিস্সা

Hocchyɔ-bɛŋ a shudɔttubibua tara' dizɔne bhari
কুনোব্যাঙ আর টুনটুনীটা তারা দুজনে ভারী

bondhu ɛlak. ɛkbar hocchyɔ-bɛŋŋ ua nua shɔrɔt
বন্ধু ছিল। একবার কুনোব্যাঙটি নতুন শহরে

ziye. Nua shɔrɔtthun eine gɔp mari mari
গিয়েছে। নতুন শহর থেকে এসে গল্প বলতে বলতে

ɛzhɛr. Eine - ei shudɔttubivuare dɔr lagelɔ gide,
আসছে। আসার পর টুনটুনিটিকে ডর লাগালো যে

"Bɔn, iŋilyad bhari bɔrbɔ ɛbɔ Bɔrbɔ
বন্ধু ইদানীংতো ভারী তুফান আসবে তুফান

ɛbɔde ɛzhan bɔrbɔ burhamilar dut shinibɔ.
আসবে তো এমন তুফান, বৃদ্ধ মহিলাদের স্তন ছিঁড়বে,

burhamɔddɔr u'l. shinibɔ ɛ gazhɔ bugɔl u
বৃদ্ধ মরদের নিতম্বশীর্ষ ছিঁড়বে, এই গাছের বাকল ঐ

gazɔt lagibɔ goi. She xɔdhagan shuninei shudɔttubibua dorei
গাছে লেগে যাবে। সে কথাটা শুনতেই টুনটুনিটি ভয়

ziyegoi. Xudhu zebɔ tɛ? sigon gori pek!
পেয়ে গেল। কোথায় যাবে সে? ছোট্ট করে পাখি।

Undi gazhɔ huluŋ tɔgalloi, indi gazhɔ huluŋ
ঐদিকে গাছের কোটর খুঁজতে লাগল, এদিকে গাছের কোটর

tɔgalloi, She xɔdhaghan undi xoi dɛr, indi
খুঁজতে লাগল, সে কথাটা ঐদিকে বলে দিচ্ছে এদিকে

Koi dɛr. She xɔdhagha shuninei Rɔŋraŋŋya
বলে দিচ্ছে। সে কথাটা শুনে ধনেশ (পাখি) টা

gazhɔ madhat boi ahba ha docchye ah gori.
গাছের আগায় বসে হাওয়া খেতে শুরু করেছে হা করে।

Shudɔttubibhua gazhɔ huluŋ tɔgade tɔgade Rɔŋraŋŋya
টুনটুনীটা গাছের কোটর খুঁজতে খুঁজতে ধনেশ(পাখি)টার

muɔdi, shomei punɛdi nighili ziyegoi. She
মুখ দিয়ে ঢুকে পোঁদ(পায়ু) দিয়ে বের হয়ে গেল। সে

Dhaka University Institutional Repository

ɔbɔctthat Rɔŋŋraŋŋya dorei utthye. Dorei udiŋɛ
অবস্থায় ধনেশটা ভয় পেয়ে গেল। ভয় পাওয়াতে

'rɔŋraŋ ' gori ikkua zɔgar pari udil. Shɛkkhɛ
রঙরাঙ করে একটা ডাক ছাড়ল । তখন

she zum Kurɛ gazhɔ madhat boi ikkua bandɔrɛ
সে জুমের কাছে গাছের আগায় বসে একটা বানর

shugurigula hatte. DɔrɛShe shugurigulabhua ta
মিষ্টি কুমড়া খাচ্ছে । ভয়ে সে মিষ্টি কুমড়াটা তার

ahdɔ ttun 'dum' gori pori ziyegoi. Pɔra xɔbal
হাত থেকে দুম করে পড়ে গেল । পোড়া কপাল ।

she tɔlɛ ɛlɔde ikkua Chriŋ Gula hedɔ a tɔga
তার তলে ছিল একটা হরিণ ফল খেতে আর খুঁজতে

tɛ ecchye. Pozzye shiba ta pidi ubɔrɛ.
সে এসেছে । পরল সেটা তার পিঠের উপরে

pidhiur pori xi pol ni xi pol, tɛ gɛl
পিঠের উপর পড়ায় কি পড়ল না কি পড়ল সে গেল

duŋuri dhei. Dhei Zadɛ Zadɛ uhrilɔgoi ikkua
দৌড়ে পালিয়ে । পালিয়ে যেতে যেতে মাড়িয়ে গেল একটা

shabɔ xaɔɛlɔt. Shene shappua adhamɔra. Tɛ
সাপের মেরুদন্ড । ফলে সাপটি আধা মরা । সে

adhamɔra ói dhei Zadɛ Zadɛ ɛaidye ikkua
আধামরা হয়ে পালিয়ে যেতে যেতে দেখে একটি

zharbua xurha- ɔdhɔk. ɛaidya ɔdhɔkkua bhidire
জংলী মুরগীর বাসা । দেখে মুরগী বাসাটির ভিতরে

xudukkun bɔda aghɔn. Bodagun dekkhye ar
কতগুলি ডিম আছে । ডিমগুলি দেখল আর

tatthun ɛkkɑna pɛt purzye. Tɛ gollyɔ xi, bɔdagun
তার একটু কিধে লাগল । সে করল কি ডিমগুলি

Dhaka University Institutional Repository

gili helɔ. Gili heine hei shappua gɛlɔ goi.
গিলে খেল। গিলে খাবার পর সাপটা চলে গেল।

Zɛredi xurabhua eine-ei çaidye ta bɔdagun nei.
পরে মুরগীটি আসার পর দেখে তার ডিমগুলি নেই।

Te 'xɔdak xɔdak' gori xɔdɔkkhɔn dogorly. Dogori
সে কট কট করে কিছুক্ষণ ডাকল। ডেকে

dogori madi indi aŋuderloi undi aŋuderloi. Aŋutte
ডেকে মাটি এদিকে আঁছড়াচ্ছে ঐদিকে আঁছড়াচ্ছে। আঁছড়াতে

aŋutte ukkua óroli ba peiye. Óroli bɔdagun
আঁছড়াতে একটা বিষপিপড়ার বাসা পেল। বিশপিপড়ার ডিমগুলি

hɛilɔ. Heine-hei uri gɛlɔ goi. She bhidirɛ óroligun
খেল। খাওয়ার পর উড়ে গেল। তার মধ্যে বিষপিপড়াগুলি

ɛlak. Eine-ei çande tara bɔdagun nei. Tara
এল। এসেই দেখে তাদের ডিমগুলি নেই। তারা

áolpaol gori duŋura dorlyak. Tɛh duŋurtɛ duŋurtɛ
পাগলপ্রায় হয়ে দৌঁড়াতে লাগল। তারপর দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে

çandɛ ikkua zharbua bɔr xenha shugɔre xai-zumɔtthun
দেখে একটা জংলী বড় মর্দা শুকর কাছের জুম থেকে

dhan heidei tɛ shiɔt buk-gori roiyegi. Óroligun
ধান খেয়ে দেয়ে সে ওখানে মাটিতে বুক চেপে শুয়ে রয়েছে। বিষপিপড়াগুলি

duŋurte duŋurtɛ tara zeine zei bɔr xɛnha
দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে তারা গিয়েই বড় মর্দা

shugɔrvuar bizavuat dilak xamarei. Zɔghɔn óroliye
শুকরটার অন্ডকোষে দিল কামড়িয়ে। যখন বিষপিপড়াগুলি

xamarei dilak, shugɔrzyar phallyani xɔnna çai!
কামড়িয়ে দিল, শুকরটার লাফানি কে দেখে!

Ei undi zar indi zar. Zadɛ Zadɛ Zadɛ Zadɛ
এই ঐদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে। যেতে যেতে যেতে যেতে

zharɔtthun zumɔt nighillɔ goi. Zumɔt nighilinɛ
বন থেকে জুমে বের হল গিয়ে। জুমে বের

Dhaka University Institutional Repository

nighili pagana dhan ha dorzye. Hade çaidye
হবার পর পাকা ধান খেতে লাগল। খেতে দেখে

zum giroç burhi ecçhye. Burhi eine ei
জুমের মালিক বুড়ি এসেছে। বুড়ী আসার পর

çaidye shugɔrbua ɛk xettya dhan har. Hadɛ
দেখে শুকরটা এক দিকে ধান খাচ্ছে। খেতে

hadɛ dhan sheç gori dɛrloi. Tɛ ikkua
খেতে ধান শেষ করে দিচ্ছে। সে একটা

mugɔr dhori ghutthya bazzyei bazzyei shugɔrbua
মুগর ধরে খুঁটিতে আঘাত করতে করতে শুকরটা (কে)

dhabarli. Ghuttyabua bazzyadɛ bazzyadɛ ghutthyabua
তাড়াতে এল। খুঁটিটি আঘাত করতে করতে খুঁটির

madha phadi gelɔ goi. Ikkinɛ ghutthyabua ar xi
মাথা ফেটে গেল। এখন খুঁটিটি আর কি

goribɔ, tɛ raza idhu zeine xɔydye, "Xɔtta,
করবে, সে রাজার কাছে গিয়ে বলল, কর্তা

burhidɔ bazzyadɛ bazzyadɛ mɔ madhabua phadei
বুড়ীতো আঘাত করতে করতে আমার মাথাটা কাটিয়ে

dye. Tɛh razai xi goribɔ ar, ta peik
দিয়েছে। তখন রাজা কি করবে আর তার পাইক

piyadarɛ dagilɔ. Dagi xɔydɛ, Burhirɛ ɛkka
পেয়াদাদেরকে ডাকল। ডেকে বলেযে, বুড়ীকে একটু

bani anɔ goi, zɔ." Tará anilakkoi burhirɛ
বেঁধে আনো গিয়ে, যাও। তারা আনল গিয়ে বুড়ীকে

baninei. Razai puzhar gorlyɔ de," "Thuį ghutthyabhuar
বেঁধে। রাজা প্রশ্ন করল যে, তুমি খুঁটিটার

madha phadei dyoç zxya ? Burhi xɔyde, "Xɔtta,
মাথা ফাটিয়ে দিয়েছ কেন ? বুড়ী বলে যে, "কর্তা,

Dhaka University Institutional Repository

shugɔrbhua mɔ dhanan hei dɛr. Tarɛ dhəbebattyai
শুকরটা আমার ধান খাচ্ছে। তাকে তাড়াতে

bacchyade bacchyade phadi ziyegoide. ai." Raza
বাড়ি মারতে বাড়ি মারতে ফেটে গিয়েছে। আর কি" রাজা

xɔ yde, Shalhedɔ ducchan tɔr nɔy. shugɔrbhuar,
বলে যে তাহলে তো দোষটা তোমার নয়, শুকরটার।

Anɔgoi shugɔrbhuare bani." Shene ar
আন গিয়ে শুকরটাকে বেঁধে। তাই আরো

shugɔrbhuarɛ bani anilakkoi. Shibha 'gõek
শুকরটাকে বেঁধে আনল গিয়ে। সেটি গোঁয়েক

gõek gor raza-ghɔr guzurei der. Tɛh razai
গোঁয়েক করে রাজবাড়ী কাঁপিয়ে তুলল। তখন রাজা

xɔ yde," Tɔr gõek gõek gɔrle ɔdhɔ nɔy.
বলল, তোমার গোঁয়েক গোঁয়েক করলে হবে না।

kya tui burhi-dhanan hei dyɔr?" Shene shugɔrbhua
কেন তুমি বুড়ীর ধান খাচ্ছিলে? তাই শুকরটা

bɛk ducchani oroligunɔre dilɔ. Oroligune tare
সব দোষগুলি বিষপিপড়াদেরকে দিল বিষপিপড়াগুলি তাকে

xamarxyɔn kya? Tara bɛk
কামড়িয়েছে কেন? তারা সব

ducchani xurhabhure dilak. Tɛ kya tara
দোষগুলি মুরগীটিকে দিল সে কেন তাদের

bɔdagun hei dye? Tɛ duc dilɔ Shappuare.
ডিমগুলি খেয়ে ফেলেছে? সে দোষ দিল সাপটাকে।

Tɛ kya ta bɔdagun hei dye? Shappua
সে কেন তার ডিমগুলি খেয়ে ফেলেছে? সাপটা

bɛk ducchani dilɔ orikɔuare. Tɛ kya ta
সব দোষগুলি দিল হরিণটাকে সে কেন তার

Dhaka University Institutional Repository

Xaŋelluat uri dye ? Criŋŋua duc dilɔ
মেরুদন্ডে মাড়িয়ে দিয়েছে ? হরিণটা দোষ দিল

bandɔrzyare. Tɛ kya ta pidit shuguriguabhua
বাঁদরটাকে । সে কেন তার পিঠে মিষ্টিকুমড়াটা

phelei dye ? Bandɔrzya duc dil rɔŋ raŋŋyare.
ফেলে দিয়েছে ? বাঁদরটা দোষ দিল ধনেশটিকে ।

Tɛ kya ta xanzaba xure shɛmba gori dogorzye?
সে কেন তার কানের কাছে অতবড় করে চিৎকার করেছে?

Rɔŋ raŋŋye duc dilɔ shudɔttubibhua. Tɛ kya ta
ধনেশটি দোষ দিল টুনটুনিটিকে । সে কেন তার

muɔndi shomei punendi nighili ziye ? Shene
মু দিয়ে ঢুকে পায়ু দিয়ে বের হয়েছে ? তাই

shudɔttubibhuare bani anilakkoi. Tɛ xɔyde, "Xɔtta
টুনটুনিটিকে বেঁধে আনল গিয়ে । সে বলে যে, "কর্তা

hoççhuabɛŋŋua shedinya nua shɔrɔtthun eine ei
কুনোব্যাঙটি সেদিন নুতন শহর থেকে এসেই

hɔbɔr xɔtte, iŋilya bhile bɔrbɔ bɛbɔ.
খবর বলেছে, ইদানিং নাকি তুফান হবে ।

Mui ɛkkana gori pek. Shedinya gazhɔ huluŋ
আমি একটুখানি করে পাখি সেদিন গাছের কোটর

tɔgade tɔgade bhule rɔŋ raŋŋya- ahbhuare gazhɔ
খুঁজতে খুঁজতে ভুলে ধনেশটার খোলা মুখটাকে গাছের

huluŋ bhabi shindi shomei nighili ziyɔŋgoide.
কোটর ভেবে তাদিয়ে ঢুকে বরিয়ে গেছি ।

Mɔre map gori dyɔ, Razai xɔyde, "Shaledɔ
আমাকে মাফ করে দিন । রাজা বলে যে, তাহলে তো

bɛk duççhani hoççhua bɛŋŋuar. Anɔgoi hoççhua-
সব দোষগুলি কুনোব্যাঙটার । আনগিয়ে কুনোব্যাঙটিকে

bɛŋŋuare bani". Shene anilakkoi hoççhua bɛŋŋuare bani.
বেঁধে । তাই আনল গিয়ে কুনোব্যাঙটিকে বেঁধে ।

Dhaka University Institutional Repository

Bicar ɔ́lɔ. Bɛk duçchani tar. Raza xɔyde,
বিচার হলো সব দোষগুলি তার। রাজা বলে যে,

"Pidɔ tare xattol gazhɔt bani." En pida
পিটাও তাকে কাঁঠাল গাছে বেঁধে। এমন পিটুনি

pidilakke ta çam xattol gazɔt lagi, xattol
পিটালো তার চামড়া গাছে লেগে কাঁঠাল

gazhɔ bagɔl dɛm dɛm ɔ́i ziyegoi. Ar
গাছের বাকল গুটি গুটি হয়ে গেল। আর

zattol gaçchuatthun hir nighili hocchuabɛŋŋuar
কাঁঠাল গাছ থেকে ক্ষীর বের হয়ে কুনোব্যাঙটির

xeiyat somei ziyegoi. Shitthun dhori xattol
শরীরে ঢুকে গেল। সেই থেকে কাঁঠাল

gazhɔ bagɔl dɛm dɛm ar hocchua bɛŋɔr
গাছের বাকল গুটি গুটি আর কুনোব্যাঙের

xeiyat rɔc aghe, bic-rɔc. Shene ɛzhɔ çaŋmar
শরীরে রস আছে, বিষাক্ত রস। তাই এখনও চাকমার

Daghɔ xɔdhat aghɛ "Mu gudiye bɛŋ mɔre."
ডাকের কথায় আছে, "মুখের দোষে ব্যাঙ মরে"

Dhaka University Institutional Repository

তঞ্চঙ্গ্যা রূপকথা

Bagya-loi Sugɔrzya
(বাঘ ও শূকর)

Ayum xalɔt ɛk gobhiŋ bɔnɔt ɛkkhua
অতীত কালে এক গভীর বনে একটি

baghɔr-chɔ a ɛkkua sugɔrehɔ alak. Bagyar
বাঘের বাচ্চা আর একটি শূকরের ছানা ছিল। বাঘটির

maba sigarir guli khai muiye. Sene tɛ
মা-টি শিকারীর গুলি খেয়ে মারা গেছে। তাই সে

Sugɔrchaba zɛkkɛ tamma dut khai tɛyɔ
শূকর ছানাটি যখন তার মায়ের দুধ খায় সেও

tar dut khai xɔnɔ rɔgɔmɛ pɔran bacai.
তার দুধ খেয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচায়।

ɛkdin sigarir guli khai chɔrma sugɔrba
একদিন শিকারীর গুলি খেয়ে ছাপোষা শূকরটি

mulɔ. Bagyaloi sugɔrzya ɛk sɔmare than
মারা গেল। বাঘও শূকরটি এক সাথে থাকে

a bɛran.
আর বেড়ায়।

ɛkdin baghya ghumɔ chɔl di alɔ Sugɔrzya
একদিন বাঘটি ঘুমের ভান করে ছিল শূকরটি

ta xai zei dagi tulilɔ. Tɛ ũ ã
তার কাছে গিয়ে ডেকে তুলল। সে উঁ আঁ

guri udhi xulɔ, "Bɔn, sɔbɔnɛ sɔbɔnɛ
করে উঠে বললো, "বন্ধু স্বপ্নে স্বপ্নে

tɔrɛ mui khayɔr." Sugɔrzya amɔk oi
তোমাকে আমি খাচ্ছিলাম। শূকরটি অবাক হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

xulɔ , " Bɔn, sɔbɔnɛ xɔdɔ xichu dɛgha zai,
বললো, " বন্ধু স্বপ্নে কত কিছু দেখা যায়,

mɔrɛ khadɛ dighilɛyɔ xɛnɛ khɛbɛ ? Bagya
আমাকে খেতে দেখলেও কিভাবে খাবে ? বাঘটি

xulɔ, "Tui mɔr sɔbɔnan adbanya guri
বললো, " তুমি আমার স্বপ্নটি অর্ধেক করে

dyɔc, mui ikkinɛ tɔrɛ khain." Sugɔrzya
দিয়েছ । আমি এখন তোমাকে খাব ।" শুকরটি

xulɔ , "Bɔn zharɔt arɔ pait pɔsu aghɔn.
বললো, " বন্ধু বনে আর পাখী পশু আছে,

Siŋhɔ -raza aghɛ . zei ta xai Reza
সিংহ রাজা আছে চল তার কাছে । রাজার

bicarɔt unyɔ pait pɔsu - unɛ zuni xɔn
বিচারে অন্য পাখী পশুগুলি যদি বলে

sɔbɔnɛ khade dighilɛ khai parɛ salɛn
স্বপ্নে খেতে দেখলে খেতে পারে তবে

khait." Tara siŋhɔ raza xai gɛlak. Tɛ
খেও ।" তারা সিংহ রাজার কাছে গেল । সে

xulɔ , "Bagya sɔbɔnɛ dikkhye tɔrɛ khattɛ
বললো, " বাঘা স্বপ্নে দেখেছে তোকে খাচ্ছে,

ar tui tar sɔbɔnan adhanya guri dyɔc
আর তুই তার স্বপ্নটি অর্ধেক করে দিয়েছিল -

tɔr bhari duc oiyɛ tɔrɛ bagya ikkunu
তোর ভারী দোষ হয়েছে । তোকে বাঘা এখন

khabɔ . "Sugɔrzya xani xani xulɔ ," Xɔtta,
খাবে ।" শুকরটি কেঁদে কেঁদে বললো, কর্তা

mɛ ɛk masɔr sɔmɔy dɛ , mui xɔnɔ pait
আমাকে এক মাসের সময় দাও, আমি কোন পাখী

Dhaka University Institutional Repository

pɔsu ugil tɔgain." Siŋhɔraza xulɔ, "za,
পশু উকিল খুঁজি।" সিংহ রাজা বললো, "যা,

mui sɔmɔy diluŋ." Sugɔrzya ɛkkua pɛcarɛ
আমি সময় দিলাম।" শুকরটি একটি পেঁচাকে

ugil dorilɔ.
উকিল ধরলো।

Sɔbhar din bɔnɔr bɛk pait pɔsunɛ
সতার দিন বনের সকল পাখি পশুগুলি

siŋhɔraza xai azir ulak. Khalik sugɔrzyar
সিংহ রাজার কাছে হাজির হলো। শুধু শুকরটির

ugillua pɛcakkyar dɛgha nai. Sɛnɛ siŋhɔraza
উকিলটি পেঁচাটির দেখা নেই। তাই সিংহ রাজা

zanei dil, "Bagya sugɔrzyare khai parɛ".
জানেই দিল, " বাঘা শুকরটিকে খেতে পারে।"

Sekkhene pɛcakkya gachɔ zhupɔttun nighili doa
তখন পেঁচাটি গাছের ঝোপ থেকে বের হয়ে ডানা

bacchye bacchye uri ai bagyar madhat ladhi
ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে উড়ে এসে বাঘটির মাথায় লাথি

mallyɔ. A khanɔkkhɔne ucanya, khanɔkkhɔne
মারলো। আর কিছুক্ষণ উর্দ্ধে কিছুক্ষণ

lamunya uri uri naca dhullyɔ. Bɛk pait
নিম্নে উড়ে উড়ে নাচতে লাগলো। সকল পাখি

pɔsuun dighi amɔk ulak. Bagya tagɔt guri
পশুগুলি দেখে অবাক হলো। বাঘটি চট করে

pɛcakkyarɛ dhullyɔ. Tɛ xicik xacak guri xulɔ,
পেঁচাটিকে ধরলো। সে কিচির মিচির করে বললো,

"Xya mɔr sugɔr sɔbɔnan bhaŋi dilɛ?
"কেন আমার সুখের স্বপ্ন ভেংগে দিলে ?

Dhaka University Institutional Repository

Adhanya guri dilɛ ? Xɔtta, tui bicar
অর্ধেক করে দিলে ? কর্তা তুমি বিচার

guri dyɔ." Tɛ arɔ xulɔ , "Mui sɔbɔnɛ
করে দাও।" সে আরো বললো, আমি স্বপ্নে

sɔbɔnɛ siŋhɔ-raza zhibaloi saŋa gɔrɔŋɔr."
স্বপ্নে সিংহ রাজার মেয়ের সাথে বিয়ে করছিলাম।"

Siŋhɔ raza ragɛ gir - girei xulɔ , "Sɔbɔnɛ
সিংহ রাজা রাগে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বললো, স্বপ্নে

raza zhi-loi saŋa gɔrɔr bhili xɔn
রাজার মেয়ের সাথে বিয়ে করছে বললেতো কোন

akkɔlɛ tui razazi pɛbɛ ? Beakkɔl."
আক্কেলে তুই রাজার মেয়েকে পাবি ? বেআক্কল।"

Pɛcakkya xulɔ , Salɛn baghyai sɔbɔnɛ dɛghɛ
পেঁচাটি বললো, " তাহলে বাঘটিও স্বপ্নে দেখেছে

bhili sugɔrzyarɛ xɛnɛ khabɔ ? Bɛk paik
বলে শুকরটিকে কিভাবে খাবে ? সকল পাখি

pɔsu-un xulak, "Na, na, na, khai nɔ
পশুগুলি বললো, " না, না, না, যেতে না

pabɔ . Siŋhɔ raza sian rai dil
পাবে।" সিংহ রাজা তা রায় দিল।

Shɛnɛ pɛcakkyar buddhiyɛ sugɔrzya
তাইতো পেঁচাটির বুদ্ধিতে শুকরটি

bacilɔ .
বাঁচলো।

Dhaka University Institutional Repository

মারমা রূপকথা

Yaŋ go caga

অতীতের কাহিনী

pre tɔ bre mãŋ sa ɔmaitsa ara kaittɔsa

দেশ একটাতে রাজপুত্র মন্ত্রীপত্র আর কোতোয়ালপত্র

thuŋ ya atait – pɔŋ ya – saŋ po · ɔtoak pre – baŋ

তিনজন বিদ্যা শিক্ষার জন্য দেশ অন্য

touk lakhare. Yãsuro ɔtait – pɔŋ ya taitro –

-এর জন্য চলে গেছে। তারা বিদ্যা শিখে

ko pre do praiŋ lẽima ɔro

নিজ দেশ দিকে ফিরার সময় রাস্তায় হাড়

roumraŋ re. Yãsuro ɔtait- pɔŋ sa paŋ khare

দেখা গেল। তারা বিদ্যা (যা) শিখানো হয়েছে

a mãi choipho ɔtoak yãsuro swuk kɔ ouŋ

যথার্থ পরীক্ষার জন্য (সে ব্যাপারে) তারা সঠিকভাবে

saimaite. pɔ thɔ ma kaittɔ na meindra mãiro ɔro

ঠিক করলো। প্রথম কোতোয়ালপুত্র মন্ত্র ফুঁ দিয়ে হাড়

ɔkuŋ prẽi rochate. ɔmaittɔ sa mãirekha roma

সকল করল। মন্ত্রীপুত্র ফুঁ দিলে হাড়ে

atha ɔri rɔkte. Yogo ɔro ɔtha ɔre

মাংস চামড়া খা দিল। তারপর মাংস চামড়া

cũkha wãiŋ tɔgɔŋ rok phraite. Dezo

যুক্ত হয়ে তালুক একটা রূপ ধারণ করল। তা

mrãŋ ro yãsuro krɔk kaite. Kaittɔsa ɔmaitsa

দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। কোতোয়াল পুত্র মন্ত্রীপুত্র

mãŋsago su ɔtaiko ara prapogo – hãire.

রাজপুত্রকে যা দেখাবে (সে ব্যাপারে) আরো বারণ করল

Mãŋsa maipare Suga prɔ re, Mεre nhaiyɔ

রাজপুত্র রেগে গেল। সে বলে, "তোমরা দুজন

Dhaka University Institutional Repository

ɔtaitko tãibya. ŋaga mɔ cãirasi ŋa
বিদ্যা পরীক্ষা করেছ । আমার পরীক্ষা করা হয় নাই । আমি

ŋa- tait pɔŋ yago cãikai-krapho Sigili
আমার শিখা বিদ্যাকে পরীক্ষা করলো মরলে

sirazi . Mãŋ sa ɔtaiko caire । Waiŋ ma
মরতে রাজী, রাজপুত্র বিদ্যাকে পরীক্ষা করে। তালুকের

asak lhalhire yãsurogo kɔypho pyaŋ ro.
প্রাণ ফিরলে তাদেরকে কামড়াতে শুরু করল।

Yãsuro mairo waiŋ yaŋ ga sizirɛ .
তারা ফুঁ দিলে তালুকটা পূর্বের মত মরে গেল ।

ɔni - prairo ko pre do prãi laite.
স্বাভাবিকভাবে নিজ দেশের দিকে ফিরে গেল ।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরা রূপকথা

SAŊ DARISA
(সাংদারিসা)

Saŋ darisa-ni bɔma radi kaisa Bini bade
সাংদারিসা-এর (তার) মা বিধবা একজন। সে বাদে

aro kaisa aphak koroi. Para baiciŋ gɔ
আর কেউ সংগী নেই। পাড়া বাইরে

bini nɔg sɔnni bira dumzak. Salo
তার ঘর শন বেড়া(র) তৈরী। দিনের বেলায়

bɔma para-gɔ thaŋgoi bɔrɔkni
তার মা পাড়ায় গিয়ে (অন্য) লোকের (কাছে)

Samuŋ taŋ gɔ. ɔdaini za manbɔ bɔnɔ
কাজ করে। সেখান থেকে যা আনতে পারে তা

salaiyɔ. Arai khayoi kɔnɔ rɔkɔm sal kataiyɔ.
(দু'জনে) খায়। এমনি করে কোন রকম দিন কাটায়।

Saŋ darisa tɔr sagoi bɔ ma-nɔ hinba,
সাংদারিসা বড় হয়ে তার মাকে বলল,

Aŋ hog khainai, ama. Zɔtɔ bɔrɔk hog
"আমি জুম (চাষ) করব, মা। সকল লোক জুম

khaiyoi ganaŋ ɔŋgɔ. Aŋ khai ɔŋgɔlɔk bɔdoi?"
(চাষ) করে ধনী হয়। আমিও কি (ধনী) হতে পারবনা?"

Bɔma hinba, "Maizili kɔroi, mai kɔroi,
তার মা বলল, বীজধান নেই, ভাত নেই,

tama-bai hog khaini?" Saŋ darisa hinba,
কি দিয়ে জুম (চাষ) করব?" সাংদারিসা বলল,

"Nuŋ anɔ maizili simi biyei rɔphaidi.
"তুমি আমাকে বীজধান শুধু খুঁজে এনে দেবে।

Dhaka University Institutional Repository

Aŋ mai sayagoi-phuŋ khainɔ." Saŋ darisa-ni
আমি ভাত না-খেলেও (চাষ) করব। সাংদারিসার

bɔ ma para-gɔ thaŋ kha zɔ tɔnɔ maizili bikha.
(তার) মা পাড়ায় গিয়ে সবার কাছে বীজধান চাইল।

Kaisa maizili rɔya. Arɔ thesera thuŋ goi
কেউ বীজধান দিলনা। আবার টিটকারী দিয়ে

hinba, "Mai tonbusuk-ni hog khainai?"
বলল, "কত আড়ি (ধান মাপার ঝুড়ি বিশেষ) জুম (চাষ করবে?"

Bɔ nɔ bɔ ma basa-nɔ apaikha.
তার (তার) মা ছেলেকে এসে বলল।

Saŋ darisa bɔ nɔ khanagoi maizilini
সাংদারিসা তা শুনে বীজ ধান

badɛ hog khainani hinoi hog rɔ moikha.
বাদে জুম (চাষ) করব বলে জুম করল।

ɔ rɔ ni salpɔ ti hog tamni naŋ kha. Hog hɔ goi
তখন থেকে প্রতি দিন (জুম(এর জঙ্গল) কাটতে লাগল। জুম কেটে

phayoi bini phurɔŋ go maikhai arɔ
এসে তার পরবর্তী সকালে দেখে আবার

bɔ lɔŋ. Tɔ ari ɔŋ naini bagoi
জংগল (হয়ে গেছে)। কেন এরূপ হয় দেখার জন্য

Saŋ darisa ɔ- hugɔ tɔŋkha. Hɔ rɔ ãdarɔ huizagoi
সাংদারিসা সে জুমে রইল। রাতের আঁধারে লুকিয়ে

naiyoi - tɔŋkha. Sɔ moi tɔŋtoi tɔŋ toi hɔr-kasar
দেখতে - লাগল। ওত পেতে থাকতে থাকতে রাতের মধ্যে

ɔŋ khai mukti kaisa akhɔ lci phaikha.
হলে মূর্তি একটা নেমে এলো

Dhaka University Institutional Repository

Bini yago latha kusuŋ kɔŋ sa. Bini latha
তার হাতে লাঠি ঝকঝকে একটা। তার লাঠি

bai bai tanzaknɔ bugoi basa basa hinkhai
দিয়ে জংগল মেরে মেরে দাঁড়াও দাঁড়াও বললে

zɔ tɔ bɔ phaŋ basagoi aro bɔ lɔŋ ɔŋgɔ.
সব গাছ দাঁড়িয়ে আবার জংগল হয়ে যায়।

Saŋ darisa huizagoi tɔŋ goi samago phaikhai
সাংদারিসা লুকিয়ে থেকে কাছে এসে

ataka basagoi lathan seiyoi lakba. Muktini
হঠাৎ থমকে লাঠিটি কেড়ে নিল। মুক্তির

latha lagoi phirogoi muktinɔ bunani - naŋ kha.
লাঠি নিয়ে ফের মুক্তিকে মারতে - লাগল।

Muktinɔ bugoi hinba, "Nuŋ ironi thanadoi
মুক্তিকে সে বলল, "তুমি এখান থেকে যাবে কি

thaŋ ya?" Mukti khaloi thaŋ khai lathanɔ lagoi
যাবে না?" মুক্তি পালিয়ে গেলে লাঠিকে দিয়ে

Saŋ darisa nɔ gɔ phaikha. Bɔ ma bini bagoi
সাংদারিসা বাড়ীতে গেল। তার মা তার জন্য

hɔ rɔ wanagoi thumaya. Phuruŋ gɔ basanɔ
রাতে চিন্তায় ঘুমাতে পারেনি। ভোরে ছেলেকে

nuŋ goi bari hamzakkha.
দেখে ভারী খুশী হলো।

Saŋ darisa muktin latha manoi bɔ zɛnɔ
সাংদারিসা মুক্তির লাঠি পেয়ে সে যা

nai, mankha. Bɔ manɔ hinba, "Ma nuŋ kami-
চায়, পায়। তার মাকে বলল, "মা তুমি পাড়ার-

roazani bahazɔ knɔ hamzɔ k naiyoidi. Bɔ nɔ bɔ ma
মোড়লের মেয়েকে কনে দেখতে যাও। তাকে তার মা

Dhaka University Institutional Repository

hinba, "Nuŋ kɔ bɔ rdoi ɔŋ ?" Saŋ darisa hinba,
বলল, "তুমি পাগল হলে নাকি ?" সাংদারিসা বলল,

"Ma, aŋ kɔ bɔ r ɔŋ ya. Nuŋ biyoi khanagoi
"মা, আমি পাগল হইনি। তুমি দেখে শুনে

phaidi, bɔ k tama hin ?" Bahazalani bagoi
এসো, তারা কি বলে ?" তার ছেলের জন্য

bɔŋmanlia kami- roazani bahazɔ knɔ hamzɔk-bini
থাকতে না পেরে গ্রামের মোড়লের মেয়েকে কনে দেখতে

thaŋ kha. Bɔ ma roazani- nɔ gɔ thaŋ goi sɔgoikha.
গেল। তার মা মোড়লের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল।

Saŋ darisa-ni bɔ ma roazan hinba "Nuŋ, anɔ
সাংদারিসার (তার) মা মোড়লকে বলল, "তুমি, আমাকে

bukhai dak che nuŋ nai, tankhai thui che nuŋ nai.
মারলে দাগ দেখবে, কাটলে রক্ত দেখবে।

Aŋ nɔnɔ kɔ k khuksa sani phaizago, Roaza
আমি তোমাকে কথা একটা বলতে এসেছি। মোড়ল

hinba, "Tama saninai, sani mucukkai sadi."
বলল, "কি বলতে চাও, বলতে ইচ্ছে হলে বলো।"

Saŋ darisa-ni bɔ ma hinba. Ani basa-ni
সাংদারিসার (তার মা বলল, "আমার ছেলের

bagoi na hamzɔ kno hamzɔ k-nai phaiyo." Roaza
জন্য তোমার মেয়েকে কনে দেখতে এসেছি।" মোড়ল

khanagoi hinba, "Nuŋ ĩ kɔ kno sakha arɔ
শুনে বলল, "তুমি যে কথা বলেছ আর

konodinɔ tasadi." Saŋ darisa-ni bɔ ma arɔ
কোন দিন বলোনা।" সাংদারিসার (তার) মা আর

muŋ sane samaldia. ɔdariyo phacara kaisa ..tɔŋ go.
কিছু বলতে পারলনা। সেখানে কাজিল একজন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

Bɔ hinba, "Nuŋ asuk kɔ kno sagoi tama
সে বলল, "তুমি এমন কথা বললে কি

khayoi uŋnai? Bɔnɔ hindi, nɔ kha salcini hɔ rcini
করে হবে ? তাকে বল, সাতদিন সাতরাত

pana- caŋmanai dei ? Bini nɔk-bai nini
ভোজ খাওয়াতে পারবে ? তার ঘর থেকে তোমার

nɔk-lama batti nucuŋ mankhai, kaimana."
ঘর (এর)-পথ বাতি জ্বালাতে পারলে, রাজি আছি।"

Roaza hinba, "Arai ɔnthɔŋ". Na-hazalanɔ thaŋ go
মোড়ল বলল, "এমন থেকে"। তোমার ছেলেকে গিয়ে

sagoidi."
বলো গিয়ে।"

Saŋdarisa-ni bɔma nɔ gɔ phaikha basa-no
সাংদারিসার (তার) মা তার ঘরে এসে তার ছেলেকে

zɔtɔ kɔ kno sa phaikha. Basa bɔ mani kɔ k
সব কথা বলল । তার ছেলে তার মার কথা

khanagoi hinba, "Ma, Nuŋ aro thaŋ goi sagoidi,
শুনে বলল, "মা, তুমি আরো গিয়ে বলো,

zɔ tɔ pharinai Sagoikha." Bɔma kami - roaza-ni
সব পারব বলবে।" তার মা গ্রাম (এর) মোড়লের

nɔ gɔ thaŋ- kha. Bɔ mani kɔKno khanagoi zɔ tɔ
বাড়ীতে গেল । তার মার কথা(কে) শুনে সকলে

kamaŋkha. Bini kɔ kno rɔmkha. Kainai sal
অবাক হলো । তার কথা(কে) ধরা হলো। বিয়ের দিন

thik khaikha. Saŋ darisa-ni bɔma samani mɔtɛ,
ঠিক করা হলো । সাংদারিসার (তার) মা যেভাবে বলেছে,

Dhaka University Institutional Repository

bini lathano hinoi horni bisĭo nɔg
তার লাঠিকে বলে রাতের মধ্যে ঘর

gɔrza khayoi taŋkha. Bɔnɔ sazɔkkha; maituk,
বড় করে বানাল। তাকে সাজাল; ভাতের পাতিল

mairaŋ, lɔta, zugalkha. Saŋdarisa mai, mairuŋ,
ভাতের থালা, লোটা, জোগার করল। সাংদারিসা ভাত, চাল,

nuŋnuŋ, dɔidui batasa zugalkha. Bini nɔkbai
মানাপিনা, দই দুধ, বাতাসা জোগার করল। তার ঘর থেকে

roɑzani nɔg batti mucuŋkha. Sal cini
মোড়লের বাড়ী বাতি জ্বালাল। দিন সাত

hɔr cini panarɔgoi carɑni naŋkha.
রাত সাত ভোজ দিয়ে খাওয়াতে লাগলো।

Saŋdarisa-bai roazani bahazɔkno kayi rɔgoi
সাংদারিসার সাথে মোড়লের মেয়ের বিয়ে হয়ে

hamoi-ruŋgoi thaŋkha.
সুখ সমৃদ্ধিতে কাটলো।

Dhaka University Institutional Repository

GIA

(গরু)

ম্রো গল্প

Acukkhɛ Thurai cia - lɔk hai Marusa
আদিতে থুরাই (স্রষ্টা) গরু - একটি দিয়ে ম্রোদের

tuk abowit kɔŋ mu-cabowit koi sapɛ. Ma-mih
কাছে একটি ধর্মগ্রন্থ পাঠিয়ে ছিলেন। এটি

dɛŋ ram luk-kɔy arui uɔy. Tiama- takra-kɔy
কলাপাতার উপর লেখা ছিল। পথের মাঝখানে

kanauma hɔm sakrai-khai. Niyɔŋ ka cia
খুব খিদে পেয়েছিল, তাই গরু (টি)

dɛŋ ram-lukkɔy arui wymi kɔŋmu-cabowit ca takhai.
কলা পাতার উপর লেখা ধর্মগ্রন্থ খেয়ে ফেলেছিল।

Niyɔŋ ka Marusa-bua lɔ ura arɑubau koi
সেই জন্য ম্রোরা কোন রোগ ব্যাধি থেকে

iuŋ kɔm tuakka caŋ cia sɔt pɔy.
আরোগ্য লাভের আশায় অনুষ্ঠানে গরু হত্যা করে।

Nɔw rɛ-hai ki-sɔt kuŋ kɔi adai-da
তারপর বর্শা দিয়ে হত্যা করার পর জিভটি

carai hai ŋɛn ɛnɔ kuai sɛkhai liŋ tuk
দা-দিয়ে কেটে নিয়ে খুটির উপর বাঁশের গলা

kɔi tak - ah.
দিয়ে গেথে - রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

চাক রূপকথা

RɛTUK TɛŊ DU
টিয়া কাহিনী

Ayaŋ hɛkarɛk thiŋ-na mɔnaŋ niŋfu liksɔuŋ cagɔ
আদিকালে গ্রাম একটিতে স্বামীস্ত্রী(র) বসবাস

ŋalaŋ hɛlɛk. Amarak ciŋrisa ŋalaŋ hɛlɛk. Amarak-ka
ছিল। তারা গরীব ছিল। তাদের

asikcha fua ŋalaŋ hɛlɛk. asikcha-ga amiŋ
কন্যা একজন ছিল। কন্যার নাম

Alusaŋma. Ama-ga asak khno niɔ.
আলুসাংমা। তার বয়স সাত বছর।

Yakta ama-ga anu-aba-ra hraŋ fuŋŋa aŋ
একদিন তার মা বাবা মাদুরে ধান

malaŋ laŋ hɛlɛk. Amarak Alusaŋ ma-aŋ aŋ-hraŋŋa cɔŋa
শুকাতে দিল। তারা আলুসাংমাকে ধানের মাদুর পাহাড়া

faiŋ padahɛk. Naktɛk amarak ippra laŋ-hɛ.
দিতে বলে গেল। তারপর তারা জুমে গেল।

Yaktagarɛk kraksi-tuŋbo tɔgowa-baŋma rɛtuk
একদিন ক্রশকসিতুংবো পাহাড় থেকে টিয়া

tiŋna paingo bainlahɛlɛk. Alusaŋma-ka kiŋ
একঝাক উড়ে এসেছিল। আলুসাংমাদের বাড়ী(র)

Kɛŋŋa bodifaŋ faŋna ŋalaŋ hɛlɛk. Rɛtuk tiŋŋak
কোনায় বটগাছ একটি ছিল। টিয়া(র) ঝাক

ma bodifaŋŋa pugahɛlɛk. Rɛtuk-rakka maŋ
সে বটগাছে বসেছিল। টিয়াদের রাজা

Alusaŋ ma-aŋ ŋagahɛlɛk, "paiŋ cha, ŋyak suŋ-yak
আলুসাংমাকে বলল, খুকুমনি, আমরা তিন - দিন

Dhaka University Institutional Repository

ŋɛŋ neŋ suyɛk achanabɛk. ŋyak-eik cikcha aŋ
রয়েছি কিছু না খেয়ে। আমাদের জন্য কিছু ধান

caga i-gelɛ ?" Alusaŋ ma rɛtuk-rak-aŋ acakhɛlɛk.
খেতে দেবে ? আলুসাংমা টিয়াদেরকে ভয় পেল।

Ama ŋahɛlɛk, " Aŋ ina-ko ŋa-ga anu-aba-ra
সে বলল, " ধান দিলে আমার মা-বাবা

pɔuk-ɛŋga." Rɛtuk-rakka maŋ ŋahɛlɛk. "Amarak mɛ
মারবে।" টিয়াদের রাজা বলল, " তারা যদি

naŋ -a pɔuknɛ naŋ kraksi-tuŋ bo tɔgo-a ŋyak
তোমাকে মারলে তুমি ক্রাকসিতুংবো পাহাড়ে আমাদের

thenek bain. Ma tɔgoa-ba ma naŋ ŋyak-aŋ
কাছে এসো। সে পাহাড় থেকে তুমি আমাদেরকে

c-weŋ."
ডাকবে।"

" Carɛkkɛŋ ŋyɔŋ ŋyɔŋ
ছোট ছোট উদ্ভিদ বিশেষ
Krasi-tuŋ bo kɛlɛu kɛlɛu "
ক্রাকসিতুংবো-তে এসো এসো।

Magarɛk ŋyak naŋŋa laga bainga. Alusaŋma
তখন আমরা তোমাকে নিতে আসবো। আলুসাংমা

rɛtuk racik aŋ-thawa haŋ caga zik igahɛlɛk.
টিয়াদের (প্রত্যেককে) ধান অর্ধেক করে খাওয়ার জন্য দিল।

Rɛtuk-rak atiŋ broŋ ŋalaŋ hɛlɛk. Rɛtuk-rak aŋ
টিয়াগুলি বড়ঝাঁক ছিল। টিয়াগুলি (প্রত্যেকে) ধান

thabahaŋ chazeŋ chazeŋ aŋ chɛŋchɛŋ wakalaŋgahɛlɛk.
অর্ধেক খেতে খেতে ধান সব ফুরিয়ে গেল।

Nɔktɛk rɛtuk-rak kraksituŋ bo tɔgo-a baiŋ-kalaŋgahɛlɛk.
তারপর টিয়াগুলি ক্রাকসিতংবো পাহাড়ে উড়ে চলে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

Alusaŋ ma-kka	anua p ara	nakt ɛk-chiriŋ cha	ikpra-baŋ ma		
আলুসাংমার	মা-বাবা	ঐ সন্ধ্যায়	ঘুম থেকে		
kiŋ-ŋa	baingahɛlɛk.	Amarak	aŋ	alugo	Alusaŋ ma-aŋ
বাড়িতে	এসেছিল।	তারা	ধান	না পেয়ে	আলুসাংমাকে
p o kka	rigahɛ lɛk.	Magar ɛ k	Alusaŋ ma		acakɔ
মারতে	আইল।	তখন	আলুসাংমা		ভয়ে
kiŋŋa-baŋ ma		kkalaŋgahɛlɛk.	Laŋ zeŋ	laŋ - ŋ a	
বাড়ি থেকে		চলে গেল।	যাবার সময়	পথে	
chamuk-kyɔk chiŋ	fua	lak-a—	ahɛlɛk.	Ma	chamuk-kyɔk chiŋ
রাখাল	একজন	সাক্ষাৎ	পেল।	সে	রাখাল
amaŋ	Kraksi-tuŋ bo	t ɔ gowa	chanekko	ilaŋ gahɛlɛk.	
তাকে	ক্রাকসিতুংবা	পাহাড়টিকে	দেখিয়ে	দিল।	
Alusaŋ ma	krakaituŋ bo	t ɔ goa	laŋ gahɛlɛk.	Magarak	
আলুসাংমা	ক্রাকসিতুংবা	পাহাড়ে	গেল।	তখন	
Alusa ma	t ɔ goa	r ɛ tukmaŋ - ga	atabechaiŋ	lak-a gahɛlɛk.	
আলুসাংমা	পাহাড়ে	টিয়া রাজার	সেনাপতি(র)	সাক্ষাৎ পেল।	
Maŋ - ga	atabechaiŋ	Alusaŋ ma-aŋ	maŋ -ŋa	kiŋŋa	
রাজার	সেনাপতি	আলুসাংমাকে	রাজার	বাড়িতে	
ola-kalaŋ gahɛlɛk.	R ɛ uk-rakka	maŋ	Alusaŋ ma-aŋ	pogo	
নিয়ে গেল।	টিয়াদের	রাজা	আলুসাংমাকে	দেখে	
pyɔ -gahɛlɛk.	R ɛ tuk-rakka	maŋ-ga	kiŋ	kanaŋ fu	ŋalaŋ hɛlɛk.
খুশী হল।	টিয়াদের	রাজার	বাড়ি	সুন্দর	ছিল।
R ɛ tuk-rak	amaŋ	swei-paŋ gaiŋ in	puk	tãi- hɛlɛk.	
টিয়াগুলি	তাকে	সোনার থালা দিয়ে	ভাত	খেতে দিল।	
Ayokka	swei-khuk -iŋ	ik ciŋ - hɛlɛk.	Ama	iktuŋzheŋ	
আরো	সোনার বিছানা পেতে	ঘুম পাড়ালো।	সে	ঘুমানোর সময়	
amarak	ama zik	Kuŋ - toa	sak-kɔ	kuŋ - ŋ a	swe we
তারা	তার জন্য	ঝুড়ি একটি	বুনে	ঝুড়িতে	সোনা রুপা

Dhaka University Institutional Repository

pipi-gahɛ lɛk. Alusaŋ ma kiŋ-ŋa laŋ rizɛŋ
রাখলো। আলুসাংমা বাড়িতে রাওয়ার সময়

rɛ tuk-rakka maŋ iŋ ma Kuŋŋaŋ igoŋ aŋahɛ lɛk.
টিয়াদের রাজা রাজা সে ঝুড়িটি দিয়ে বললো,

"Kuŋga apuŋŋaŋ laŋ-ŋa afuaŋlaŋŋɛ. Kiŋ-ŋamɛ apuŋŋaŋ
"ঝুড়ির ঢাকনাটি পথে খুলো না। বাড়িতে পৌঁছে ঢাকনাটি

foaŋ laŋ". Alusaŋ ma Ma kuŋŋaŋ lago kiŋ-ŋa
খুলবে।" আলুসাংমা সে ঝুড়িটি নিয়ে বাড়িতে

bain-gahɛ lɛk. Amaga anu-apa-ra amaŋ lago pyɔ gahɛlɛk.
এলো। তার মা-বাবা তাকে পেয়ে খুশী হলো।

Nɔktɛk amarak kuŋŋaŋ foaŋ-gahɛ lɛk. Amarak
তারপর তারা ঝুড়িটি খুললো। তারা

kuŋŋa sweŋ we pogo-hɛlɛk. Swe-ŋ we lugo amarak
ঝুড়িতে সোনা রূপা দেখতে পেল। সোনা রূপা পেয়ে তারা

taŋ da-chago pyɔ gahɛlɛk. Nɔktɛk amarak cathɛ
খুব খুশী হলো। তারপর তারা ধনী

frɛkka laŋ gahɛlɛk.
হয়ে গেল।

Amarak-ka thiŋ-ŋa lu pyak fua ŋalaŋ-hɛlɛk.
তাদের গ্রামে লোক খারাপ একজন ছিল।

Ma lu pyak taŋ ʃa-chago lopha ŋalaŋ hɛlɛk.
সে লোক খারাপ খুব লোভ ছিল।

Huŋ ma kaŋ thaŋŋaŋ lugo ama kraksituŋbo
ঐ খবরটি পেয়ে সে ক্রকসিতুবো

tɔgoa swe-ŋwe laga zik rɛtuk-rak thenek
পাহাড়ে সোনা রূপা আনার জন্য টিয়াদের কাছে

laŋ gahɛlɛk. Ataiko rɛtuk-rak ama zik kuŋŋa
গেল। এবার টিয়াগুলি তার জন্য ঝুড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

kafu theipi-gahɛlɛk. Amarak kuŋŋaŋ ama zik
সাপ ঢুকিয়ে ছিল। তারা ঝুড়িতে তার জন্য

igahɛlɛk. Ama kuŋŋa achamizaik ŋaheya chuea chepulek.
দিল। সে ঝুড়িতে কি আছে জানতো না।

Ma kuŋŋa lago kiŋŋa baingahɛlɛk. Ama
সে ঝুড়িটি নিয়ে বাড়িতে রওনা দিল। সে

kuŋŋaŋ laŋŋa foaŋ gahɛlɛk, Magarɛk kafu-a
ঝুড়িটি পথে খুললো। তখন সাপ

kuŋŋ a-baŋ ma prugo ama hrugo katainakahɛlɛk.
ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে তাকে কামড়িয়ে মেরে ফেলল।

Atɛkkadɛrigo lu pyak dheŋ hraik-halak.
এইভাবে লোক খারাপ শাস্তি হলো।

Magarɛk-baŋ me kafuwaŋ acakko fuyo kraksi-tuŋ bo
তখন থেকে সাপের ভয়ে কেউ আর ত্রশকসিতুংবো

tɔgoa alaŋ naiŋ.
পাহাড়ে যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পাংখুয়া রূপকথা

THLANRƆKPA
থ্লানরকপা

Mantia an lal rɔu-pui tak khakka a am ta.
আদিকালে রাজা খুব বড় একজন তিনি ছিলেন।

A ra miŋ cu Thlaŋ rɔ kpa acaŋ, pathian-sanu dɔŋ
তার নামটি থ্লানরকপা ছিল, ঈশ্বরের কন্যাকে স্ত্রী

anɛ i ta. A pu pathian in cu adɔŋ lɔm nan
(বিয়ে) করেছিলেন। তার শ্বশুর ঈশ্বর কন্যার বিয়েতে খুশীতে

salai-ama pua pɛ. Macu salai cu macɛk acul
বন্দুক সেটা ছুঁড়েন। সেই বন্দুকটি বহুপাত

mi hi acaŋ. Macu salai marit cu vɛini tɛŋka
হয়ে রয়েছে। সেই বন্দুকের শব্দটি আজ পর্যন্ত

thɛ idiŋ a am.
শোনা যায় তা ।

Thlaŋ rɔ kpa cu 'khuaŋ' ancɔi ta.
থ্লানরকপা(র) 'খুআং' অভিষেক হয়েছিল।

Khuaŋ ancɔy ma an khua-cɛ vɛl nin tui-khur,
রাজ্যাভিষেকের পূর্বে গ্রামের আশেপাশে এবং পানিঘাট

lampui mathian dɨŋ in tlaŋ ama au tir ta.
রাস্তা পরিস্কার করার জন্য সেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

Mipui nin raŋ nuŋ zɔŋ zɔŋ cuan - vɛr - dɨŋin.
লোকজন এবং জীবজন্তু সকলকে কাজ করতে বলা হয়েছিল।

Mipui nin raŋnuŋ zɔŋ zɔŋ cuan an suak vɛr ta.
লোকজন এবং জীবজন্তু সকলে কাজে যোগ দিয়েছিল।

Makhamsɛla caŋ kacɛl nin sauai cu anratha
কিন্নু কেঁচো এবং উলুকটা আলস্যের

Dhaka University Institutional Repository

andɛl vaŋnan ansuak iam lɔu ta. Cuan anna pɔl

কারণে যোগদান করে নাই। কাজে যোগদান

lɔu vaŋan caŋkac l-in lampui arakan incun

না (করার) কারণে কেঁচো টা রাস্তা পার হওয়ার সময়

thi diŋin cɔŋmasial atɔŋta. Cun Sauai -in

মৃত্যুবরণের (জন্য) অভিশপ্ত হলো। তারপর উল্লুকটাও

adamcuŋ ni ɛnkhɔu lɔu diŋin cɔŋmasial atɔŋta.

সারাজীবন সূর্য তাকাতে না পারার জন্য অভিশপ্ত হলো।

Macun Thlaŋ rɔkpa cu khuaŋancɔʔ ta. Mipui

তারপর থ্লানরকপার অভিষেক হলো। লোকজন

nin raŋnuŋ zɔŋ zɔŋ raŋan ruairɔupui tak asiam ta.

এবং জীবজন্তু সকলের জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

An zavai in anbar thɛu ta. Makhamsɛla laikɛŋ -cu

সবাই যেন প্রত্যেকে কিন্তু গিরগিটিটা

a pɛrpɛt ara sua ta. Mi vɛika dial anbar

সে চালাকি বের করল। অন্যে একবার করে খাওয়া

suŋin Laikɛŋ cu vɛika amarɔŋ ama vɔm ta,

সত্ত্বেও গিরগিটিটা একবার টুটি কালো করে

vɛika ama sɛn ta vɛiniʔ ka abar.

একবার লাল করে দুইবার যেন।

Ruaithɛ - zɔ ancun ruaithɛʔ nan kalmi

ভোজের পর ভোজে যোগদানকারী

zɔŋ zɔŋ anna va lɛʔ va lɔu, anma siaʔ

সকলকে পেট ভরেছে নাকি ভরে নি জিজ্ঞাসা সকলকে

dial ŋɛi ta khak khakkan; anna va thu

করা হয়েছিল একে একে; পেট ভরেছে

Dhaka University Institutional Repository

an ril thεu . Makhalsεla bak-in cuŋ
বলে তারা (মত) পাকাশ করল। কিন্তু বাদুরটা

"kan va lɔu" ti kan am suan. Midaŋ zɔŋ zɔŋ
"আমার তরে নাই" বলে জবাব দিল। অন্য সকলের

an va sian. ama dεi anva lɔu thu ari vaŋan
তাদের পেট ভরেছে, তার একার পেট ভরে নাই বলায়

adam cuŋ biŋ bεlεt an ankhai kaʔ in-diŋ in cɔŋma-
সারাজীবন উল্টো ঝুলে ঘুমানোর জন্য অভিশপ্ত

siat at.
হলো।

Mavaŋan vεinitεŋka bak biŋ bεlεt
সেজন্য এখনও পর্যন্ত বাদুর উল্টো হয়ে

ankhaikan a in-sin.
ঝুলে সে ঘুমায়।

Dhaka University Institutional Repository

লুসেই রূপকথা

Liand va Iɛh Tuaisiala
লিআনদতা এবং টুআইসিআলা

Ram pakhat-a Lal pakhat-a a.ɔm-a. Zam khat-cu
দেশ একটা(তে) রাজা একজন ছিলেন। রাত একটি(তে)

a in-ŋaihtua -a, kɛi-hi nuamsa duh -in
তিনি চিন্তা করছিলেন, আমি তো সুখে খুবই

ka aɔ m-sia. Ka - khɔum-bɔultɛ ka - mi lɛhsati-hi
আমি আছি। আমার প্রজারা আমার মানুষজনেরা

ɛŋtiŋɛ an khɔusa -vɛ thin, tiin a - rilru-ah zɔna
কিভাবে তারা জীবন যাপন করছে, বলে তাঁর মনে প্রশ্ন

a siam-a Cuam atuk-ah -cuam a cuŋtɛ
(নিজের) জাগল। তারপর পরের দিন তিনি পরিবারের

tumah ril tɔu-in a-ma-in a cuak-ta-a.
কাউকে বলে না নিজেই তিনি বের হলেন।

Ramhnuai kɔuŋah zan-khat lɛh ni-khat
বনের পথে এক রাতে এবং একদিনে

Zɛt a kal-a. Thim thut-thut-ah cuan
তিনি গেলেন। অন্ধকার হয় হয় অবস্থায়

khɔu-pakhat-a a lut-a. A-in thuamna khami-
একটি গ্রামে তিনি পৌঁছলেন। তার (নিজের) পোষাকটা

rɛthɛi in thuamin a in thuamsia. Tuman an
গরীব মানুষের (মত) পোষাক (পরে) তিনি সেজেছিলেন। কেউ তারা

ŋaih sak duhta lɛm lɔ va. A - ril-kha a tamsia.
নজর দিলনা। তাঁর পেটেও তাঁর ক্ষুধা লেগেছিল।

Cu-mi khua-ah cuan unau pani rɛthɛi
সেই(লোকদের) গ্রামে বড় ও ছোট ভাই দু'জন গরীব

dɛu-mai. Nu lɛh pa nɛi-lɔu. An aɔm-vɛa.
খুবই (ছিল)। মা ও বাবা (তাদের) ছিলনা। তারা(ই) কেবল থাকতো।

Dhaka University Institutional Repository

An - hmiŋ t cu Liandɔva lɛh a-nau
তাদের নামগুলি লিয়ানদভা এবং তার ছোট ভাই

Tuaisiala an ni-a. Anni cuan cu-pa-cu
টুআইসিআলা তারা ছিল। তারা তারপর সেই লোকটাকে

an hmu-a. An-lɔu khaɔŋ-ah-ta ɛm ɛm-a. A -
তারা দেখল। তাদের দয়া খুব হল তার

kiaŋ-a an va kal-a. Liandɔva cuan, "ka-pu,
কাছে তারা গেল। লিয়ানদভা তারপর খুড়ো

khɔ la miŋ-ɛ in-ila-a ? kh ɔia kal-turŋɛ i ni ?"
কোথাকার মানুষ আপনি ? কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?"

tiin a zɔuta "ka-bɔuŋ a bu a ka zɔuŋ,
বলে সে জিজ্ঞেস করল। আমার গরু হারিয়ে গেছে। আমি খুঁজছি,

ka zɔuŋ-a, Hei-i ka in-lama - pɔk ka
আমি খুঁজছি। আর আমার ঘরেও আমি

hɔu-thɛi ta lɔu anihi." tiin acaŋa.
যেতে পারি নি।" বলে উত্তর দিলেন।

Liandɔva cuan, "Ka-pu, kɛini-cu ɛi
লিআনদভা তারপর, "খুড়ো, আমাদের তো খাবার

lɛ bar lamah cuan ɛŋma kannɛi tɔu lɔuva.
দাবার ও কিছুই আমাদের আর নেই।

kan mɛi -him tal-hi rɔun-ai luŋvɛ taɛɛ in."
আমাদের আগুনের উষ্ণতা হলেও কিছু নাগান।"

Cuan an - in lamah cuan a va-lut vɛ ta-a.
তারপর তাদের ঘরের ভিতর তিনি প্রবেশ করলেন।

Tah-cuan a mi-rɛthɛi aŋa in thuama cu a
তারপর তিনি বীর লোকের মত পোষাকটা তিনি

Dhaka University Institutional Repository

hlip-ta sɔk - sɔk - a. A - cuŋ -ah a - lal-thuamna-cu
খুললেন সক সক শব্দে)। তার ভিতরে তার রাজ পোষাকটা (ছিল)

Liandɔva leh Tuais-ala tɛ-unau an hmu ta a.
লিআনদভা এবং টুআইসিআলা বড় ছোট ভাইয়েরা তারা দেখল

Mak-kha an tia. A nau-zɔuk cu pɔunah a
অবাক তারা হল। আর ছোট ভাইটা বাইরে সে

cuak-a." Lal Lɛrsia, an in-a a hlɛŋ -ɛ" tiin
গেল। রাজা ল্যারসিআ, আমাদের ঘরে তিনি পৌঁছেছেন" বলে

a tlaŋ-au ta-a. Masɛ tuman an ɔiami
সে পাহাড়ের দিকে চীৎকার করল। কিন্তু কেউই তারা বিশ্বাস

duh lɔ uva. Lal Lɛrsia rɔun kal-s cuan
করতে পারল না। রাজা ল্যারসিআ যদি আসেন তাহলে

a - hmain a tlaŋ -au tir-phɔut -aŋa. Ama
তাঁর আগে ঐ ঘোষণা দ্রুত দেওয়া হতো। তাঁকে

hmuak turin mipui pɔuh a lɔu hril lɔuk
অভ্যর্থনার জন্য জনগণ কেউ না কেউ জানিয়ে আগেই

dai tur a an-i-a. Dɔut mai - mai an-i-cu. Ama
ফেলত তারা। মিথ্যা শুধু শুধুই তারা

erɔu -cu a tuk zin -a lal Lɛraia cuan mipui
পরের সকালে রাজা ল্যারসিআ তারপর জনগণকে

a-kɔu khɔum -a, Liadɔva-tɛ unau-cu a
ডেকে একত্র করলেন, লিআনদভাদের ভাইদেরকে তিনি

fak-ta ɛm ɛm a. "Ka aŋm-na-ah rɔun-kal-vɛ rɔh -u"
প্রশংসা করলেন খুবই। আমার বাসস্থানে তে আসবে তোমরা

ti-in a sɔum -a. Tin "ʔial pakhat ka
বলে তিনি আশ্বাস দিলেন। তারপর গয়ান একটা আমি

pɛvɛaŋ cɛ -u" ti-in thu a tiam ŋal bɔk - a.
দেব তোমাদেরকে" বলে কথা তিনি শপথ করে গেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

Liandɔ va-cu a khua-mi pitar pakhat
লিআনদতা তারপর তার গ্রামের বুড়ো একজনের কাছে

arukin zana a rɔun -a." "Naktuk-a sial
চুপিসারে রাতে সে পরামর্শ নিল। "আগামীকাল গয়াল

la-turin ka kal-dɔun. Sia khui-kha-ŋɛ ka
নেওয়ার জন্য আমি যাব। তাই কোনটা আমি

thlaŋaŋ?" tiin a zɔuta. Pitɔri cuan, "In
বেছে নেব?" বলে সে জিজ্ঞেস করল। বুড়োটি তখন, "তোমরা

kal-aŋa sial thah dɛu — dɛu lian tha
যাবে গয়াল মোটা খুব বড় ভাল

ɛm ɛm tɛ, kɛ-cɔun lian dɛu - dɛu tɛ, in
খুবই, পায়ের রান বড় খুবই তোমরা

hmu-aŋa. cuŋ-tɛ-cu la duh su-hu. A tɔup bɛrah cuan
দেখবে। সেইগুলি নিওনা সবার শেষে একেবারে

cɛrcɛ ɛm ɛm hrisal-lɔu mɛl dɛu pakhat
অস্থিচর্মসার খুব মাংসবিহীন চেহারাওয়ালা একটা (গয়াল)

in hmu-a a cu cu in thaŋ-dɔun-nia." A
তোমরা দেখবে এটাই তোমরা বেছে নিও," সে

tia. Cuan an unau in kal-ta-a.
উপদেশ দিল। তখন তারা বড় ও ছোট ভাই তারা গেল।

Lal cuan a sial nei zɔun zɔun cu
রাজা তখন তাঁর গয়াল ছিল যতগুলি সেইসব

pakhat-tɛ-tɛin a cluua tira. Liandɔ va-cu
এক এক করে তিনি বের (করে) দিলেন। লিআনদতাও

kɔuŋka-a a di-ŋa. Lian dɛu dɛu hrisɛl
দরজার নিকট (গিয়ে) সে দাঁড়াল। বড় খুব স্বাস্থ্যবান

tha ɛm ɛm tɛ cu a hmu -a. A nau-cuan a
ভাল খুব (গয়াল)গুলি সে দেখতে গেল। তার ছোট ভাইয়ের তার

Dhaka University Institutional Repository

iit ɛm ɛm -a. "Ka-u, hei-li atha" a
লোভ খুব হলো। "(আমার) বড়ভাই, এটি ভাল" সে (ছোট ভাই)

ti-a. "Khai -ɔ! ka puar thɛl-a-lɔm" A
বলল। "আহা! আমি ধরতে পারলাম না।" সে (বড়ভাই)

ti-a. Cu-ti-cuan a ti Zɛla. Anau
বলল। তারপরে সে (সেভাবে) বলল বারবার। ছোটভাই

a tap zui zui ta-a. A tɔup acuan cuak tur
কাঁদলো ঝর ঝর করে। সবশেষে বেরুবার (তম) নেই

pakhat-ma. "Kan caŋ-dɔn lɔu anihi" a
একটাও। "আমাদের ভাগে পড়বে না নাকি (একটাও) সে

ti-a. A u cuan, "ɛkhai! ka-nau, kan
বলল। তার বড় ভাই, "হায়রে! আমার ছোট ভাই, আমরা

rɛthɛ i-sia. cɛ dɛu-pɔu ka - mhu mahna." a
গরীব খুব বাজে হলেও আমরা (গয়াল) পাচ্ছিনা।" সে

tia. A cu -a an lut-a cɛr chɛ ɛm ɛm
বলল, তার ভিতরে তারা প্রবেশ করল, খুব বাজে রোগা (গোছের)

hris ɛl-lɔu dɛu pakhat-cu an hmu-a Cu cu
স্বাস্থ্যহীন একটা (গয়াল) তারা দেখল। এটাই

a - u cuan a kai-ta-a. An vɛŋ -a cuan
তার বড়ভাই তখন সে ধরল। তারা গ্রামে তারপর

an kai-hɔu -ta-a. Masɛ cu sial-cu la-tin
তারা ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু সেইটি গয়ালটা প্রত্যেক মাসে

nau an ɛi thin-a. Cu-ti-cuan anni -pɔuk an
বাছুর প্রসব করতে লাগল। তারপর থেকে তারাও তারা

hausa cɔu-ta-a.
ধনী হলো।

Dhaka University Institutional Repository

বম রূপকথা

ZAŊƐN
(জাঙেন)

Alan-ah Zausnu tini numɛi pakhat aum. Zaŋɛn-nu
পূর্বে জাউসের মা বলে বিধবা একজন ছিল। জাঙেনের মার

athi rɔ cun Zaŋɛn-pa ni Zausnuraŋ a aum pi
মৃত্যু(র) পর জাঙেনের বাবা জাউসের মাকে বিয়ে করে।

Apa-kanucu Zaŋɛn. Anu-kanucu Zaum.
বাপের মেয়ে জাঙেন। সৎ মায়ের মেয়ে জাউম।

Zaŋɛn-cu anuɛi nih thuŋ ai a-nɛh chɔ tɔm.
জাঙেনকে সৎমা টি খুব অত্যাচার করত ।

Nɛh chɔ atuar khɔu lɔu lɛ nikhat
অত্যাচার সইতে পারে না বলে একদিন

cu athainakzɔŋ atlɛŋ diŋ hɛn in cu acuak
উদ্দেশ্যহীনভাবে পৌঁছার জন্য বাড়ী থেকে বের

tak asi Lampia ɛidiŋ ah asir lɔudiŋ hɛn in
হয়েছিল । পথে খাবার(এর) জন্য যাতে পস্তাবে না হয় তাই বাড়ী

thɔkhɛn caŋ cɛrkhɛt adɛŋ aput. Lam lat
থেকে পিঠা প্রচুর তৈরী নিল । পথ দূর

tak akal nun ah Lal-in pakhat amu.
অনেক হাঁটার পর রাজবাড়ী একটি দেখল।

Lal-in-Lakah din -nak tɔŋ cɛlɛa, ti- hɛn
রাজবাড়ীতে বিশ্রামাগার পায় যদি, সে ভাবে

adɔn. Lal-in rɔu kualt k kiaŋ ah ar-in
ভাবলো । রাজবাড়ী বিরাট টি পাশে মুরগী বাসা(র)

taŋ ah atɔu lɛ culiau. A cun akiaŋ-a uprɛ
নীচে বসে রইল ঐ সময় । তখন পাশেতে ব্যাঙ

Dhaka University Institutional Repository

pakhat apɛr maŋ micu amu. Uprɛ vun-cu
একটি লাফ দিল দেখে। ব্যাঙ(এর) চামড়াটি

alik zɛk lɛ a ɛiviŋ. Lal rian tuan tu
ছুলে ফেলে সে পারলো। রাজা(র) কাজ যারা করে

zɔŋ tla nih cun uprɛ autilɛ an suipah tɔn
সবাই ব্যাঙ বলে তারা লাথি মারতে

aci. Lal cun, "Zɔŋ rual pi rian-tuan-tu
থাকে। রাজা বলেন, বানর দলের কর্ম

an ɛina." Cumi zɔŋ rual-tla maŋ hɛn Lal-cu
আছে।" ঐ বানরগুলি(র) ব্যবহার(করা হয়) রাজার

rian atuan zɔŋcu anzir tuk rua a
কাজ করার(জন্য) রাখা হয়। বানরদের দুষ্টামি বেশী কারণে

Lalpa-vaŋ arian tadɛk hɛŋrɛŋ rian an; tuan
রাজা(র) কাজ ভালভাবে করেনা কাজ তারা; কাজ

piak khɔu lɔu. Lalpa nih cun, "Riantuan
করতে পারা(যায়) না। রাজা বলেন, " কাজ

zɔŋcu uprɛ-baŋ-a mɔhpurnak apɛk rɔh." Lal-cu
গুলি ব্যাঙ(এর) দায়িত্বে দাও।" রাজা(র)

ransa tamtak sia nak lak ah ransa asiah
জন্তু অনেক রাখায় জায়গায় জন্তু রাখা(হয়)।

Ransatlacu lalKapa nih azau khɛn. Nikhat-cu sun
জন্তুগুলিকে রাজপুত্রটি তদারক করে। একদিন দুপুর

ɛibar pɛk di hɛn uprɛ-raŋ an Kial.
খাবার দেবার সময় ব্যাঙকে তারা পাঠাল।

Ɛibar athak lɛ uprɛ vun-cu alit lɛ
খাবার পাঠালে ব্যাঙ(এর) চামড়াটি খুলার পর

thiŋ-ah akailɛ a din, Cu nuhau tɛ
গাছ(এ) সে উঠল বিশ্রামের জন্য। ঐ মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

cu thuŋ ai adɔh. Ransatla thiŋ nah nɔutla
ছোটটি খুব সুন্দর। জন্তুগুলি গাছের পাতা নরমগুলি

athlak piak, Na-lɛ la-tla asak lɛ nuam atithlɔu.
ফেলে দেয়, তার গানগুলি সুকন্ঠে(গীত) সুখ(ময়) রয়।

Sun – bu ɛihun rɔh cun Lal Kapa adin -
সুপুর(এর) ভাত খাবার সময় রাজপুত্র বিশ্রাম(এর)

nak – ah sun - bu ɛidiŋ hɛn ahɔŋ Kuk. Din -nak
জায়গা(য়) দুপুর(এর) ভাত খেতে কাছে আসে। বিশ্রাম(এর)জায়গায়

ahɔŋtlɛŋ lɛ ransa - tla cu thiŋ nah nɔutla ɛihɛn
পৌঁছানোর পর জন্তুগুলি(র) গাছের পাতা নরমগুলি খাবার

aum puŋ micu amu lɛ. Mi ɔtha lasak hau
আছে অনেক তা দেখে। সুকন্ঠে সুরের আওয়াজ

thɔm-cu athɛi Kɔn. Akal lan ah athɛi tami-cu,
শুনে আরো। যাবার আগে শুনেছিল,

"tusun ɛibar thaktu diŋ cu," Uprɛ ni asin.
আজকের দুপুর(এর) খাবার পাঠানো হবে," ব্যাঙ বলেছিল।

Thiŋ kɔŋ taŋ ah adir lɛ nuŋak rak mɛlta tak nuŋak
গাছ এর সে দাঁড়িয়ে সুন্দরী যুবতী খুব যুবতী

pakhat audɛk amu. Lal Kapa ni mɛl thɛinak
একজন কেউ দেখল। রাজপুত্রটি মুখ (দেখে) পরিচয়

asiam. "Na-pa in-raukuan tak kɛn ah mi
চাইল। "তোমার বাবা(র) বাড়ী(র) বিরাট কিনার(এর) সেই আমি

uprɛ" kahi tihɛn asaŋ. Thuŋman ruatlɛ lɛ
ব্যাঙ বলে উত্তর দিল। ভাষাটি বলা হলে

Lal Kapa-nih adu lɛ umpi diŋ a - tiam.
রাজপুত্রটি(র) প্রয়োজন ছিল বিয়ে(র) প্রতিশ্রুতি দিল।

Cur cun Lal Kapa cu karai a hul. An pani hɛn
তারপর রাজপুত্রটি বুদ্ধি খোঁজে। তারা দুজনে

Dhaka University Institutional Repository

karɛ i   an   hɔmtiam lɛ .   Khua ah   an   tlɔŋ
বুদ্ধি (করে) তারা সিদ্ধান্ত নিল। গ্রাম-এ তারা পৌঁছায়

cu   LalKapa   thin   afak   Ram   suŋ a mi
পরে (হল) রাজপুত্রের কলিজা ব্যথা হলো। দেশ ভিতরে

sarathiam-zɔŋlɛ   duith iam-   zɔtla zau   hɛpkhɔm ;   atha
কবিরাজগুলি বৈদ্য গুলি দেখানো হলো সব; ভাল

Sal a u.   "Uprɛ-tɛ   nih   akut   pakhat nih   atɔŋ cun ka ,
হলো না। "ব্যাঙ ছোট টি হাত একটা স্পর্শ পেলে তবেই,

adam,"   diŋ tih hɛn.   Cur cun   anu raŋ ah   uprɛ tɛ nih   a
ভাল (হতো) বলে। তারপরে মা(এর) কাছে ব্যাঙ ছোট দিকে তার

thin   Kaknak cu   tɔŋ   diŋ hɛn   aŋiar.   Uprɛ
কলিজা(র) ব্যাথা জায়গায় স্পর্শ করার জন্য অনুরোধ। ব্যাঙ

tɛ nih   atɔŋ   rɔh   cun   athin   Kak nak cu
ছোট টি শপথ করে যখন কলিজা ব্যাথা জায়গাটা স্পর্শ করে

adam   hɛprɔh.   LalKapa-nih cun   Ka it-nak-ah   it pi diŋhɛn
ভাল (হলো) সম্পূর্ণ। রাজপুত্রটি তার শোবার জায়গায় ঘুমানোর জন্য

atim   Lalnu-nih   a   ɔih   rɔh.   Athai   ziŋ cu   khua
প্রস্তুত (হলো) রাণী-টি তাকে ঘুম পাড়াল। তারপর দিন ভোর

adɛ il   LalKapa   it-nak   rɔum a   an ɔŋlɛ   nuŋak
বেলায় রাজপুত্র শোবার জায়গা যুবতী

mɛlta   takcu   an mu .   LalKapa   nih cun
সুন্দরী খুব দেখতে পেল। রাজপুত্রটি

apa-raŋ   cun   nunau cu   umpi   diŋ   hɛn   aŋiar
বাবার কাছে মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অনুমতি চাইল।

Anu-apa nih   cun   an   ɔi   piak lɛ .   An
মা-বাবা তখন তারা রাজী হলো। তারা

upɔh   nak   puai cu   an   tuah   rɔh.   Apu-raŋ ah
বিয়ে(র) জায়গায় অনুষ্ঠান তারা আয়োজন করল। শ্বশুর(কে)

Dhaka University Institutional Repository

man manɔh diŋ thɔŋ an thanɔh. Sikhumgɛlɛ
দাম দেবার জন্য খবর পাঠাল। কিন্তু

anu ɛi nih cu in thɔk hɛn atɛk nih nunau
সৎমা তা ঘর থেকে পলাতক সে মেয়ে

atilɛ zɛi man mɛʔ an hɔŋ manɔh lai atilɛ
বলে কি যৌতক হবে ? তারা দাম দেবে বলে

asiar lɔu. Cu huntak ah cun zaum khɔ mcu
পাত্তা দিল না। ঐ সময় টা জাউম সেও

pasal anɛi bak. zaum-raŋ diŋ hɛn cu ralriŋ
স্বামী নিয়ে আসে। জাউম-এর জন্য ঐগুলি

naktla mangi lɛ thuŋ ai atimɔh tuah. Sikhum gɛlɛ zaŋɛn
জায়গা থাকার খুব ব্যবস্থা কর। কিন্তু জাঙেন

ruaŋ a cun zɛikhɔm an tim tua lɔu. zaum
এর জন্য কোনকিছু তারা করলো না। জাউম

lɛh zaŋɛn-cu aruai hɛn man manɔh diŋ an hɔŋkɔur.
এবং জাঙেন-রা একসাথে দাম দেবার জন্য তারা এলো।

zaŋɛn cu Lalmɔunu asilɛ sal rual put hɛn,
জাঙেন রাজা হওয়ায় দাস দল নিয়ে এল,

sia rual khattla lɛŋun taŋka cɛrkhɛt put ɛn
গয়াল দল গুলি সোনা টাকা প্রচুর নিয়ে

raŋ tlun-ah cuan hɛn. Insuŋ tla khɔm ŋun
ঘোড়া(র) উপর চড়ে এল। বাড়ীর ভিতর ও সোনা(র)

taŋka khal-dil hɛn lɛŋ laitla-khɔm sia rual tla
টাকা ভর্তি করে বাইরেও গয়াল দলগুলি

rian tuan hɛn man cu anmanɔh. Hilɛi ah zaum mancu
কাজ করার জন্য দাম দিল। এদিকে জাউম(এর) দাম

kɛlcal mitcɔ pakhat lɛh taŋka rua pakhat cɔu
ছাগল কানা একটি এবং টাকা রুপা একটি মাত্র

asi. zaum-nu ɛi cu aniŋ azak tuk bak lɛ atɛk viŋrɔh.
ছিল। জাউমের মা বিরক্তি লজ্জায় খুব পরদিন চলে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাং কাহিনী

MAYU KHYAŋ
(মায়ু খ্যাং)

Ayaŋ	khua	prɛ	zal	thanikhua	Burma	kanaŋ
অনেক	কাল	আগে	যুদ্ধ	একটির সময়ে	বার্মা	হয়ে

Hɛ̃u	maŋ hãt		ni-	pre-a	cɛn balah	lɔu .
খ্যাং	রাজা	একজন	এ	দেশে	পালিয়ে	আসেন।

Maŋ -ah	phia	pai-nhi	mui shɔ.	Cɛn balah lɔu	khua
রাজার	রাণী	দুইজন	ছিল ।	পালিয়ে	আসার

	phia-lɛ kya		pum tõta shɔ.	Khrɔ	thum	khrɔ
সময়ে	রাণী	ছোট	গর্ভবতী ছিলেন ।	মাস	তিন,	মাস

li	panaŋ	zal	pui nih	khũtni	inhi	lua lai	shɔ
চার	পরে	যুদ্ধ	শেষ হলে	সবাই	ফেরার	জন্য তৈরী	

inhipo- ɛi .	ɔinhi	ɔikhua	ani phia-lɛkya	upah
হলো ।	কিন্তু	ঐ সময়	রাণী ছোট	অসুস্থ

thɛn ɛi.	Maŋ -la	phia-lɛ n	nanh a	khɛt nuk hũt shɔ.
ছিলেন ।	রাজা	রাণী বড়কে	অধিক	ভাল বাসতেন ।

ɛikɔ uŋ	anh ila	phia-lɛ kya-a	nia	ɔtɔ kaih hũt shɔ
তাই	তিনি	রাণী ছোটকে	এখানে	ফেলে যাওয়ার

uluŋlah	kɔ bain hũt shɔ .	Maŋ -la	phia lɛ n-a
মনোস্থির	করলেন ।	রাজা	রাণী বড়কে

phia lɛ kya	bɛ hɔ upɛ k,	"Ma-yu"	cipunɔ ai
রাণী ছোটর	ব্যাপারে বললেন,	"(নেবনা)",	নেবার ইচ্ছা

khyaŋŋa	ɔikɔ uŋ	ani	khrɔŋ -khɔl	ni prɛ -a
নেই ।	সেই থেকে	তার	লোকেরা	এই দেশে

inimui hũt shɔ.
রয়ে গেল ।

Dhaka University Institutional Repository

খুমি রূপকথা

Ahini adan ni

(সৃষ্টি কাহিনী)

Kinimui pathama a kabalɔŋ sapɛ na. Nai bɔ lu dikɛŋi
স্রষ্টা প্রথমে পৃথিবী করলেন । তার পর

amui sadua plɔŋ na, nɔmcɔu lɛmpui-ɛ-ru sapɛ na.
এসব প্রাণী সৃষ্টি করলেন, পুরুষ নারী মূর্তি করলেন ।

Nai bɔlui diŋ-ma ikha a. Daisi maɛ hārɛ pū-i-maŋ am
তারপর রাতে ঘুমান । জংগল থেকে সাপ

zɔr. Huni pūi-maŋ diŋ klirɛ khilɛŋ hui sapɛ na.
এল; সেই সাপ মাটির তৈরী ।

Khumi ru ci tafra pɛu. Kinimui naibɔlui ui
মানুষের মূর্তিগুলি ভাংলো । স্রষ্টা তারপর কুকুর

hārɛ saɛa pihiŋ taibɔ. Huni ui mɛ Khumi
জীবন দান করলেন । সেই কুকুর মানুষের

rucia kamɔŋna. Huni adiŋ lui pū-i-ma am zɔr
মূর্তিগুলি(র) পাহারা দিত । সেই সাপ এল

ui huni pūi-ma a niu ɛa naŋ tɛ hu(k) hu(k) nui.
কুকুর সেই সাপ দেখে ঘেউ ঘেউ করে ।

Nai builɛ pū-i daisi maa lairutɛ. Hini akhɔŋlui
তারপর সাপ জংগল থেকে পালায় । তারপর দিন

kinimui khumi ru lɔmnirɛ fu nui saɛa pihiŋ na
স্রষ্টা মূর্তিগুলি(র) জীবন দান

sapɛ lɔ tɛ. Hanui tar-ia Kabɔl ŋa kinimui pathama
করলেন । এভাবে পৃথিবীতে স্রষ্টা প্রথমে

khumi ru nɔmcɔ kui nɛmpui sapɛ na.
মানুষগুলি(র) পুরুষ নারী করলেন ।

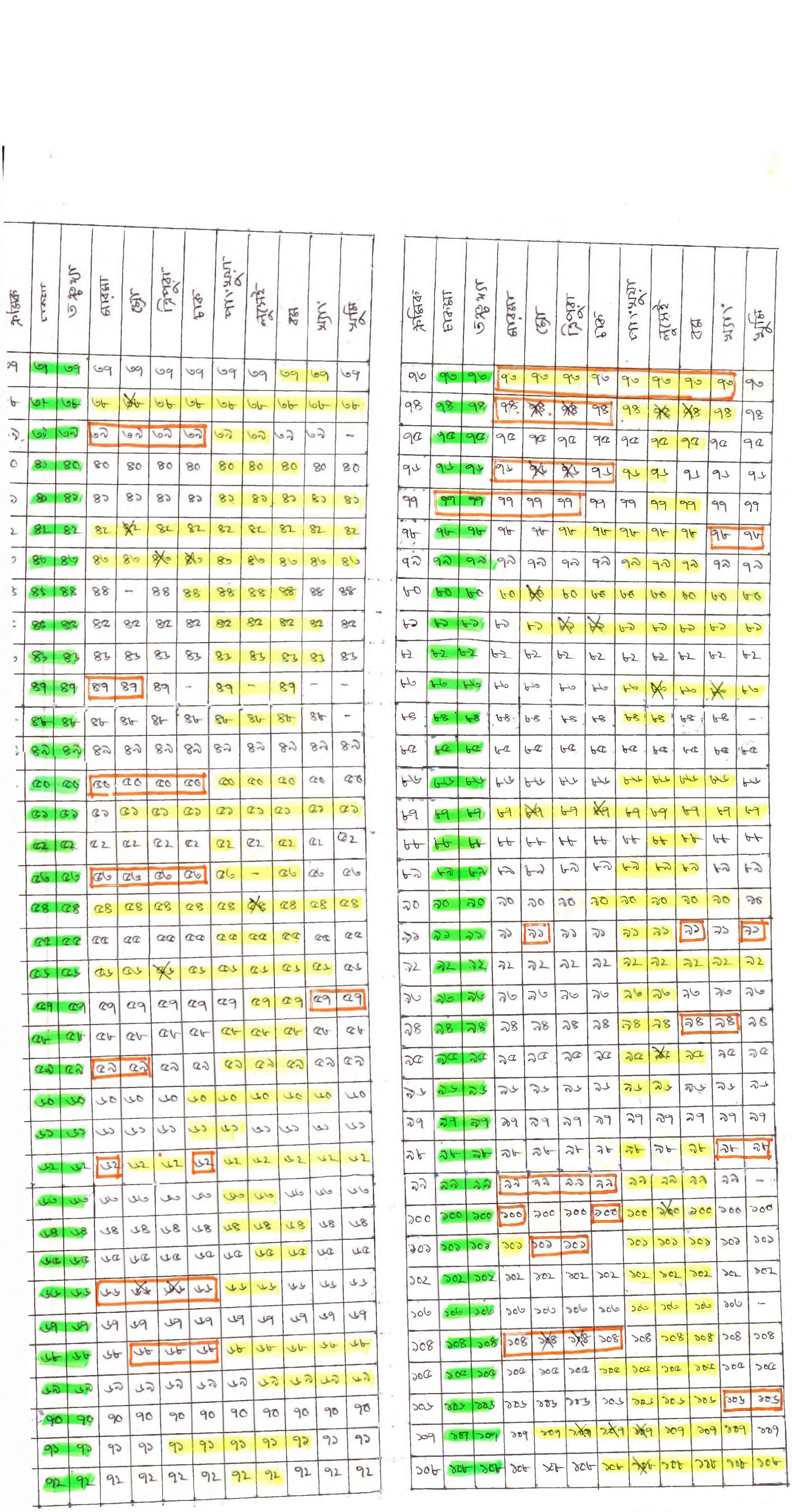

ক্রমিক	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭	৩৭
৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮
৩৯	৩৯	৩৯	৩৯	৩৯	৩৯	৩৯	৩৯	৩৯	৩৯	৩৯	–
৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০
৪১	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১
৪২	৪২	৪২	৪২	৪২	৪২	৪২	৪২	৪২	৪২	৪২	৪২
৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩
৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	–	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫
৪৬	৪৬	৪৬	৪৬	৪৬	৪৬	৪৬	৪৬	৪৬	৪৬	৪৬	৪৬
৪৭	৪৭	৪৭	৪৭	৪৭	৪৭	–	৪৭	–	৪৭	–	–
৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	–
৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯	৪৯
৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১
৫২	৫২	৫২	৫২	৫২	৫২	৫২	৫২	৫২	৫২	৫২	৫২
৫৩	৫৩	৫৩	৫৩	৫৩	৫৩	৫৩	৫৩	–	৫৩	৫৩	৫৩
৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪
৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫	৫৫
৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬	৫৬
৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭	৫৭
৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮
৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯	৫৯
৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১
৬২	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২
৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩
৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪	৬৪
৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫
৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬
৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭
৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮	৬৮
৬৯	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯	৬৯
৭০	৭০	৭০	৭০	৭০	৭০	৭০	৭০	৭০	৭০	৭০	৭০
৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১
৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২	৭২

ক্রমিক	চাকমা	তঞ্চঙ্গ্যা	মারমা	ম্রো	ত্রিপুরা	চাক	পাংখুয়া	লুসেই	বম	খ্যাং	খুমি
৭৩	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩	৭৩
৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪
৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫
৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭	৭৭
৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮	৭৮
৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯
৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১
৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২	৮২
৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩	৮৩
৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	–
৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫	৮৫
৮৬	৮৬	৮৬	৮৬	৮৬	৮৬	৮৬	৮৬	৮৬	৮৬	৮৬	৮৬
৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭	৮৭
৮৮	৮৮	৮৮	৮৮	৮৮	৮৮	৮৮	৮৮	৮৮	৮৮	৮৮	৮৮
৮৯	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯
৯০	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০	৯০
৯১	৯১	৯১	৯১	৯১	৯১	৯১	৯১	৯১	৯১	৯১	৯১
৯২	৯২	৯২	৯২	৯২	৯২	৯২	৯২	৯২	৯২	৯২	৯২
৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩
৯৪	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪
৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫	৯৫
৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬
৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭	৯৭
৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮
৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯	–
১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১		১০১	১০১	১০১	১০১	১০১
১০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২	১০২
১০৩	১০৩	১০৩	১০৩	১০৩	১০৩	১০৩	১০৩	১০৩	১০৩	১০৩	–
১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪
১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫	১০৫
১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬
১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭	১০৭
১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮

Dhaka University Institutional Repository

৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	~~৮~~	~~৮~~	৮	~~৮~~	~~৮~~	~~৮~~	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	–	১১	১১	–	–
১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৪	১৪	১৪	১৪	~~১৪~~	~~১৪~~	~~১৪~~	১৪	~~১৪~~	১৪	১৪	১৪
১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	–
১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
২১	২১	২১	২১	~~২১~~	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
২২	২২	২২	২২	২২	~~২২~~	২২	২২	২২	২২	২২	২২
২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩
২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	–
২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬
২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯
৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩১
৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২
৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	–	৩৩	–	–
৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪	৩৪
৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫
৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থ

ইসলাম, রফিকুল ১৯৭০ইং : ভাষাতত্ত্ব (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান।

ঘোষ, সতীশ চন্দ্র ১৩১৬ বাংলা : চাকমা জাতি। কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী, ভলিয়ুম ২৪।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার ১৯৭৪ইং : বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (অষ্টম সংস্করণ) কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

চাকমা, চিত্ত রঞ্জন ১৩৯১ বাংলা : চাঙমা কথা ভাণ্ডার (চাকমা শব্দ কোষ) কলিকাতা: নিউ রূপলেখা প্রেস।

চাকমা, নোয়ারাম n.d. : চাকমার প্রথম শিক্ষা (চাকমা ও বাংলা বর্ণে লিখিত), চট্টগ্রাম।

চাকমা, সুগত ১৯৭৩ইং : চাঙমা বাঙলা কথাতারা (চাকমা বাংলা অভিধান) রাঙ্গামাটি: জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর (জুভাপ্রদ)।

চৌধুরী, আবদুল হক ১৯৮৮ইং : চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, ঢাকা: বাঙলা একাডেমী।

চৌধুরী, দুলাল ১৯৮০ইং : চাকমা প্রবাদ। কলিকাতা: লোক বিতান।

তনচঙ্গ্যা, যোগেশ চন্দ্র ১৯৯৫ইং : তনচঙ্গ্যা উপজাতি। চট্টগ্রাম: শান্তি প্রেস।

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল ১৩৯৬ বাংলা : ত্রিপুরা বা ককবোরক ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ। রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (উ সা ই)

দেওয়ান, অশোক কুমার (সম্পাদিত) ১৯৮২ইং : চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষা কোর্সের প্রথম পাঠ। রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (উ সা ই)

দেওয়ান, প্রভাত কুমার ১৯৭৮ইং : চাকমা ভাষাতত্ত্বের পরিচয়। চট্টগ্রাম: হার্ডিঞ্জ প্রেস।

মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত) ১৯৮৩ইং : ভাষাতাত্ত্বিক ফিল্ড-ওয়ার্ক '৮৩। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ।

মুসা, মনসুর ১৯৮৪ইং : ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। ঢাকা: মুক্তধারা, ঢাকা প্রেস।

Dhaka University Institutional Repository

মুসা, মনসুর, ১৯৯৫ইং : বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর ১৯৮৫ইং : আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রায়, নীহার রঞ্জন ১৯৬০ইং : বাঙালীর ইতিহাস। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।

লংকারা, চান্দামালা ১৯৩১ইং : ধান্যাওয়াদী রাজাওয়াং সাইক্যম। (বর্মী ভাষায় লিখিত ধন্যবতীর রাজবংশ) মান্দালয়।

শরীফ, আহমেদ ১৩৭৯ বাং : সৈয়দ সুলতান: তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ (সম্পাদিত) ১৯৬৫ইং : পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। ঢাকা: বাঙলা একাডেমী।

১৯৬৮ইং : বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত। (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৫ইং)। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সেন, কালী প্রসন্ন ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ : রাজমালা, ১ম লহর।

সেন, সুকুমার ১৯৭৫ইং : ভাষার ইতিবৃত্ত। দ্বাদশ সংস্করণ। কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

হক, মুহম্মদ এনামুল ১৯৬৫ ইং : চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য ভেদ। চট্টগ্রাম: কোহিনুর লাইব্রেরী।

হক, মুহম্মদ এনামুল ও আবদুল করিম ১৯৬৫ইং : আরাকান রাজ-সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য। (খ্রীষ্টীয় ১৬০০-১৭০০ অব্দ) কলিকাতা: ক্যালকাটা পাবলিশিং ওয়ার্ক।

হাই, মুহম্মদ আবদুল ১৯৬৪ইং : ধ্বনি-বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব। ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ।

Dhaka University Institutional Repository

প্র ব ন্ধ

ক্য শৈ প্র ১৯৮১ইং : 'মারমা উপজাতি পরিচিতি', অঙ্কুর, ১ম সংখ্যা। রাংগামাটি: রাংগামাটি পাবলিক লাইব্রেরী।

খান, আবদুল মাবুদ ১৯৮৩ইং : 'বান্দরবানের রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত'। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

চাকমা, সুগত ১৯৮৬ইং : 'পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা ক্ষেত্রে উপজাতীয় সমাজ'। সুস্মিকা। ধর্মালংকার ভিক্ষু সম্পাদিত। রাংগামাটি: সেক্টার অব পাবলিকেশন অফ বুদ্ধিজম।

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল ১৯৯০ইং : 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত'। গিরিনির্ঝর, ৮ম সংখ্যা। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা সম্পাদিত। রাংগামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (উ সা ই)।

দেওয়ান, বঙ্কিম কৃষ্ণ ১৯৮৪ইং : 'দাগকধা' (চাকমা প্রবচন)। গিরিনির্ঝর, ৮ম সংখ্যা। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা সম্পাদিত। রাংগামাটি: উ সা ই।

বর্মণ, রমেন্দ্র n.d. : 'আ মরি ককবরক ভাষা', এবং তৎপ্রাসঙ্গিক। আগরতলা: অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাহিত্য একাডেমী।

বোম, লালনাগ ১৯৮১ইং : 'উপজাতীয় পরিচিতি: বোম'। অঙ্কুর, ১ম সংখ্যা। রাংগামাটি: রাংগামাটি পাবলিক লাইব্রেরী।

Dhaka University Institutional Repository

B O O K S

Alyeshmerni, Mansoor and Taubr Paul 1970 : Working with Aspects of Language. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.

Bessaignet, Pierre 1958 : Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts. Dacca: Asiatic Society of Pakistan.

Bechert, H.G. (ed) 1984 : The World of Buddhism. London: Thames and Hudson.

Bennison, J.J. 1933 (Comp) : Census of India, 1931. Vol.XI, Burma, Part I. Rangoon: Office of Supdt., Government Printing and Stationery.

Bloomfield, Leonard 1933 : Language. New York: Holt, Rinehart and Winston. (Reprint. London: Allen and Unwin, 1935).

Bloch, B. and G.L. Trager 1942 : Outline of Linguistic Analysis, Baltimore, Md.: Linguistic Society of America. At the Waverly Press, Inc.

Boas, Franz: n.d. : Introduction to the Handbook of American Indian Languages. Washington, D. C.: Institute of Languages and Linguistics. Georgetown University Press.

Brauns, C.D. & L.G.Loffler 1986 : Mru : Hill People on the Border of Bangladesh. Translated from German by Doris Wagner-Glenn. Berlin: Birkhauser Verlag, 1990).

Campos, J.J.A. 1919 : History of Portugese in Bengal, Calcutta: Butter worth & Co.

Chakma, Lakshmi Bhushan 1994 : Changma Pattham Paidhya (Revised edition) Chakma Autonomous District Council, Mizoram 1998).

Chakma, P.B. 1983 : Chakma Dictionary. (A Chakma to English Dictionary). Mizoram: Kamalanagar.

Dhaka University Institutional Repository

Chatterji, S.K. 1926 : The Origin and Development of the Bengali Language. (Reprint, Calcutta: Rupa and Co. 1975).

_____ 1950 : Kirata Jana Krti. Calcutta: Journal of the Asiatic Society of Bengal. (Revised 2nd ed. Calcutta: Grantha Parikrama Press, 1974).

Cotton, H.J.S. 1880 : Memorandum on the Revenue History of Chittagong. Calcutta.

Dewan, Aditya Kumar 1990: Class and Ethnicity in the Hills of Bangladesh. Ph.D. Thesis, Department of Anthropoloty, McGill University, Montreal, Canada.

Fromkin, Victoria and Rodman, Robert 1973 : An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.

Grierson, G.A. (Comp & ed) 1903-27 : Linguistic Survey of India. Vol.I, part I, Vol.II, Vo.V, part II. Calcutta: (Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 1973).

Hall, D.G.E. 1955 : A History of South East Asia. London: Macmillan Education Ltd. (Fourth edition, Reprint, HongKong 1985).

Hunter, W.W. 1868 : A Comparative Dictionary of the Non Aryan Languages of India and High Asia. London: Trubner and Co.

_____ 1876 : A Statistical Account of Bengal. Vol.VI (Chittagong Hill Tracts, Chittagong, Noakhali, Tipperah and Hill Tripperah Parts). London: Trubner and Co.

Dhaka University Institutional Repository

Hitchinson, R.H.S. 1906 : An Account of Chittagong Hill Tracts. Calcutta; The Bengal Secretariat Book Depot.

_____ 1909 : Chittagong Hill Tracts, Eastern Bengal and Assam District Gazetteers. Calcutta; Government Press. (Reprint, New Delhi; Vivek Publishing Company, 1978).

Ishaq, M. (ed) 1971 : Bangladesh District Gazetteers Chittagong Hill Tracts. Dhaka; Government Press.

Khaing, Thun Shwe 1988 : Rakhaing Mrauk Phya Dethama Sak Taing Rangtha Mya. (Sak people in the Northern Arakan, in Burmese). Akyab College, Myanmar.

Laldailova, J.F. 1969 : English Lushai Dictionary. Calcutta; Indian Press Ltd.

Langacker, Ronald W. : Language and Its Structure. New York; Harcourt, Brace & World Inc.

Lama, Chimpa and Alaka Chattopadhyaya (tr) 1980 : Taranatha's History of Buddhism in India. Debiprasad Chattopadhyaya (ed). Calcutta; K.P. Bagchi and Co.

Lehman, Winfred P. 1966 : Historical Linguistics. New York; (Reprint, Calcutta, 1968).

Lewin T.H. 1869 : The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein. Calcutta; Bengal Printing Company.

_____ 1870 : Wild Races of South Eastern India. London; Allen.

_____ 1912 : A Fly on the Wheel, London.

Lyons, John 1968 : Introduction to Language. Cambridge; Cambridge University Press. Reprinted in 1979.

Dhaka University Institutional Repository

Palmer, F.R. 1976 : Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Phayre, A.P. 1883 : History of Burma. London: Trubner and Co.

Qanungo, S.B. 1988 : A History of Chittagong. Vol. I, Chittagong.

Reichle, Verena 1981 : Bawm Language and Lore. Las Vegas: Bern Frankfurt am Main.

Risley, Herbert 1891 : Tribes and Castes of Bengal. Calcutta: Bengal Secretariat Press.

Rizvi, S.N.H.(ed) 1975 : Bangladesh District Gazetteer. Chittagong.

Robins, R.H. 1967 : A Short History of Linguistics. London: Longmans. pp. 218-223 (2nd impressions, 1969).

Samarin, William J. 1966: Field Linghistics, New York: Rineheart and Winston Inc.

Sapir, Edward 1921 : Language, New York.

Savidge, F.W. 1908 : Grammar and Dictionary of Lakher Language. Allahabad: Pioneer Press.

Schendel, W.V. 1992 : Francis Buchanon in South East Bengal (1798). Dhaka: University Press Ltd.

Shakespear, J. 1912 : The Lushei Kuki Clans. London: McMillan Company. (Reprint, Delhi: Cultural Printing House, 1983).

Thianglima, L. 1990 : Mizo Tawn. Mizoram: Aizal Tawnhbawn Press.

Tripura, Baren 1975 : The Tripuras of Chittagong Hill Tracts. Tripura Upajati Shiksha-o-Sanskritik Sangsad.

Dhaka University Institutional Repository

Turner, R.L. 1960 : A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages. 2nd Impression, London: Oxford University Press, 1973.

Weinreich, Uriel 1953 : Language in Contact. New York: (9th printing, Monton publishers, the Hague, the Netherlands).

ARTICLES

Bernot, Lucien 1960 : Ethnic Groups of Chittagong Hill Tracts. In P. Bessaignet (ed.), Social Research in East Pakistan (Second Revision edition). Pp. 137-171, Dacca: Asiatic Society of Pakistan 1964).

Greenberg, Joseph H. 1963 : Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. In Joseph H. Greenberg (ed.), Universals of Languages. Second edition, 5th print. pp. 73-113.

Harvey, G.E. 1961 : Bayinnaung's Living Descendant: The Magh Bohmong. Journal of Burma Research Society. Vol.XLIV, Part I, Rangoon.

Hodson, B.H. 1853 : On the Indo Chinese Borderes and their connections with Himalayas and Tibetans. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol.XIII, Calcutta.

Islam, Rafiqul 1984 : Tribal Languages of Bangladesh and Problem of their Development. In M.S. Qureshi ed : Tribal Cultures in Bangladesh, Rajshahi.

Karim, A. 1963 : Samandar of Arab Geographers. Journal of the Asiatic Society of pakistan. Vol.VIII, No.2, Dacca.

Karim, A.H.M.Z. 1989 : The Linguistic Diversities of the Tribesmen of Chittagong Hill Tracts in Bangladesh: A Suggestive Language Planning. Asian Profile, Vol.17, No.2. Rajshahi: Rajshahi University.

Dhaka University Institutional Repository

Loffler, Lorenz G. 1968 : A Note on the History of the Marma Chiefs of Bandarban. Journal of the Asiatic Society of Pakistan. Vol.XIII, No.2, Pp. 189-201, Dacca.

Maniruzzaman 1980 : Language Planning of an Ethnic Minority Group of Bangladesh ; The Chakma. A paper presented in Second International Summer Institute of Mysore, India.

_____ 1980 : Notes on Chakma Phonology. In M. S. Qureshi, (ed.), Tribal Culture in Bangladesh. Rajshahi University. The Institute of Bangladesh Studies.

Phayre, A.P. 1841 : Account of Arakan. Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal. Vol.X, No.117, Pp. 679-712, Calcutta.

Serajuddin, A.M. 1971 : The Origin of the Rajas of the Chittagong Hill Tracts and their relations with the Mughuls and East India Company in the eighteenth century. Journal of Pakistan Historical Society, Vol. XIX, part I, Pp. 51-60, Karachi.

Shafer, Robert 1933 : Classification of the Sino-Tibetan Language. Word. XIX, Pp. 94-111.

Swadesh, Morris 1972 : What is Glottochronology ? In Morris Swadesh ; The Origin and Diversification of Language. Edited by Joel Sherzer, London : Routledge and Kegan Paul.

Twaddell, W.F. 1958 : On Defining the Phonemes. In M. Joos' (ed.). Reading in Linguistics. New York; American Council of Learned Societies, 2nd ed.